বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের
কার্যপ্রণালী-বিধি

[২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত সংশোধিত]

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৫ অনুচ্ছেদের (১) দফার (ক) উপ-দফায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১লা এপ্রিল ১৯৭৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি প্রণয়ন করেন। যা ২২শে জুলাই ১৯৭৪ তারিখ পর্যন্ত অনুসৃত হয়।

প্রথম জাতীয় সংসদের ২২শে জুলাই ১৯৭৪ তারিখের বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি সংসদে বিবেচিত ও গৃহীত হয় এবং ২৩শে জুলাই ১৯৭৪ তারিখে তা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি প্রণীত হওয়ার পর তা ২০০৬ সাল পর্যন্ত মোট দশ বার সংশোধিত হয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে দুইবার, তৃতীয় জাতীয় সংসদে একবার, চতুর্থ জাতীয় সংসদে চারবার, পঞ্চম জাতীয় সংসদে একবার, সপ্তম জাতীয় সংসদে একবার এবং অষ্টম জাতীয় সংসদে একবার কার্যপ্রণালী-বিধির কতিপয় বিধি সংশোধন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী-বিধির ২, ৪, ৫, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৯৮, ৯৯, ১১৮, ১১৯, ১২৭, ১৪৫, ১৫৯, ১৬২, ১৭২, ১৯১, ২০০, ২০৫, ২১৯, ২৩১, ২৩৩, ২৪০, ২৪৬, ২৫৬, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৬ক, ২৯৬খ এবং ৩১০ বিধির সংশোধনের সুপারিশ সম্বলিত একটি রিপোর্ট ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ তারিখে সংসদে পেশ করে এবং উক্ত রিপোর্টটি ৩রা মার্চ ১৯৮০ তারিখে সংসদে বিবেচিত ও গৃহীত হয় এবং ৪ঠা মার্চ ১৯৮০ তারিখে তা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একই সংসদে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৮ বিধি সম্পর্কিত একটি সংশোধনী সংসদের ৪ঠা জুন ১৯৮১ তারিখের বৈঠকে বিবেচিত ও গৃহীত হয় এবং ৯ই জুন ১৯৮১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালী-বিধির ২১৯ বিধির একটি সংশোধনী ১২ই জুলাই ১৯৮৭ তারিখে সংসদে বিবেচিত ও গৃহীত হয় এবং তা ১৪ই জুলাই ১৯৮৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

চতুর্থ জাতীয় সংসদের ১১ই মে ১৯৮৮ তারিখের বৈঠকে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৬ বিধি সম্পর্কিত একটি সংশোধনী সংসদে বিবেচিত ও গৃহীত হয় এবং তা ঐ তারিখেই বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একই সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী-বিধির ৩, ৮, ২২, ৭৫, ১৪৫, ২৪৭, ২৭৮ এবং প্রথম তফসিলের ৪ বিধির সংশোধন সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ তারিখে সংসদে পেশ করে এবং উক্ত তারিখেই তা সংসদে বিবেচিত ও গৃহীত হয় এবং ঐ তারিখেই তা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একই সংসদের ৩১শে মে ১৯৮৯ তারিখের বৈঠকে কার্যপ্রণালী-বিধির ১৮৯(২) বিধির পর নতুন (৩) উপ-বিধি সংযোজন সম্পর্কিত একটি সংশোধনী সংসদে বিবেচিত ও গৃহীত হয় এবং ঐ তারিখেই বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একই সংসদের ১০ই জুলাই ১৯৮৯ তারিখের বৈঠকে কার্যপ্রণালী-বিধিতে নতুন ২১ক ও ২১খতম অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশ সম্পর্কিত একটি সংশোধনী সংসদে বিবেচিত ও গৃহীত হয় এবং ১১ই জুলাই ১৯৮৯ তারিখে তা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী-বিধির ২, ১৫, ১৬, ৪২, ৪৯, ৫৩, ৬২, ৭১, ১২শ কতম অধ্যায় (৭১ক), ১০০, ১৩১, ১৩৭, ১৪২, ১৫৯, ১৬২, ২১ক ও ২১খতম অধ্যায় (১৬২ক, ১৬২খ), ১৬৪, ১৮৯, ২১৩, ২৩৩, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৭ এবং ২৭৮ বিধির সংশোধনের সুপারিশ সম্বলিত একটি রিপোর্ট ২৬শে জানুয়ারি ১৯৯১ তারিখে সংসদে উপস্থাপন করে। পরবর্তীতে ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ তারিখের বৈঠকে তা সংসদে বিবেচিত ও গৃহীত হয় এবং ঐ তারিখেই বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ বিধি সংশোধন সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট ১৪ই মে ১৯৯৭ তারিখে সংসদে উপস্থাপন করে। পরবর্তীতে ১০ই জুন ১৯৯৭ তারিখের বৈঠকে তা সংসদে বিবেচিত ও গৃহীত হয় এবং ঐ তারিখেই বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

অষ্টম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী-বিধির ৪১, ৪৮, ৫৬, ৫৭, ৭১ক, ১০৭, ১৪০, ২৪৬, ২৬৭ এবং ৩০৪ বিধির সংশোধন সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ২০শে সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে সংসদে উপস্থাপন করে। রিপোর্টটি ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে সংসদে বিবেচিত ও গৃহীত হয় এবং ঐ তারিখেই বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কার্যপ্রণালী-বিধির উপর্যুক্ত সংশোধনীসমূহ সন্নিবেশ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির এ সংস্করণটি প্রকাশ করা হল।

ঢাকা,
২৮শে পৌষ ১৪১৩।
১১ই জানুয়ারি ২০০৭।

এ টি এম আতাউর রহমান
সচিব
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

সূচীপত্র

১ম অধ্যায়

সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও সংজ্ঞা

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা
২। সংজ্ঞা

২য় অধ্যায়

সংসদ আহ্বান, স্থগিতকরণ ও ভঙ্গকরণ এবং সদস্যবৃন্দের আসন-ব্যবস্থা, শপথ ও তালিকা

৩। সংসদ আহ্বান
৪। সংসদ স্থগিতকরণ বা ভঙ্গকরণ
৫। সদস্যবৃন্দের শপথ
৬। সদস্য-তালিকা
৭। সদস্যবৃন্দের আসন-ব্যবস্থা

৩য় অধ্যায়

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের নির্বাচন এবং সভাপতিমন্ডলীর মনোনয়ন

৮। স্পীকার নির্বাচন
৯। ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের পদ্ধতি
১০। স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের শূণ্যপদ পূরণ
১১। স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদত্যাগ
১২। সভাপতিমন্ডলী ও অস্থায়ী সভাপতি
১৩। সভাপতির ক্ষমতা

৪র্থ অধ্যায়

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১৪। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী
১৫। সদস্যের বহিস্কার
১৬। সদস্যের সাময়িক অপসারণ
১৭। বৈঠক স্থগিতকরণ
১৮। ডেপুটি স্পীকার কর্তৃক সভাপতির আসন গ্রহণ
১৯। স্পীকার কর্তৃক ক্ষমতা-অর্পণ

৫ম অধ্যায়

সংসদের বৈঠক

২০। বৈঠকের দিন
২১। বিধিসম্মত বৈঠক
২২। বৈঠকের সময়
২৩। বৈঠক মুলতবিকরণ

৬ষ্ঠ অধ্যায়

কার্যাবলী-বিন্যাস ও দিনের কার্যসূচী

(ক)কার্যাবলী-বিন্যাস

২৪। কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ
২৫। কার্য-সম্পাদনের জন্য সময় বরাদ্দ
২৬। সরকারী কার্যের বিন্যাস
২৭। বেসরকারী সদস্যদের বিলের প্রাধান্য নির্ণয়
২৮। একই প্রকারের বিল সম্পর্কিত ব্যালট
২৯। সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের প্রাধান্য

৩০। দিনের শেষে অনিষ্পন্ন কাজ
৩১। বেসরকারী সদস্যদের বিল বা সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত মুলতবি বিতর্কের পুনরায় আরম্ভকরণ

(খ) দিনের কার্যসূচী

৩২। দিনের কার্যসূচী

৭ম অধ্যায়

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী

৩৩। রাষ্ট্রপতির ভাষণ
৩৪। ভাষণ আলোচনার সময় বরাদ্দ
৩৫। আলোচনার জন্য গ্রহণযোগ্য অন্যান্য কাজ
৩৬। সরকারের উত্তরদানের অধিকার
৩৭। বক্তৃতার সময়-সীমা
৩৮। রাষ্ট্রপতির বাণী
৩৯। সংসদের সহিত রাষ্ট্রপতির যোগাযোগ
৪০। রাষ্ট্রপতির সহিত সংসদের যোগাযোগ

৮ম অধ্যায়

প্রশ্ন ও স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন

(ক) প্রশ্ন

৪১। প্রশ্নকাল
৪২। প্রশ্নের নোটিশ
৪৩। প্রশ্নের নোটিশের আকার
৪৪। তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন
৪৫। তারকাচিহ্নিত বা তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন হিসাবে গণ্য করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্পীকারের
৪৬। আলোচনার জন্য প্রশ্ন গ্রহণের নোটিশ
৪৭। প্রশ্নের জন্য দিন বরাদ্দ
৪৮। প্রশ্ন-তালিকা
৪৯। একদিনের জিজ্ঞাসা প্রশ্ন-সংখ্যা
৫০। প্রশ্ন প্রত্যাহার বা স্থগিতকরণ
৫১। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং উত্তরদানের পদ্ধতি
৫২। মৌখিক উত্তর দেওয়া হয় নাই ; এমন প্রশ্নের লিখিত উত্তর
৫৩। প্রশ্নের গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী
৫৪। প্রশ্নের সহিত সম্পর্কিত বিষয়সমূহ
৫৫। প্রশ্নের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্পীকারের
৫৬। সম্পূরক প্রশ্ন
৫৭। প্রশ্নের উত্তরের অগ্রিম প্রচার
৫৮। প্রশ্ন বা উত্তর সম্পর্কিত আলোচনায় বাধানিষেধ

(খ) স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন

৫৯। স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন

৯ম অধ্যায়

অর্ধ-ঘণ্টা আলোচনা

৬০। কোন প্রশ্নের উত্তর হইতে উদ্ভূত জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের আলোচনা

১০ম অধ্যায়

জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মুলতবি প্রস্তাব

৬১। স্পীকারের সম্মতিক্রমে প্রস্তাব উত্থাপন
৬২। নোটিশ প্রদানের পদ্ধতি
৬৩। মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকারের সীমাবদ্ধতা
৬৪। প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনার সময়
৬৫। অনুসরণীয় পদ্ধতি
৬৬। বিতর্কের ইতি
৬৭। বক্তৃতার সময়-সীমা

১১শ অধ্যায়

জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

৬৮। আলোচনা উত্থাপনের নোটিশ
৬৯। গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা স্পীকারের
৭০। আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবে বাধা, বক্তৃতার সময়-সীমা

১২শ অধ্যায়

জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ

৭১। জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ

১২শ ক অধ্যায়

জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সদস্য কর্তৃক বিবৃতি

৭১ক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্য কর্তৃক বিবৃতি

১৩শ অধ্যায়

আইন-প্রণয়ন

১ম ভাগ ঃ বিল উত্থাপন

(ক) শাখা ঃ বেসরকারী সদস্যদের বিল

৭২। বেসরকারী সদস্যদের বিলের নোটিশ
৭৩। রাষ্ট্রপতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও সুপারিশ সংগ্রহের নিয়ম
৭৪। বেসরকারী সদস্যদের বিল উত্থাপন

(খ) শাখা ঃ সরকারী বিল

৭৫। সরকারী বিল উত্থাপন

২য় ভাগ ঃ বিলের প্রকাশন

৭৬। বিলের প্রকাশন

৩য় ভাগ ঃ বিল বিবেচনা

৭৭। উত্থাপনের পর প্রস্তাব এবং বিল বিবেচনার সময়
৭৮। বিলের নীতি আলোচনা
৭৯। বিল সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপনকারী ব্যক্তিগণ
৮০। বাছাই/স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উত্থাপনের পর অবলম্বনীয় পদ্ধতি

৮১। বাছাই/স্থায়ী কমিটির রিপোর্টের উপরে বিতর্কের আওতা
৮২। সংশোধনী উত্থাপনের নিয়ম
৮৩। সংশোধনীর নোটিশ
৮৪। সংশোধনীর গ্রহণযোগ্যতার শর্ত
৮৫। সংশোধনীসমূহের বিন্যাস
৮৬। সংশোধনী ক্রম
৮৭। সংশোধনী প্রত্যাহার
৮৮। দফা-ওয়ারী বিল পেশ
৮৯। বিলের এক দফা, বলৎকরণ-দফা, প্রস্তাবনা ও শিরনামা

৪র্থ ভাগ ঃ বিল পাস হওয়া ইত্যাদি

৯০। বিল পাস হওয়া
৯১। বিতর্কের আওতা
৯২। প্রকাশ্য ও লেখনীগত ভুল সংশোধন
৯৩। বিল প্রত্যাহার
৯৪। ভোটদান
৯৫। বিল প্রমাণীকরণ
৯৬। রাষ্ট্রপতির সম্মতিপ্রাপ্ত বিলের প্রকাশনা

৫ম ভাগ ঃ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ফেরত-পাঠানো বিল পুনর্বিবেচনা

৯৭। রাষ্ট্রপতির বার্তা ও বিল পুনর্বিবেচনা
৯৮। সংসদে পুনরায় গৃহীত বিলের প্রমাণীকরণ

১৪শ অধ্যায়

সংবিধান-সংশোধন

৯৯। সংবিধান-সংশোধন

১৫শ অধ্যায়

পিটিশন

১০০। পিটিশনের আওতা
১০১। আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত পিটিশন
১০২। পিটিশনের সাধারণ ফরম
১০৩। পিটিশন প্রমাণীকরণ
১০৪। দলিল-পত্র সংলগ্ন না করা
১০৫। প্রতিস্বাক্ষর
১০৬। পিটিশন সংসদ সমীপে পেশ
১০৭। উপস্থাপনের নোটিশ
১০৮। পিটিশন উপস্থাপন
১০৯। উপস্থাপনের ফরম
১১০। পিটিশন কমিটিতে প্রেরণ

১৬শ অধ্যায়

আর্থিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি

(ক) বাজেট

১১১। বাজেট উপস্থাপন
১১২। বাজেট উপস্থাপনের দিনে উহার আলোচনা না হওয়া
১১৩। বাজেট বিতর্কের স্তর
১১৪। দিন বরাদ্দ
১১৫। বাজেটের সাধারণ আলোচনা

(খ) মঞ্জুরী-দাবী

১১৬। মঞ্জুরী-দাবী
১১৭। মঞ্জুরী-দাবী সম্পর্কে ভোট গ্রহণ
১১৮। ছাঁটাই- প্রস্তাব
১১৯। ছাঁটাই- প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী
১২০। ছাঁটাই প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা স্পীকার কর্তৃক নির্ধারণ
১২১। ছাঁটাই- প্রস্তাবের নোটিশ
১২২। হিসাবের উপর ভোট
১২৩। সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী এবং ঋণের উপর ভোট
১২৪। সম্পূরক মঞ্জুরী সম্পর্কিত আলোচনার সীমা
১২৫। প্রতীক -মঞ্জুরী

(গ) নির্দিষ্টকরণ

১২৬। নির্দিষ্টকরণ বিল

(ঘ) অর্থ বিল

১২৭। অর্থ বিল
১২৮। অর্থ সম্পর্কিত কার্যাবলীর জন্য বরাদ্দকৃত দিনের করণীয় কাজ
১২৯। অর্থ সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সময়-সীমা

১৭শ অধ্যায়
সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব

(ক) সাধারণ

১৩০। সিদ্ধান্ত- প্রস্তাবের বিষয়বস্তু ও উহা উত্থাপনের অধিকার
১৩১। সিদ্ধান্ত- প্রস্তাবের নোটিশ
১৩২। সিদ্ধান্ত- প্রস্তাবের আকার
১৩৩। সিদ্ধান্ত- প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী
১৩৪। ট্রাইব্যুনাল, কমিশন ইত্যাদির বিবেচনাধীন বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন
১৩৫। সিদ্ধান্ত- প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তদানের ক্ষমতা স্পীকারের
১৩৬। সিদ্ধান্ত- প্রস্তার উত্থাপন বা প্রত্যাহার
১৩৭। সিদ্ধান্ত- প্রস্তাবের সংশোধনী
১৩৮। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব বা সংশোধনী উত্থাপনের পর উহা প্রত্যাহার
১৩৯। সংশোধনী ক্রম
১৪০। সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি
১৪১। আলোচনার সীমা
১৪২। বক্তৃতার সময়-সীমা
১৪৩। গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ

(খ) সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী অধ্যাদেশ অনুমোদন না করা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব

১৪৪। অধ্যাদেশ অনুমোদন না করা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব
১৪৫। কতিপয় সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে যে সকল বিধি প্রযোজ্য নয়

১৮শ অধ্যায়
প্রস্তাব (সাধারণ)

১৪৬। জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা

১৪৭। প্রস্তাবের নোটিশ
১৪৮। প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী
১৪৯। ট্রাইব্যুনাল, কমিশন ইত্যাদির বিবেচনাধীন বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপনের প্রস্তাব
১৫০। প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তদানের ক্ষমতা স্পীকারের
১৫১। সমার্থক প্রস্তাব
১৫২। একাধিকবার বক্তৃতাদানের অধিকার
১৫৩। উত্তরদানের অধিকার
১৫৪। সংশোধনী
১৫৫। প্রস্তাব প্রত্যাহার
১৫৬। প্রস্তাবের আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দ
১৫৭। নির্ধারিত সময়ে প্রশ্ন ভোটে দান
১৫৮। বক্তৃতার সময়-সীমা

১৯তম অধ্যায়

মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এবং পদত্যাগকারী মন্ত্রীর বিবৃতি

১৫৯। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব
১৬০। পদত্যাগকারী মন্ত্রীর বিবৃতি

২০তম অধ্যায়

স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার অপসারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব

১৬১। স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার অপসারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব

২১তম অধ্যায়

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন ও অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার অপসারণ

১৬২। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন ও অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার অপসারণের পদ্ধতি
১৬২ক। (বিলুপ্ত)
১৬২খ। (বিলুপ্ত)

২২তম অধ্যায়

বিশেষ অধিকার

(ক) বিশেষ অধিকার-প্রশ্ন

১৬৩। বিশেষ অধিকার-প্রশ্ন
১৬৪। বিশেষ অধিকার-প্রশ্নের নোটিশ
১৬৫। বিশেষ অধিকার-প্রশ্ন উত্থাপনের শর্তাবলী
১৬৬। বিশেষ অধিকার-প্রশ্ন উত্থাপনের পদ্ধতি
১৬৭। বিশেষ অধিকার-প্রশ্নের গুরুত্ব
১৬৮। সংসদ কর্তৃক বিবেচনা বা বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে-প্রেরণ
১৬৯। স্পীকার কর্তৃক বিশেষ অধিকার-প্রশ্ন বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে-প্রেরণ
১৭০। স্পীকার কর্তৃক নির্দেশদানের ক্ষমতা
১৭১। কমিটির রিপোর্ট বিবেচনায় অগ্রাধিকার
১৭২। কোন সদস্যের গ্রেফতার, আটক ইত্যাদি বিষয় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক স্পীকারকে জ্ঞাতকরণ
১৭৩। কোন সদস্যের মুক্তির বিষয় স্পীকারকে জ্ঞাতকরণ
১৭৪। সংসদের সীমার মধ্যে গ্রেফতার
১৭৫। পরোয়ানা জারী
১৭৬। ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখের নিকট হইতে প্রাপ্তপত্র সম্বন্ধে করণীয়

২৩তম অধ্যায়

সংসদের আসন হইতে পদত্যাগ এবং ইহার শূন্যতা

১৭৭। সংসদের আসন হইতে পদত্যাগ
১৭৮। নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ এবং আসন শূন্য হওয়া

২৪তম অধ্যায়

সংসদে অনুপস্থিতির অনুমতি

১৭৯। অনুপস্থিতির জন্য আবেদন
১৮০। হাজিরা বহি

২৫তম অধ্যায়

সংসদের গোপন বৈঠক

১৮১। সংসদের গোপন বৈঠক
১৮২। কার্যাবলীর বিবরণী
১৮৩। অন্যান্য নিয়মাবলী
১৮৪। গোপণীয়তার বাধা তুলিয়া দেওয়া
১৮৫। কার্যাবলী অথবা সিদ্ধান্ত প্রকাশ

২৬তম অধ্যায়

বিধি সংশোধনের পদ্ধতি

১৮৬। বিধিসমূহের সংশোধন

২৭তম অধ্যায়

কমিটি নিয়ন্ত্রণকারী বিধিসমূহ

(ক) সাধারণ

১৮৭। কমিটি
১৮৮। কমিটি নিয়োগ
১৮৯। কমিটির মেয়াদ
১৯০। কমিটি হইতে পদত্যাগ
১৯১। কমিটির সভাপতি
১৯২। কোরাম
১৯৩। কমিটি বৈঠকে অনুপস্থিতির জন্য কর্মচ্যুতি
১৯৪। কমিটিতে ভোট গ্রহণ
১৯৫। সভাপতির নির্ণায়ক ভোট
১৯৬। সাব-কমিটি নিয়োগের ক্ষমতা
১৯৭। কমিটির বৈঠক
১৯৮। সংসদ চলাকালে কমিটির বৈঠক
১৯৯। একান্ত পরিবেশে কমিটির বৈঠক
২০০। বৈঠকের স্থান
২০১। কমিটির কার্যকালে সকল আগন্তুকের প্রস্থান
২০২। দলিল চাহিয়া পাঠানো ও সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা
২০৩। রেকর্ড, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইবার ক্ষমতা
২০৪। শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সাক্ষ্যদান
২০৫। সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার পদ্ধতি
২০৬। কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের রেকড
২০৭। গোপণীয় বিবেচিত হইবে এমন সাক্ষ্য রিপোর্ট ও কার্যাবলী
২০৮। বিশেষ রিপোট
২০৯। কমিটির রিপোট

২১০।   পেশের পূর্বে সরকারের নিকট রিপোর্ট সরবরাহকরণ
২১১।   রিপোর্ট পেশ
২১২।   সংসদে রিপোর্ট পেশ করার পূর্বে ইহার মুদ্রণ, প্রকাশন বা প্রচার
২১৩।   কমিটির নিজস্ব কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা
২১৪।   স্পীকারের নির্দেশদান ক্ষমতা
২১৫।   সংসদ মুলতবির কারণে কমিটির হাতের কাজ তামাদি না হওয়া
২১৬।   কমিটির অসমাপ্ত কাজ
২১৭।   কমিটির ক্ষেত্রে সাধারণ বিধির প্রযোজ্যতা
২১৮।   সচিব পদাধিকারবলে কমিটির সচিব হইবে অথবা সচিব কর্তৃক ক্ষমতা প্রদান

(খ)   কার্য উপদেষ্টা কমিটি

২১৯।   কার্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন
২২০।   কমিটির কাজ
২২১।   সময় বরাদ্দ আদেশ ঘোষণা

(গ) বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি

২২২।   বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি গঠন
২২৩।   কমিটির কাজ
২২৪।   শ্রেণী-বিভাগ ও সময়সূচী আদেশ ঘোষণা

(ঘ) বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি

২২৫।   বাছাই কমিটি গঠন
২২৬।   সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ
২২৭।   কমিটির শুনানী গ্রহণের ক্ষমতা
২২৮।   কমিটির রিপোর্ট
২২৯।   রিপোর্ট পেশ
২৩০। রিপোর্ট মুদ্রণ ও প্রকাশন

(ঙ) পিটিশন কমিটি

২৩১।   পিটিশন কমিটির গঠন
২৩২।   কমিটির কাজ

(চ) সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

২৩৩।   সরকারী হিসাব সম্পর্কিত কমিটির কাজ
২৩৪।   কমিটি গঠন

(ছ) অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি

২৩৫।   অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির কাজ
২৩৬।   কমিটি গঠন
২৩৭।   কমিটি কর্তৃক অনুমিত হিসাব পরীক্ষা

(জ) সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি

২৩৮।   সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির কাজ
২৩৯।   কমিটি গঠন

(ঝ) বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

২৪০।   বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি গঠন
২৪১।   কমিটি কর্তৃক বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন পরীক্ষা
২৪২।   রিপোর্ট বিবেচনা
২৪৩।   কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার অগ্রাধিকার

(ঞ) সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি
২৪৪। সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির কাজ
২৪৫। কমিটি গঠন

(ট) কতিপয় অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
২৪৬। কতিপয় অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কমিটি নিয়োগ
২৪৭। কমিটি গঠন
২৪৮। কমিটির কাজ

(ঠ) সংসদ কমিটি
২৪৯। সংসদ কমিটি গঠন
২৫০। কমিটির কাজ
২৫১। আবাসিক সাব-কমিটি
২৫২। সাব-কমিটি নিয়োগের ক্ষমতা
২৫৩। কমিটির সচিবালয়
২৫৪। কমিটির কার্যবাহের রেকর্ড
২৫৫। কমিটি বা সাব-কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল
২৫৬। অন্যান্য বিষয়ে প্রযোজ্য বিধি বিধান

(ড) লাইব্রেরী কমিটি
২৫৭। লাইব্রেরী কমিটি গঠন
২৫৮। কমিটির কাজ
২৫৯। (বিলুপ্ত)
২৬০। (বিলুপ্ত)
২৬১। (বিলুপ্ত)
২৬২। অন্যান্য বিষয়ে প্রযোজ্য বিধি-বিধান

(ঢ) কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
২৬৩। বিধি-কমিটির কাজ
২৬৪। কমিটি গঠন
২৬৫। টেবিলে রিপোর্ট পেশ

(ণ) বিশেষ কমিটি
২৬৬। গঠন ও কাজ

২৮তম অধ্যায়
সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পালনীয় বিধি
২৬৭। সংসদে সদস্য কর্তৃক পালনীয় বিধি
২৬৮। স্পীকার কর্তৃক আহ্বানের পর সদস্যের বক্তৃতাদান

২৬৯। সংসদে বক্তৃতাদানের পদ্ধতি
২৭০। বক্তৃতাকালে পালনীয় বিধি
২৭১। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পদ্ধতি
২৭২। স্পীকারের মাধ্যমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
২৭৩। অপ্রাসঙ্গিকতা বা পুনরাবৃত্তি
২৭৪। ব্যক্তিগত কৈফিয়ত
২৭৫। প্রশ্ন ভোটে দেওয়ার পর কোন সদস্য কর্তৃক বক্তৃতাদানে বাধা
২৭৬। স্পীকারের ভাষণ
২৭৭। স্পীকার দাঁড়াইলে অনুসরণীয় পদ্ধতি

২৯তম অধ্যায়

সাধারণ কার্যপ্রণালী-বিধি

নোটিশ

২৭৮। সদস্য কর্তৃক নোটিশ প্রদান
২৭৯। সদস্যদিগের নিকট নোটিশ ও কাগজপত্র প্রেরণ
২৮০। অগ্রিম নোটিশ প্রচার
২৮১। স্পীকার কর্তৃক প্রশ্ন ও প্রস্তাবের নোটিশ সংশোধন

প্রস্তাব

২৮২। প্রস্তাবের পুনরুক্তি
২৮৩। প্রস্তাব সম্পর্কিত কিতর্ক স্থগিত এবং সংসদ-বিধির অপব্যবহারজনিত বিলম্বকরণ-প্রস্তাব

পূর্ববর্তিতামূলক আলোচনা

২৮৪। পূর্ববর্তিতামূলক আলোচনা

সংশোধনী

২৮৫। সংশোধনীর আওতা
২৮৬। সংশোধনী বাছাই
২৮৭। সংশোধনী ভোটে প্রদান

বক্তৃতা প্রদানের ক্রম ও উত্তর দেওয়ার অধিকার

২৮৮। বক্তৃতা প্রদানের ক্রম ও উত্তর দেওয়ার অধিকার
২৮৯। প্রস্তাবের উত্তরে বিতর্কের সমাপ্তি

ইতি-প্রস্তাব

২৯০। ইতি-প্রস্তাব
২৯১। বিতর্কের সীমাবদ্ধতা

সিদ্ধান্তের প্রশ্ন

২৯২। সংসদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি
২৯৩। প্রস্তাব এবং প্রশ্ন উত্থাপন
২৯৪। ধ্বনি-ভোট গ্রহণের পর কোন বক্তৃতা নয়

ভোট গ্রহণ ও বিভক্তি-ভোট

২৯৫। ভোট গ্রহণ
২৯৬। বিভক্তি ভোট
২৯৬ক। স্বয়ংক্রিয় ভোট
২৯৬খ। লবিতে ভোট

উদ্ধৃতিদানের কাগজপত্র টেবিলে উপস্থাপন

২৯৭। উদ্ধৃতিদানের কাগজপত্র টেবিলে উপস্থাপন
২৯৮। টেবিলে পেশকৃত কাগজ
২৯৯। মন্ত্রীকে প্রদত্ত পরামর্শ বা মতামতের উৎস প্রকাশের পদ্ধতি

মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি

৩০০। মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি

বৈধতার প্রশ্ন

৩০১। বৈধতার প্রশ্ন ও তৎসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
৩০২। বৈধতার প্রশ্ন নয়, এমন বিষয় উত্থাপন

শৃঙ্খলা রক্ষা

৩০৩। স্পীকার কর্তৃক শৃঙ্খলা রক্ষা ও সিদ্ধান্ত কার্যকরণ

কোরাম

৩০৪। কোরাম

সংসদের ভাষা

৩০৫। সংসদের ভাষা

কার্যবাহের রিপোর্ট

৩০৬। সংসদের কার্যবাহের রিপোট

৩০৭। বিতর্ক হইতে শব্দাবলী বাতিলকরণ

৩০৮। মুদ্রিত বিতর্কে বাতিলকৃত কার্যবাহের উল্লেখ

সংসদের কাগজপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশন

৩০৯। সংসদের কাগজপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশন

কাগজপত্রের হেফাজত

৩১০। কাগজপত্রের হেফাজত

সংসদ-কক্ষ

৩১১। সংসদ-কক্ষ ব্যবহারের ব্যাপারে বাধা

আগন্তুকদিগের প্রবেশ

৩১২। আগন্তুকদিগের প্রবেশ

৩১৩। আগন্তুকদিগকে বাহির হইয়া যাইবার নির্দেশ

৩১৪। আগন্তুকদিগকে অপসারণ এবং আটক

বিধি স্থগিতকরণ

৩১৫। বিধি স্থগিতকরণ

স্পীকারের অবশিষ্ট ক্ষমতা

৩১৬। স্পীকারের অবশিষ্ট ক্ষমতা

কার্যাবলী বাতিল হওয়া

৩১৭। সংসদ মুলতবি হইলে অনিষ্পন্ন নোটিশসমূহ বাতিল

৩১৮। সংসদ বাতিলের ফলাফল

প্রথম তফসিল

বেসরকারী সদস্যদিগের বিল ও সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের আপেক্ষিক অগ্রগণ্যতা নির্ধারণের জন্য ব্যালট পদ্ধতি

দ্বিতীয় তফসিল

পিটিশনের ফরম

তৃতীয় তফসিল

কোন সদস্যের গ্রেপ্তার বা ক্ষেত্রমত আটক, দণ্ডপ্রাপ্তি বা মুক্তি প্রসঙ্গে প্রেরিতব্য পত্রের ফরম

চতুর্থ তফসিল

সরকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি

১ম অধ্যায়

সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও সংজ্ঞা

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা -
এই বিধিসমূহকে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি" বলা হইবে।
২। সংজ্ঞা -
(১) প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই বিধিসমূহে–
(ক) "অধিবেশন" অর্থ সংসদ আহূত হওয়ার পর ইহার প্রথম বৈঠকের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া স্থগিত হওয়া বা ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত সময়কাল ;
(খ) "কক্ষ" অর্থ যে স্থানে সংসদ সম্মিলিত হয় ;
(গ) "কমিটি" অর্থ সংসদ কর্তৃক বা সংসদের ক্ষমতাবলে গঠিত কোন কমিটি এবং অনুরূপ কমিটির কোন সাব-কমিটিও ইহার অন্তর্ভুক্ত ;
(ঘ) "গেজেট" অর্থ বাংলাদেশ গেজেট ;
(ঙ) "টেবিল" অর্থ সংসদের টেবিল এবং সংসদের গ্রন্থাগারও উহার অন্তর্ভুক্ত ;
(চ) "ডেপুটি স্পীকার" অর্থ সংসদের ডেপুটি স্পীকার ;
(ছ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিসমূহের সহিত সংযোজিত তফসিল ;
(জ) "তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন" অর্থ লিখিত উত্তরদানের জন্য জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ;
(ঝ) "তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন" অর্থ মৌখিক উত্তরের জন্য জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ;
(ঞ) "প্রস্তাব" অর্থ কোন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত সংসদে আলোচনা হইবে, এমন বিষয়ের সহিত জড়িত কোন সদস্য কর্তৃক আনীত প্রস্তাব এবং যে কোন সংশোধনী-প্রস্তাব ;
(ট) "বিরোধীদলের নেতা" অর্থ স্পীকারের বিবেচনামতে যে সংসদ-সদস্য [**] সংসদে সরকারী দলের বিরোধিতাকারী সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত ক্ষেত্রমত দল বা অধিসঙ্গের নেতা ;
(ঠ) "বিল" অর্থ আইন-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাব ;
(ড) "বুলেটিন" অর্থ সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, যাহাতে থাকিবে–
(অ) সংসদের প্রত্যেক বৈঠকের কার্যবাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;
(আ) সংসদের কার্যাবলী সম্পর্কিত বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয় সম্পর্কে তথ্য কিংবা স্পীকারের বিবেচনামতে উহাতে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য যে কোন বিষয় ; এবং
(ই) সংসদের কমিটিসমূহ সম্পর্কিত তথ্য ;
(ঢ) "বেসরকারী সদস্য" অর্থ কোন মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য ;
(ণ) "বৈঠক" অর্থ সংসদ বা উহার কোন কমিটির (বা সাব-কমিটির) আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত দিনের কার্যকাল;
(ত) "ভারপ্রাপ্ত সদস্য" অর্থ কোন সরকারি বিলের ক্ষেত্রে যে কোন মন্ত্রী বা অন্য কোন বিলের যে সদস্য উহা উত্থাপন করেন বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে যে সদস্যকে তাঁহার বিলের ভার গ্রহণের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন ;
[(থ) "মন্ত্রী" অর্থ মন্ত্রিসভার কোন সদস্য, এবং "মন্ত্রী" বলিতে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীগণ ও উপমন্ত্রীগণ অন্তর্ভুক্ত;]
(দ) "রাষ্ট্রপতি" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং সংবিধান অনুসারে সাময়িকভাবে উক্ত পদে কর্মরত কোন ব্যক্তি ;
(ধ) "লবি" অর্থ সংসদ-কক্ষ সংলগ্ন অলিন্দ এবং একই প্রান্তবিশিষ্ট নির্দিষ্ট এলাকা ;
(ন) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ;
(প) "সংশোধনী" অর্থ সংসদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ইতিপূর্বে আনীত কোন প্রস্তাব ভোটে প্রদত্ত হইবার পূর্বে উক্ত প্রস্তাবের সংশোধনকল্পে উত্থাপিত কোন প্রস্তাব ;
(ফ) "সংসদ" অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ;
(ব) "সংসদ-নেতা" অর্থ প্রধানমন্ত্রী বা এমন কোন মন্ত্রী, যিনি সংসদের অন্যতম সদস্য এবং সংসদ নেতারূপে কাজ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ;
(ভ) "সংসদের সীমা" অর্থ সংসদ-কক্ষ, লবি, গ্যালারি এবং সাময়িকভাবে স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানসমূহ ;
(ম) "সচিব" অর্থ সংসদের সচিব ; এবং সাময়িকভাবে সচিবের দায়িত্ব সম্পাদনকারী অন্য যে কোন কর্মচারী ;
(য) "সচিবালয়" অর্থ সংসদ সচিবালয় ;
(র) "সদস্য" অর্থ সংসদের সদস্য ;
(ল) "সভাপতি" অর্থ স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার ব্যতীত যে সদস্য সাময়িকভাবে [***] সভাপতিত্ব করেন; [এবং "সভাপতি" বলিতে কমিটিসমূহের সভাপতি অন্তর্ভুক্ত ;]

(শ) "সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি" অর্থ কোন বৈঠকের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ;

(ষ) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার ;

(স) "সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব" অর্থ কোন বিল ব্যতীত জন-গুরুত্বসম্পন্ন কোন সাধারণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে এবং তৎসম্পর্কে মতামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে আনীত কোন প্রস্তাব, এবং সংবিধানের উল্লিখিত প্রস্তাবও ইহার অন্তর্ভুক্ত ;

(হ) "স্পীকার" অর্থ সংসদের স্পীকার এবং সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে স্পীকারের দায়িত্ব সম্পাদনকারী ডেপুটি স্পীকার বা অন্য কোন ব্যক্তি।

(২) প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে সংবিধান ও এই বিধিসমূহের ব্যবহৃত শব্দ ও শব্দনামা সংবিধানের প্রদত্ত অর্থই বহন করিবে।

২য় অধ্যায়

সংসদ আহ্বান, স্থগিতকরণ ও ভঙ্গকরণ এবং সদস্যবৃন্দের আসন-ব্যবস্থা, শপথ ও তালিকা

৩। সংসদ আহ্বান -

সংসদ আহ্বান করা হইলে সচিব বৈঠকের তারিখ, সময় ও স্থান বর্ণনাপূর্বক একটি বিজ্ঞপ্তি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন এবং সকল বিবরণ জ্ঞাপনপূর্বক তিনি প্রত্যেক সদস্যের নিকট আহবানপত্র প্রেরণেরও ব্যবস্থা করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্বল্পকালের নোটিশে বা জরুরী পরিস্থিতিতে অধিবেশন-আহূত হওয়ার কারণে প্রত্যেক সদস্যের নিকট পৃথকভাবে আহবানপত্র প্রেরণ সম্ভব না হইলে গেজেটে ও সংবাদপত্রে অধিবেশনের তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কিত ঘোষণা প্রকাশ করিতে হইবে এবং সে সম্বন্ধে তারযোগে সদস্যদিগকে অবগত করান যাইতে পারিবে।

৪। সংসদ স্থগিতকরণ বা ভঙ্গকরণ -

সংসদ-অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষিত হইলে বা সংসদ ভঙ্গ করা হইলে সচিব উক্ত মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি গেজেটে প্রকাশ করাইবেন।

৫। সদস্যবৃন্দের শপথ -

(১) সংবিধানের ৭১ অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফায় বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে, সাধারণ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম অধিবেশনের পূর্বে সংসদে নির্বাচিত প্রত্যেক ব্যক্তি সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে প্রদত্ত সংসদ-সদস্যদের জন্য নির্ধারিত ফরমে বিদায়ী স্পীকারের এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিদায়ী ডেপুটি স্পীকারের এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে বিদায়ী স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির সম্মুখে এবং স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার উভয় পদ শূন্য থাকিলে স্পীকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সংসদ সদস্যদের শপথ পরিচালনা ও সংসদে সভাপতিত্ব করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন বা ঘোষণা করিবেন এবং উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(২) সংসদে নির্বাচিত যে ব্যক্তি এই বিধির (১) উপ-বিধির অধীন ইতিপূর্বে শপথ গ্রহণ করেন নাই, তিনি স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের ৫ অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ বিধি-বিধান মোতাবেক শপথ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) বিদায়ী স্পীকার সংসদে পুনরায় নির্বাচিত হইলে তিনি এই বিধির (১) উপ-বিধির অধীন সংসদ-সদস্যদের শপথ গ্রহণ পরিচালনার পূর্বে সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের প্রদত্ত সংসদ সদস্যদের জন্য নির্ধারিত ফরমে শপথ গ্রহণ করিবেন বা ঘোষণা করিবেন এবং উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

৬। সদস্য-তালিকা -

সদস্যদের জন্য একটি তালিকা থাকিবে, যাহাতে শপথ গ্রহণের পর প্রত্যেক সদস্য সচিবের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করিবেন।

৭। সদস্যবৃন্দের আসন-ব্যবস্থা -

স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত ক্রমানুসারে সদস্যগণ আসন গ্রহণ করিবেন।

৩য় অধ্যায়

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের নির্বাচন এবং সভাপতিমণ্ডলীর মনোনয়ন

৮। স্পীকার নির্বাচন -

(১) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে, সংসদ নিম্নলিখিত বিধিসমূহ অনুযায়ী স্পীকার নির্বাচনের কাজে অগ্রসর হইবেন।

(২) নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত সময়ের অন্যূন এক ঘণ্টা পূর্বে যে কোন সদস্য সচিবকে সম্বোধন করিয়া লিখিতভাবে এই মর্মে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিতে পারিবেন যে, স্পীকার হিসাবে অপর কোন সদস্যকে নির্বাচিত করা হউক। এইরূপ নোটিশ তৃতীয় একজন সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হইবে এবং প্রস্তাবিত সদস্যের এই মর্মে একটি বিবৃতিও এই নোটিশের সহিত সংলগ্ন থাকিবে যে, নির্বাচিত হইলে তিনি স্পীকাররূপে কাজ করিতে সম্মত আছেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্য নিজের নাম প্রস্তাব করিবেন না বা তাঁহার নাম প্রস্তাব করা হইলে তিনি নিজে তাহা সমর্থন করিবেন না, বা তিনি একাধিক নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিবেন না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি তাহার নিজের নির্বাচনকালে সভাপতিত্ব করিবেন না।

(৩) দিনের কার্যসূচীতে যে সদস্যের নাম প্রস্তাব রহিয়াছে, আহূত হইলে তিনি প্রস্তাবটি উত্থাপন বা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন, এবং কেবল এই বিষয়ের মধ্যেই তিনি তাঁহার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

(৪) যথাযথভাবে উত্থাপিত ও সমর্থিত প্রস্তাবসমূহকে উত্থাপিত হইবার ক্রমানুসারে ভোটে দেওয়া হইবে এবং প্রয়োজনবোধে বিভক্তি-ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে; কোন প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গেলে সভাপতি অবশিষ্ট প্রস্তাবসমূহকে ভোটে না দিয়া ঘোষণা করিবেন যে, গৃহীত প্রস্তাবে উল্লিখিত সদস্য স্পীকার নির্বাচিত হইয়াছেন।

(৫) এইরূপে নির্বাচিত ব্যক্তি সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে প্রদত্ত সংসদের স্পীকারের জন্য নির্ধারিত ফরমে শপথ গ্রহণ করিবেন বা ঘোষণা করিবেন এবং উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

৯। ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের পদ্ধতি -

স্পীকার নির্বাচনের জন্য ৮ বিধিতে প্রদত্ত পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় রদবদলসহ, ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের জন্যও প্রযোজ্য হইবে।

১০। স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের শূন্য পদ পূরণ -

স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকাররের পদ শূন্য হইলে তাহা পূরণের জন্য সংসদ অধিবেশনরত থাকিলে সাত দিনের মধ্যে কিংবা অধিবেশনরত না থাকিলে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে ক্ষেত্রমত ৮ বা ৯ বিধি মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

১১। স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদত্যাগ -

স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার পদত্যাগ করিলে এই মর্মে রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে লিখিতপত্র প্রাপ্তির পর সচিব অবিলম্বে ঐ পদত্যাগ গেজেটে প্রকাশ করাইবেন, এবং সংসদ অধিবেশনরত থাকিলে তাহা সদস্যদের মধ্যে প্রচারও করিবেন।

১২। সভাপতিমণ্ডলী ও অস্থায়ী সভাপতি -

(১) প্রত্যেক অধিবেশনের সূচনায় স্পীকার সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে অনধিক পাঁচজনের একটি সভাপতিমণ্ডলী মনোনয়ন করিবেন এবং তাঁহাদের নাম প্রাধান্য অনুসারে সাজাইবেন ; স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতিতে কোন বৈঠকে উপস্থিত সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে তালিকায় যাঁহার নাম শীর্ষে, তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

(২) যদি কোন সময় সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার বা সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে কেহই উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে সচিব তাহা সংসদকে জানাইবেন এবং সংসদ একটি প্রস্তাবের মাধ্যমের সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত করিবেন।

১৩। সভাপতির ক্ষমতা -

সভাপতিত্বকালে স্পীকারের যে সকল ক্ষমতা থাকিবে, সংবিধান বা এই বিধিসমূহের অধীন সংসদের কোন বৈঠকে সভাপতিত্বকারী ডেপুটি স্পীকার বা অন্য ব্যক্তিরও সেই সকল ক্ষমতা থাকিবে এবং সংসদের সভাপতি হিসাবে স্পীকার সম্পর্কে এই বিধিসমূহে যে সকল উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা অন্য কোন সভাপতির ক্ষেত্রেও উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে।

৪র্থ অধ্যায়
স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১৪। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী -

(১) সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী এবং এই বিধিসমূহের ৮ বিধির (২) উপ-বিধির শর্ত উপ-বিধির বিধানাবলীর সাপেক্ষে এই বিধিসমূহে প্রদত্ত নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও কার্যাবলী ছাড়াও পূর্ববর্তী বৈঠক যে সময় পর্যন্ত মুলতবি করা হইয়াছে কিংবা যে সময় সংসদের বৈঠক আহূত হইয়াছে, সেই সময়ে সংসদের বৈঠকে স্পীকার তাঁহার আসন গ্রহণ করিবেন।

(২) স্পীকার বৈঠকে শৃঙ্খলা রক্ষার আহ্বান জানাইবেন।

(৩) স্পীকার শৃঙ্খলা ও ভব্যতা রক্ষা করিবেন, এবং গ্যালারিতে গোলযোগ সৃষ্টি হইলে বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি গ্যালারি খালি করাইতে পারিবেন।

(৪) স্পীকার সকল বৈধতার প্রশ্নের নিস্পত্তি করিবেন।

(৫) স্পীকারের সিদ্ধান্ত বলবৎ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা স্পীকারের থাকিবে।

(৬) স্পীকারের আদেশ বলবৎ করার উদ্দেশ্যে সার্জেন্ট-এ্যাট-আর্মস হিসাবে কাজ করিবার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেন।

১৫। সদস্যের বহিস্কার -

স্পীকারের বিবেচনামতে কোন সদস্য গুরুতর বিশৃঙ্খল আচরণ করিলে স্পীকার তাঁহাকে অবিলম্বে সংসদ হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ দান করিতে পারিবেন এবং এইরূপে আদিষ্ট হইবামাত্র সংশ্লিষ্ট সদস্য সংসদ হইতে চলিয়া যাইবেন এবং সেই দিনের বৈঠকে স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য অনুপস্থিত থাকিবেন।

১৬। সদস্যের সাময়িক অপসারণ -

(১) কোন সদস্য স্পীকারের কর্তৃত্বকে অমান্য করিলে এবং বারবার ও ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদের কাজে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিধিসমূহের অপব্যবহার করিলে স্পীকার তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে পারিবেন।

(২) স্পীকার অনুরূপভাবে কোন সদস্যের নাম উল্লেখ করিলে এবং প্রস্তাব করা হইলে স্পীকার তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটিকে এই মর্মে ভোটে দিবেন যে, অধিবেশনের অনধিক অবশিষ্ট সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যকে (তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া) সংসদ হইতে বহিস্কার করা হউক ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন সময়ে প্রস্তাব আনীত হইলে সংসদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন যে, উক্ত বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হউক।

(৩) এই বিধির অধীন বহিস্কৃত সদস্য অবিলম্বে সংসদের সীমা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।

(৪) সংসদ হইতে কোন সদস্যের বহিস্কার সংসদের বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য হইবে না, কিংবা উহা সদস্য হিসাবে তিনি অন্য যে সকল অধিকার ও বিশেষ অধিকার লাভ করিবার অধিকারী, তাহা ক্ষুণ্ন করিবে না।

(৫) কোন সদস্য (২) উপ-বিধি অনুযায়ী স্পীকারের আদেশ অমান্য করিলে তাহা সংসদের বিশেষ অধিকার/সম্মান ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং স্পীকার প্রয়োজনবোধে বিষয়টি বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।

১৭। বৈঠক স্থগিতকরণ -

সংসদে গুরুতর বিশৃঙ্খলা উদ্ভব হইলে স্পীকার প্রয়োজনবোধে তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য বৈঠক স্থগিত করিয়া দিতে পারিবেন।

১৮। ডেপুটি স্পীকার কর্তৃক সভাপতির আসন গ্রহণ -

সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী এবং এই বিধিসমূহে লিপিবদ্ধ অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, স্পীকারের অনুপস্থিতিতে সংসদের কোন বৈঠকে ডেপুটি স্পীকার সভাপতিত্ব করিবেন।

১৯। স্পীকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ -

এই বিধিসমূহে প্রদত্ত স্পীকারের সকল বা যে কোন ক্ষমতা তিনি লিখিতভাবে ডেপুটি স্পীকারকে প্রদান করিতে পারিবেন।

৫ম অধ্যায়

সংসদের বৈঠক

২০। বৈঠকের দিন -

সংসদের কার্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্পীকার সময়ে সময়ে যে সকল দিনে সংসদের বৈঠক অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিবেন, সেই সকল দিনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

২১। বিধিসম্মত বৈঠক -

স্পীকার কিংবা সংবিধান বা এই বিধিসমূহের অধীন যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন সদস্য সংসদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করিলে বৈঠক যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। বৈঠকের সময় -

স্পীকারের নির্দেশ অনুযায়ী সংসদের বৈঠকের সময়-সূচী নির্ধারিত হইবে।

২৩। বৈঠক মুলতবিকরণ -

এই বিধিসমূহের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে স্পীকার-

(ক) সংসদের কোন বৈঠক মুলতবি করিতে পারিবেন ; এবং

(খ) তিনি উপযুক্ত মনে করিলে ইতিপূর্বে যে সময় ও তারিখে সংসদের বৈঠক মুলতবি হইয়াছে, তাহা হইতে ভিন্ন অন্য কোন সময় ও তারিখে বৈঠক ডাকিতে পারিবেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

কার্যাবলী বিন্যাস ও দিনের কার্যসূচী

(ক) কার্যাবলী-বিন্যাস

২৪। কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ -

(১) সংসদের কার্যাবলী নিম্নরূপ শ্রেণীসমূহে বিভক্ত হইবেঃ

(ক) সরকারী কার্যাবলী ; এবং

(খ) বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলী।

(২) কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল, বাজেট, সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাব সরকারী কার্যাবলী বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) বেসরকারী সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বিল, সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাব বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলী বলিয়া গণ্য হইবে।

২৫। কার্য-সম্পাদনের জন্য সময় বরাদ্দ –

বৃহস্পতিবারে বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলী প্রাধান্য পাইবে এবং অন্যান্য দিনে সরকারী কার্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য সম্পাদন করা হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকার বেসরকারী সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কার্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বৃহস্পতিবার বরাদ্দ করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ কোন বিশেষ শ্রেণীর কার্যের জন্য বরাদ্দ বৃহস্পতিবারে ঐ শ্রেণীর কার্যই প্রাধান্য পাইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোন বৃহস্পতিবারে সংসদের বৈঠক অনুষ্ঠিত না হয় এবং বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলীর পরিমাণের জন্য প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে স্পীকার নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, বেসরকারী সদস্যদের কার্যের জন্য সপ্তাহের অন্য কোন দিন বরাদ্দ করা হউক :

আরও শর্ত থাকে যে, বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সংসদ-নেতার সহিত পরামর্শক্রমে স্পীকার বৃহস্পতিবার ভিন্ন অন্য যে কোন দিন বরাদ্দ করিতে পারিবেন।

২৬। সরকারী কার্যের বিন্যাস -

সংসদ-নেতার সহিত পরামর্শক্রমে স্পীকার যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন, সচিব সেই ক্রমানুসারে সরকারী কার্যাবলীর বিন্যস্ত করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন নির্দিষ্ট দিনে সম্পাদনের জন্য কার্যাবলী যে ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করা হয়, স্পীকারের বিবেচনায় উপযুক্ত মনে না হইলে তাহা ঐদিন পরিবর্তন করা হইবে না।

২৭। বেসরকারী সদস্যদের বিলের প্রাধান্য নির্ণয় -

(১) বেসরকারী সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিলের নোটিশের আপেক্ষিক প্রাধান্য নির্ণয়ের পদ্ধতি সময়ে সময়ে স্পীকার কর্তৃক এই পদ্ধতিতে সামান্য রদ-বদলের কর্তৃত্ব সাপেক্ষে প্রথম তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিতব্য ব্যালটের মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।

(২) স্পীকার যেরূপ নির্দেশ দান করিবেন, সেইভাবে যে দিনের জন্য ব্যালট অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার অন্যূন পাঁচদিন পূর্বে ব্যালট অনুষ্ঠিত হইবে এবং সংসদে আলোচনার জন্য নির্ধারিত দিনের অন্যূন তিন দিন পূর্বে ব্যালটের ফলাফল সদস্যদের জানাইতে হইবে।

(৩) বেসরকারী সদস্যদের বিল নিস্পন্ন করিবার জন্য নির্ধারিত দিনের বিলগুলি নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে গ্রহণ করা হইবেঃ

(ক) যে সকল বিল সম্পর্কে প্রস্তাব করা হইবে যে, বিলটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি মঞ্জুর করা হউক ;

(খ) যে সকল বিল উত্থাপন করা হইবে;

(গ) যে সকল বিল উত্থাপন করা হইয়াছে এবং যেগুলি সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে ;

(ঘ) যে সকল বিল কোন পূর্ববর্তী ব্যালটে উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলীর জন্য নির্ধারিত পূর্ববর্তী কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু সেদিন উত্থাপন করা হয় নাই ;

(ঙ) পরবর্তীকালে প্রাপ্ত ও ব্যালটকৃত বিলসমূহ ;

(চ) সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ প্রত্যাগত বিল;

(ছ) যে সকল বিল সম্পর্কে বাছাই কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে;

(জ) যে সকল উত্থাপিত বিল সম্পর্কে প্রস্তাব পাস হইয়াছে যে, বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক;

(ঝ) জনমত যাচইয়ের জন্য যে সকল বিল প্রচার করা হইয়াছে; এবং

(ঞ) অন্যান্য বিল।

(৪) এই বিধির (৩) উপ-বিধির একই দফার অধীন বিলসমূহের আপেক্ষিক প্রাধান্য নির্ণয়ের পদ্ধতি সময়ে সময়ে স্পীকার কর্তৃক এই পদ্ধতিতে সামান্য রদ-বদলের কর্তৃত্ব সাপেক্ষে প্রথম তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে দিনের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধির (৩) উপ-বিধির (ক) দফার অধীনে বিলসমূহ সম্পর্কিত প্রস্তাব অনুরূপ প্রস্তাবের নোটিশ প্রাপ্তির সময় অনুসারে দিনের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, স্পীকার সংসদের ঘোষিত বিশেষ নির্দেশ দ্বারা এই বিধির (৩) উপ-বিধিতে বর্ণিত বিলসমূহের আপেক্ষিক প্রাধান্য সম্পর্কে তাঁহার বিবেচনামতে প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক রদ-বদল করিতে পারিবেন।

২৮। একই প্রকারের বিল সম্পর্কিত ব্যালট -

একই প্রকারের একাধিক বিলের নোটিশ পাওয়া গেলে যে বিলটি ব্যালটে প্রথম স্থান অধিকার করিবে, সেই বিল সম্পর্কিত কাজ চলিতে থাকিবে, এবং ব্যালটে প্রথম স্থান অধিকারী বিলটি সংসদে উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা হইলে অন্যান্য একই প্রকারের বিল গ্রহণযোগ্য থাকিবে না।

২৯। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের প্রাধান্য -

(১) আলোচনার জন্য গৃহীত বেসরকারী সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের নোটিশসমূহের আপেক্ষিক প্রাধান্য নির্ণয়ের পদ্ধতি সময়ে সময়ে স্পীকার কর্তৃক এই পদ্ধতিতে সামান্য রদ-বদলের কর্তৃত্ব সাপেক্ষে প্রথম তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিতব্য ব্যালটের মাধ্যেমে হইবে; যে দিনের জন্য ব্যালট অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার অন্যূন পাঁচদিন পূর্বে স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত দিনে ব্যালট অনুষ্ঠিত হইবে এবং সংসদে আলোচনার জন্য নির্ধারিত দিনের অন্যূন তিনদিন পূর্বে ব্যালটের ফলাফল সদস্যগণকে জানাইতে হইবে।

(২) কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব ব্যালটে উত্তীর্ণ না হইলে তাহা তামাদি হইয়া যাইবে না এবং তাহা সংসদের একই অধিবেশনের পরবর্তী ব্যালটের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩০। দিনের শেষে অনিস্পন্ন কাজ -

(১) এই কার্যপ্রণালী-বিধির ২৭ ও ২৯ বিধিতে বর্ণিত বিধানাবলী সত্ত্বেও, বেসরকারী সদস্যদের যে কাজ কোন দিনে শুরু করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ দিনে সমাপ্ত হয় নাই, তাহা ঐ শ্রেণীর কার্যের জন্য বরাদ্দ পরবর্তী দিনের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং তাহা ঐ দিনের জন্য ধার্য সকল কাজের উপরে প্রাধান্য পাইবে।

(২) বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলীর জন্য নির্ধারিত কোন দিনে যাহা উত্থাপিত হয় নাই, পরবর্তী কোন দিনের কার্যাবলী নির্ধারনের জন্য অনুষ্ঠিত ব্যালটে প্রাধান্য না পাইলে সেই দিনের কার্যসূচীতে তাহা স্থান লাভ করিবে না।

(৩) এই বিধির (২) উপ-বিধিতে বর্ণিত বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ-নেতার সহিত পরামর্শক্রমে স্পীকার অন্যরূপ নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোন দিনের জন্য নির্দিষ্ট কাজ ঐ দিনে নিস্পন্ন করা না হইলে তাহা পরবর্তী কার্যদিবস পর্যন্ত মুলতবি থাকিবে।

৩১। বেসরকারী সদস্যদের বিল বা সিদ্ধান্ত- প্রস্তাব সম্পর্কিত মুলতবি বিতর্কের পুনরায় আরম্ভকরণ -

(১) প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে বেসরকারী সদ্যদের বিল বা সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের উপর বিতর্ক একই বা পরবর্তী অধিবেশনে বেসরকারী সদস্যদের কাজের জন্য বরাদ্দ পরবর্তী দিন পর্যন্ত মুলতবি থাকিলে এবং ব্যালটে প্রাধান্য না পাইলে তাহা অধিকতর আলোচনার জন্য কার্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হইবে না।

(২) বেসরকারী সদস্যদের কোন বিল বা সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত বিতর্ক অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি হইয়া গেলে ক্ষেত্রমত বিল বা সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটির ভারপ্রাপ্ত সদস্য যদি বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলীর জন্য বরাদ্দ পরবর্তী কোন দিনে অনুরূপ বিল বা সিদ্ধান্ত -প্রস্তাবের বিবেচনা অব্যাহত রাখিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি মুলতবি বিতর্ক পুনরায় আরম্ভ করিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর অনুরূপ বিল বা সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের আপেক্ষিক প্রাধান্য ব্যালটের মাধ্যমে নির্ণীত হইবে।

(খ) দিনের কার্যসূচী

৩২। দিনের কার্যসূচী -

(১) সচিব নির্দিষ্ট দিনের জন্য একটি কার্য-তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং স্পীকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর দিনের কাজ আরম্ভ হইবার পূর্বে কার্য-তালিকার একটি প্রতিলিপি প্রত্যেক সদস্যের ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হইবে। এইরূপ প্রস্তুত তালিকাকে " দিনের কার্যসূচী" বলা হইবে।

(২) এই বিধিসমূহে অন্যরূপ বিধান না থাকিলে, স্পীকারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন দিনের কোন বৈঠকে দিনের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, এমন কোন কাজ সম্পাদন করা যাইবে না।

(৩) এই বিধিসমূহে অন্যরূপ বিধান না থাকিলে, যে কাজের জন্য নোটিশের প্রয়োজন তাহা ঐ শ্রেণীর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নোটিশের সময় অতিবাহিত হওয়ার দিনের পরবর্তী দিনের পূর্ববর্তী কোন দিনের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না।

(৪) স্পীকার অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের জন্য বরাদ্দ কোন দিনের কার্যসূচীতে পাঁচটির অধিক সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব (কোন পূর্ববতী দিনে আরম্ভ ও অনিষ্পন্ন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব ব্যতীত) অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়
সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী

৩৩। রাষ্ট্রপতির ভাষণ -

রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করিবেন, এই মর্মে তাহার নিকট হইতে লিখিত পত্র প্রাপ্তির পর স্পীকার রাষ্টপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক ঐ তারিখের দিনের কার্যসূচীতে "রাষ্ট্রপতির ভাষণ" এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

৩৪। ভাষণ আলোচনার সময় বরাদ্দ -

(১) স্পীকার সংসদ-নেতার সহিত পরামর্শক্রমে সংবিধারে ৭৩ অনুচ্ছেদের অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদে প্রদত্ত ভাষণে উল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দ করিবেন।

(২) অনুরূপ দিন বা দিনসমূহের বা দিনের অংশবিশেষে কোন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত এবং অন্য একজন সদস্য কর্তৃক সমর্থিত একটি ধন্যবাদ প্রস্তাবের মাধ্যমে সংসদ উক্ত ভাষণে উল্লিখিত বিষয়সমূহ আলোচনা করিবেন।

(৩) স্পীকার কর্তৃক যথাযথ বলিয়া বিবেচিত আকারে অনুরূপ ধন্যবাদ-প্রস্তাবের সংশোধনী উত্থাপন করা যাইবে।

৩৫। আলোচনার জন্য গ্রহণযোগ্য অন্য কাজ -

(১) রাষ্ট্রপতির ভাষণ আলোচনার জন্য দিন বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও-

(ক) অনুরূপ দিনে বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতি-প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে এবং বিল উত্থাপন করা যাইবে; এবং

(খ) সংসদ কর্তৃক উক্ত ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করার বা অব্যাহত রাখার পূর্বে অনুরূপ দিনে আনুষ্ঠানিক ধরনের অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা যাইবে।

(২) কোন সরকারী বিল বা অন্য কোন সরকারী কাজের জন্য উক্ত ভাষণের আলোচনা, স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন দিন পর্যন্ত মুলতবি করা হউক এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ভাষণের আলোচনা স্থগিত রাখা যাইবে। স্পীকার কোন সংশোধনী বা বিতর্কের অবকাশ না দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটিকে ভোটে দিবেন।

(৩) কোন বৈঠকে ৬৬ বিধির অধীন উক্ত ভাষণের আলোচনায় বাধা প্রদান করা যাইবে।

৩৬। সরকারের উত্তরদানের অধিকার -

প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রী ইতিপূর্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, আলোচনার শেষে সরকারের পক্ষ হইতে সরকারের বক্তব্য পেশ করিবার সাধারণ অধিকার তাঁহার থাকিবে।

৩৭। বক্তৃতার সময়-সীমা -

স্পীকার সমীচীন মনে করিলে সংসদের মনোভাব যাচাই করিয়া বক্তৃতার জন্য সময়-সীমা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন।

৩৮। রাষ্ট্রপতির বাণী -

সংবিধানের ৭৩ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে কোন বাণী প্রাপ্তির পর স্পীকার তাহা সংসদে পড়িয়া শুনাইবেন এবং উক্ত বাণীতে উল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোচনার জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশদান করিবেন। এই নির্দেশ প্রদানের ব্যাপারে বিধিসমূহ স্থগিত করার বা উহাতে প্রয়োজনীয় রদ-বদল সাধনের ক্ষমতা স্পীকারের থাকিবে।

৩৯। সংসদের সহিত রাষ্ট্রপতির যোগাযোগ -

সংসদের সহিত রাষ্ট্রপতির যোগাযোগ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত বাণীর আকারে স্পীকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে ; তবে সংসদ যে স্থানে অধিবেশনে মিলিত হইয়াছেন রাষ্ট্রপতি সেখানে উপস্থিত না থাকিলে তাঁহার বাণী কোন মন্ত্রীর মাধ্যমে স্পীকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

৪০। রাষ্ট্রপতির সহিত সংসদের যোগাযোগ -

রাষ্ট্রপতির সহিত সংসদের যোগাযোগ-

(ক) সংসদের প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিক পত্রের আকারে ; এবং

(খ) স্পীকারের মাধ্যমে হইবে।

৮ম অধ্যায়

প্রশ্ন ও স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন

(ক) প্রশ্ন

৪১। প্রশ্নকাল -

স্পীকার অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘন্টা প্রশ্ন উত্থাপন ও তাহার উত্তরদানের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অধিবেশনকালে প্রতি বুধবার বৈঠকের শুরুতেই অতিরিক্ত প্রথম ত্রিশ মিনিট প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন ও উত্তরদানের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে :

আরও শর্ত থাকে যে, বাজেট উপস্থাপনের দিন কোন প্রশ্নকাল থাকিবে না।

৪২। প্রশ্নের নোটিশ -

প্রশ্ন উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক কোন সদস্য তাঁহার অভিপ্রায়ের অন্যূন পূর্ণ পনের দিনের নোটিশ প্রদান করিবেন এবং তিনি যে প্রশ্ন করিতে চাহেন তাহার একটি প্রতিলিপি উক্ত নোটিশের সহিত সংলগ্ন করিবেন; তবে স্পীকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সম্মতি লইয়া এই সময় অপেক্ষা কম সময়ের নোটিশে প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্য একদিনে দশটির অধিক প্রশ্নের নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন না।]

৪৩। প্রশ্নের নোটিশের আকার -

(১) প্রশ্নের নোটিশ লিখিতভাবে সচিবের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং যে মন্ত্রীকে প্রশ্নটি করা হইবে, নোটিশে তাঁহার সরকারী পদবী উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) কোন বেসরকারী সদস্যকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এমন বিল, সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব বা সংসদের কাজের সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে হইতে হইবে, যাহার জন্য উক্ত সদস্য দায়ী ; এবং অন্যরূপ প্রশ্ন সম্পর্কে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে, তাহা যথাসম্ভব, কোন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতির অনুরূপ হইবে। তবে স্পীকার যেরূপ রদ-বদল প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিবেন, তাহা করিতে পারিবেন।

(৩) যদি কোন নোটিশ একাধিক সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়, তাহা হইলে উক্ত নোটিশ প্রথম স্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৪। তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন -

কোন সদস্য তাঁহার প্রশ্নের জন্য মৌখিক উত্তর চাহিলে তিনি প্রশ্নটিকে তারকাচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করিবেন। তিনি যদি অনুরূপভাবে প্রশ্নটিকে তারকাচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত না করেন, তাহা হইলে প্রশ্নটিকে তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং প্রশ্নটিকে লিখিত উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্ন-তালিকার অন্তর্ভূক্ত করা হইবে।

৪৫। তারকাচিহ্নিত বা তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন হিসাবে গণ্য করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্পীকারের।

তারকাচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত মৌখিক উত্তরদানের জন্য জিজ্ঞাসিত কোন প্রশ্ন স্পীকারের বিবেচনায় যদি এমন হয় যে, ইহার জন্য লিখিত উত্তরই অধিকতর সমীচীন, তাহা হইলে মৌখিক উত্তর চাহিবার সমর্থনে সংশ্লিষ্ট সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত কোন যুক্তি বিবেচনা করার পর স্পীকার নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, প্রশ্নটিকে তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হউক।

৪৬। আলোচনার জন্য প্রশ্ন গ্রহণের নোটিশ -

প্রশ্নটি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার নোটিশ সচিব কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা সদস্যের নিকট প্রেরণের তারিখ হইতে পূর্ণ আটদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রশ্ন উত্তরদানের জন্য প্রশ্ন-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না।

৪৭। প্রশ্নের জন্য দিন বরাদ্দ -

স্পীকার সময়ে সময়ে সরকারের যে যে মন্ত্রণালয়ের জন্য দিনসূচী স্থির করিয়া দিবেন, সেই মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত প্রশ্নের চক্রাকারে উত্তরদানের জন্য বিভিন্ন দিন বরাদ্দ করা হইবে, এবং এইরূপে বরাদ্দ দিনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সম্মতিক্রমে স্পীকার অন্যরূপ নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ঐ দিনে যে মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রণালয়সমূহের জন্য সময় বরাদ্দ করা হইয়াছে, কেবল সেই মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রণালয়সমূহ সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং বেসরকারী সদস্যবৃন্দের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহকে উত্তরদানের জন্য প্রশ্ন-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

৪৮। প্রশ্ন-তালিকা -

এই কার্যপ্রণালী-বিধির ৫০ বিধিতে যাহাই থাকুক না কেন তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণের পর দিনের প্রশ্ন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নসমূহের ক্রম স্পীকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যালটের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হইবে এবং সেই ক্রমানুসারে একটির পর একটি প্রশ্ন ডাকা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সেই দিনে উত্তরদানের জন্য প্রশ্নাবলীর ব্যালটে নির্ধারিত ক্রম স্পীকার পরিবর্তন করিতে পারিবেন :

আরও শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন ও উত্তরদানের ক্ষেত্রে ব্যালটসহ অন্যান্য প্রশ্ন সম্পর্কিত বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

৪৯। একদিনের জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন-সংখ্যা -

একজন সদস্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত একটি তারকাচিহ্নিত এবং তিনটি তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নের অধিক প্রশ্ন যে কোন দিনের প্রশ্ন-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না।

৫০। প্রশ্ন প্রত্যাহার বা স্থগিতকরণ

যে ক্রমে প্রশ্নাবলীয় নোটিশ পাওয়া যাইবে, সেই ক্রমানুসারে তাহা প্রশ্ন-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবে; তবে যে দিনের বৈঠকের জন্য কোন সদস্যের প্রশ্ন-তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, সেই দিনের বৈঠকের পূর্বে যে কোন সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা তাঁহার প্রশ্ন প্রত্যাহার বা নোটিশে উল্লেখিত কোন পরবর্তী দিনের জন্য স্থগিত করিতে পারিবেন ; এবং উক্ত পরবর্তী দিনে প্রশ্নটি এই সকল বিধির অন্যান্য বিধান-সাপেক্ষে অনুরূপভাবে স্থগিত রাখা হয় নাই, এমন সকল প্রশ্নের পরে তালিকাভুক্ত করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সচিব কর্তৃক লিখিতভাবে স্থগিত রাখার নোটিশ প্রাপ্তির দিন হইতে পূর্ণ দুই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কোন প্রশ্ন-তালিকাভুক্ত হইবে না।

৫১। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং উত্তরদানের পদ্ধতি -

(১) স্পীকার আসন গ্রহণ করার অন্যূন অর্ধ-ঘণ্টা পূর্বে সকল প্রশ্নের উত্তরগুলির মুদ্রিত প্রতিলিপি টেবিলে উপস্থাপিত হইবে

(২) প্রশ্ন করার সময়ে প্রশ্ন-তালিকায় যে সকল সদস্যের নামে তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন থাকিবে, স্পীকার আনুক্রমিকভাবে তাঁহাদের প্রত্যেককে ডাকিবেন।

(৩) এইরূপে আহূত সদস্য তাঁহার জায়গায় দাঁড়াইয়া প্রশ্নটি উত্থাপনের ইচ্ছা নাই বলিয়া উল্লেখ না করিলে তিনি প্রশ্ন-তালিকায় তাঁহার নামের প্রশ্নটির সংখ্যা উল্লেখপূর্বক প্রশ্নটি উত্থাপন করিবেন।

(৪) আহূত কোন প্রশ্ন উত্থাপিত না হইলে কিংবা যে সদস্যের নামে প্রশ্নটি আছে, তিনি অনুপস্থিত থাকিলে স্পীকার অন্য যে কোন সদস্যের অনুরোধে প্রশ্নটির উত্তরদানের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৫) কোন তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া হইবে না ; তবে ইহার উত্তর মুদ্রিত আকারে টেবিলে উপস্থাপিত হইবে এবং তৎসম্পর্কে কোন সম্পূরক প্রশ্ন করা যাইবে না।

৫২। মৌখিক উত্তর দেওয়া হয় নাই, এমন প্রশ্নের লিখিত উত্তর -

যে কোন দিনে উত্তরদানের জন্য তালিকাভুক্ত কোন প্রশ্ন যদি উক্ত দিনের প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য ডাকা না হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা যে সদস্যকে প্রশ্নটি করা হইয়াছে, সেই সদস্য কর্তৃক ইতিপূর্বে সরবরাহকৃত উত্তরটি প্রশ্নকালের শেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা সদস্য কর্তৃক টেবিলে উপস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপ কোন প্রশ্নের জন্য মৌখিক উত্তরের প্রয়োজন হইবে না। কিংবা তৎসম্পর্কে কোন সম্পূরক প্রশ্ন করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রী যদি উক্ত প্রশ্নের উত্তর লইয়া প্রস্তুত না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধক্রমে প্রশ্নটি উক্ত মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ পরবর্তী দিনে উত্তরদানের জন্য তালিকাভুক্ত হইবে।

৫৩। প্রশ্নের গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী

(১) বিধির (২) উপ-বিধির বিধান সাপেক্ষে জনগুরুত্বসম্পন্ন কোন বিষয় সম্পর্কে তথ্য জানিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে এবং যে মন্ত্রী বা সদস্যকে প্রশ্নটি করা হইবে উক্ত বিষয় সেই মন্ত্রী বা সদস্যের বিশেষ এখতিয়ারভুক্ত হইতে হইবে।

(২) কোন প্রশ্নের গ্রহণযোগ্যতার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূর্ণ করা আবশ্যক ঃ

(ক) বোধগম্য করার জন্য অপরিহার্য নয়, প্রশ্নটিতে এমন কোন নাম বা বিবৃতি থাকিবে না;

(খ) ইহাতে কোন বিবৃতি থাকিলে সদস্য উক্ত বিবৃতির নির্ভুলতা সম্পর্কে নিজে দায়ী থাকিবেন ;

(গ) ইহাতে কোন যুক্তি, অনুমিতি, ব্যঙ্গোক্তি, বর্ণানামূলক আখ্যা বা মানহানিকর বিবৃতি থাকিবে না।

(ঘ) ইহাতে কোন জটিল আইনগত প্রশ্ন বা আনুমানিক সদস্য সম্পর্কে কোন মতামত বা উহার সমাধান সম্বন্ধে কিছু থাকিবে না;

(ঙ) ইহাতে কোন ব্যক্তির সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকার অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থার চরিত্র বা আচরণ সম্পর্কে কোন মন্তব্য থাকিবে না এবং অযথা এমন কোন চরিত্র বা আচরণ সম্পর্কে কোন উল্লেখ থাকিবে না, যাহার প্রতিবাদ কেবলমাত্র বাস্তব প্রস্তাবের মাধ্যমেই হইতে পারে;

(চ) ইহা অত্যাধিক দীর্ঘ হইবে না;

(ছ) ইহা এমন কোন বিষয় সম্পর্কিত হইবে না, যাহা প্রাথমিকভাবে সরকারের দায়িত্বাধীন নয়;

(জ) যে সকল সংস্থা বা ব্যক্তি সরকারের নিকট দায়ী নহেন, সেইরূপ সংস্থা বা ব্যক্তির সহিত সরকারের আর্থিক স্বার্থ জড়িত না থাকিলে সেইরূপ সংস্থা বা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন কোন বিষয় সম্পর্কে কোন তথ্য ইহাতে জানিতে চাওয়া হইবে না;

(ঝ) ইহাতে সংসদের কোন কমিটির বিবেচনাধীন কোন বিষয় সম্পর্কে তথ্য জানিতে চাওয়া হইবে না এবং অনুরূপ কোন কমিটি উহার কার্যবাহ রিপোর্ট আকারে সংসদে পেশ না করা পর্যন্ত অনুরূপ কোন কার্যবাহ সম্পর্কেও কোন তথ্য জানিতে চাওয়া হইবে না;

(ঞ) ইহা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে কোন অভিযোগ বা ইঙ্গিত করিবে না;

(ট) ইহা এমন কোন দীর্ঘ নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপন করিবে না, যাহা প্রশ্নোত্তরের সীমার মধ্যে আলোচনা করা সম্ভব নয়;

(ঠ) ইহাতে এমন কোন প্রশ্নের মর্মগত পুনরাবৃত্তি থাকিবে না, যাহার উত্তর সংসদের পূর্ববতী তিন উপর্যুপরি অধিবেশনে দেওয়া হইয়াছে কিংবা ঐ একই অধিবেশনে যাহার উত্তরদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে;

(ড) ইহা মামুলী বিরক্তিকর, অস্পষ্ট বা অর্থহীন হইবে না;

(ঢ) জনসাধারণ সহজেই পাইতে পারেন, এমন দলিল-পত্রে বা সাধারণ বই-পুস্তকে লভ্য তথ্য ইহাতে চাওয়া হইবে না;

(ণ) ইহাতে সংবাদপত্রের নাম উল্লেখ করা হইবে না এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি নির্ভুল কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করা হইবে না;

(ত) ইহাতে মন্ত্রিসভার আলোচনা সম্পর্কে কোন তথ্য চাওয়া হইবে না এবং রাষ্ট্রপতিকে প্রদত্ত পরামর্শ সম্পর্কে এমন কোন তথ্য চাওয়া হইবে না, যাহা প্রকাশ করা ব্যাপারে সংবিধান, আইন বা প্রথাগত বাধা-নিষেধ আছে;

(থ) ইহাতে সাধারণতঃ অতীত ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তথ্য চাওয়া হইবে না;

(দ) ইহাতে বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আওতাসম্পন্ন কোন আদালতের বিচারাধীন কোন বিষয় সম্পর্কে কোন তথ্য চাওয়া হইবে না;

(ধ) ইহাতে সাধারণতঃ এমন কোন বিষয় জানিতে চাওয়া হইবে না, যাহা বিচারবিভাগীয় বা আধা বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী সংবিধিবদ্ধ কোন ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কিংবা কোন বিষয় অনুসন্ধান বা তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত কোন কমিশন বা তদন্ত আদালতের সম্মুখে নিষ্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায় রহিয়াছে; তবে উক্ত ট্রাইব্যুনাল বা কমিশন বা তদন্ত-আদালতের বিবেচনাধীন বিষয়টির বিবেচনার উপর প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা নাই, এমন পদ্ধতি বা বিষয়বস্তু বা তদন্তের স্তর সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহাতে উল্লেখ করা যাইতে পারিবে;

(ন) ইহাতে-

(অ) রাষ্ট্রপতি বা সুপ্রীম কোর্টের জজদের আচরণ সম্পর্কে কোন কটাক্ষপাত থাকিবে না; কিংবা

(আ) সংসদের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন সমালোচনা থাকিবে না; বা

(ই) আইনের দৃষ্টিতে গোপন কোন বিষয় সম্পর্কে তথ্য চাওয়া যাইবে না; বা

(ঈ) বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন আইন-আদালত বা সংবিধিবদ্ধ ট্রাইব্যুনালের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন কটাক্ষ থাকিবে না এবং বিচারধীন কোন বিষয়কে প্রভাবিত করিতে পারে, এমন কোন মন্তব্য থাকিবে না; কিংবা

(উ) অসৌজন্যমূলকভাবে কোন বিদেশী বন্ধুরাষ্ট্রের উলেখ থাকিবে না;

(ঊ) মর্মগতভাবে নির্দিষ্ট কোন কর্মপন্থা গ্রহণের পরামর্শ থাকিবে না।

৫৪। প্রশ্নের সহিত সম্পর্কিত বিষয়সমূহ -

(১) কোন মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রশ্ন এমন সরকারী বিষয় সংক্রান্ত হইবে যাহার সহিত তিনি সরকারীভাবে জড়িত আছেন কিংবা তাহা এমন কোন প্রশাসনিক বিষয় সংক্রান্ত হইবে, যাহার জন্য তিনি দায়ী।

(২) কোন বেসরকারী সদস্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রশ্ন এমন কোন বিল, সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব বা সংসদের কার্যাবলী সম্পকির্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে হইবে, যাহার জন্য উক্ত সদস্য দায়ী।

(৩) সংসদ-সচিবালয় সম্পর্কে বা ইহার কর্মচারীবৃন্দের আচরণ সম্পর্কে কেবল ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মাধ্যমে স্পীকারের প্রশ্ন করা যাইতে পারিবে। স্পীকারকে উত্তরসহ অনুরূপ চিঠিপত্রের প্রতিলিপি ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমে অন্যান্য সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৫৫। প্রশ্নের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্পীকারের -

নোটিশপ্রাপ্তির তারিখ হইতে সাতদিনের মধ্যে স্পীকার কোন প্রশ্নের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তিনি এমন যে কোন প্রশ্ন বা তাহার অংশ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন, যাহা তাহার মতে এই সকল বিধির পরিপন্থী, যাহা প্রশ্ন করার অধিকারের অপব্যবহার করিতেছে, যাহার উদ্দেশ্য সংসদের কাজে বাধাপ্রদান বা অনুরূপ কাজে প্রভাব বিস্তার করা কিংবা তিনি স্বীয় বিবেচনামতে প্রশ্নটিকে আকারগতভাবে সংশোধন করিতে পারিবেন।

৫৬। সম্পূরক প্রশ্ন –

কোন তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরদানের পর প্রথমে প্রশ্নকারী একটি এবং পরে যে কোন অন্য সদস্য উক্ত উত্তরের বিশদীকরণের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে, এমন সম্পূরক প্রশ্ন করিতে পারিবেন ; তবে স্পীকার এমন সম্পূরক প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করিবেন, যাহা তাহার মতে প্রশ্নের বিষয়বস্তু ও উত্থাপনযোগ্যতার প্রশ্নে এই সকল বিধির পরিপন্থী বা প্রশ্ন করার অধিকারের অপব্যবহার।

৫৭। প্রশ্নের উত্তরের অগ্রিম প্রচার -

কোন প্রশ্ন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী উহার যে উত্তর দিতে চাহেন, তাহা সংসদে প্রদানের পূর্বে বা সংসদের টেবিলে উপস্থাপিত হওয়ার পূর্বে প্রচার করা যাইবে না।

৫৮। প্রশ্ন বা উত্তর সম্পর্কিত আলোচনার বাধা-নিষেধ -

এই কার্যপ্রণালী-বিধির ৬০ বিধিতে বর্ণিত পন্থায় ব্যতীত কোন প্রশ্ন বা কোন প্রশ্নের প্রদত্ত উত্তর সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

(খ) স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন

৫৯। স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন

(১) জন-গুরুত্বসম্পন্ন কোন বিষয় সম্পন্ন পূর্ণ পনেরদিন অপেক্ষা কম সময়ে নোটিশে প্রশ্ন করা যাইবে এবং স্পীকার যদি মনে করেন যে, প্রশ্নটি জরুরী ধরনের এবং সর্বতোভাবে প্রশ্নটি গ্রহণযোগ্য, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী উহার উত্তর দিতে পারেন কিনা এবং পারিলে কোন্ তারিখে পারিবেন, তাহা তিনি মন্ত্রীর নিকট হইতে জানিয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী উত্তরদানের সম্মত থাকিলে মন্ত্রী কর্তৃক উল্লিখিত এমন কোন দিনে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হইবে, যে দিন নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৫ম দিনের অধিক হইবে না এবং প্রশ্নটি উক্ত দিনে মৌখিক উত্তরের প্রশ্ন-তালিকার প্রশ্নাবলী নিষ্পন্ন হইবার পরক্ষণেই ডাকা হইবে।

(৩) কোন সদস্য যদি স্বল্পতর সময়ের নোটিশে কোন প্রশ্নের মৌখিক উত্তর চাহেন তাহা হইলে তিনি এইরূপ নোটিশে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা করিবেন। প্রশ্নটির নোটিশে অনুরূপ কোন কারণ না দর্শাইলে প্রশ্নটি সদস্যের নিকট ফেরৎ পাঠানো হইবে।

(৪) অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন নোটিশে প্রদত্ত প্রশ্নের পদ্ধতি মৌখিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট সাধারণ প্রশ্নের অনুরূপ হইবে ; তবে স্পীকার যেরূপ রদবদল প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিবেন, তিনি তাহা করিতে পারিবেন।

৯ম অধ্যায়

অর্ধ-ঘণ্টা আলোচনা

৬০। কোন প্রশ্নের উত্তর হইতে উদ্ভুত জন-গুরত্বসম্পন্ন বিষয়ের আলোচনা -

(১) যে কোন জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে সম্প্রতি তারকাচিহ্নিত বা তারকাচিহ্নিতবিহীন প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং যাহার উত্তরে বর্ণিত কোন বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রয়োজন, সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য কোন সদস্য সচিবের নিকট পূর্ণ তিনদিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিলে স্পীকার সপ্তাহের মাত্র দুইটি বৈঠকে অর্ধ-ঘণ্টাকাল আলোচনার জন্য বরাদ্দ করিতে পারিবেন।

(২) সদস্য যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিতে চাহেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুরূপ নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপনের কারণ-সংবলিত একটি ব্যাখ্যামূলক টোক সংলগ্ন করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন নোটিশ একাধিক সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, প্রথম স্বাক্ষরকারীই নোটিশটি প্রদান করিয়াছে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সম্মতিক্রমে স্পীকার নোটিশের সময় সম্পর্কিত শর্তটি বর্জন করিতে পারিবেন।

(৩) স্পীকার অনুরূপভাবে প্রাপ্ত নোটিশসমূহকে প্রাপ্তির ক্রমানুসারে বিবেচনা করিবেন এবং অনুরূপ দুইটি নোটিশ গ্রহণের পর অন্যান্য নোটিশ তামাদি হইয়া যাইবে।

(৪) গৃহীত নোটিশ দুইটি প্রাপ্তির সময় অনুসারে তাহা সপ্তাহের পৃথক দুই দিনের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশেষ দিনে আলোচনার জন্য অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় যদি ঐদিনে নিস্পন্ন করা না হয়, তাহা হইলে উহা অন্য কোন দিনের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৫) কোন বিষয় আলোচনার জন্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মত পর্যাপ্ত জন-গুরুত্বসম্পন্ন কিনা, তাহা নির্ধারণ করিবেন স্পীকার ; তবে তাঁহার মতে যে নোটিশ সরকারী নীতি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা তিনি বাতিল করিতে পারিবেন।

(৬) সংসদে কোন আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে না এবং কোন ভোটগ্রহণও হইবে না। নোটিশ প্রদানকারী সদস্য একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সংক্ষেপে তাহার উত্তর প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সময় সঙ্কুলান হইলে স্পীকার স্বীয় বিবেচনামতে অনধিক এমন দুইজন সদস্যের প্রত্যেককে কোন বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে অধিকতর বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের উদ্দেশ্যে একটি করিয়া প্রশ্ন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন, যাঁহারা সেই মর্মে অগ্রিম স্পীকারকে লিখিতভাবে জানাইয়াছেন।

১০ম অধ্যায়

জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মুলতবী প্রস্তাব

৬১। স্পীকারের সম্মতিক্রমে প্রস্তাব উত্থাপন –

এই বিধিসমূহ-সাপেক্ষে স্পীকারের সম্মতি লইয়া সাম্প্রতিক ও জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন কোন নিদিষ্ট বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে সংসদের কাজ মুলতবী করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে।

৬২। নোটিশ প্রদানের পদ্ধতি -

(১) মুলতবী প্রস্তাবেব নোটিশ লিখিতভাবে প্রদত্ত হইবে এবং আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি লিখিত বিবরণ নোটিশের সহিত সংলগ্ন থাকিবে।

(২) যে বৈঠকে উহা উত্থাপনের প্রস্তাব করা হয়, তাহা আরম্ভ হইবার অন্যূন দুই ঘণ্টা পূর্বে অনুরূপ নোটিশের তিনটি প্রতিলিপি সচিবের নিকট প্রেরিত হইবে; অতঃপর তিনি ঐ নোটিশ স্পীকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে জ্ঞাত করাইবেন।

৬৩। মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকারের সীমাবদ্ধতা –

৬১ বিধি-অনুযায়ী কোন মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার নিম্নবর্ণিত সীমাবদ্ধতাসমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেঃ

(অ) বাজেটের সাধারণ আলোচনার জন্য ধার্য কোন দিনে মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে না ;

(আ) একই বৈঠকে একাধিক অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে না তবে অন্য কোন প্রস্তাব থাকিলে সেগুলোর উত্থাপনযোগ্যতা স্পীকার একই বৈঠকে নির্ধারণ করিতে পারিবেন ।

(ই) প্রস্তাবটি সাম্প্রতিক কোন ঘটনার নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে ;

(ঈ) একই প্রস্তাবে একাধিক বিষয় আলোচিত হইবে না ;

(উ) প্রস্তাবটি বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্বন্ধে হইতে পারিবে না ;

(ঊ) একই অধিবেশনে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে, কোন প্রস্তাবে পুনরায় সেই বিষয় আলোচিত হইবে না;

(ঋ) প্রস্তাবটি এমন কোন বিষয় সম্পর্কে হইবে না, যাহার প্রতিকার কেবল আইন-প্রণয়ন দ্বারাই হইতে পারে ;

(ঙ) প্রস্তাবে এমন কোন বিষয় উত্থাপিত হইবে না, যাহা বিবেচনার জন্য ইতিপূর্বে কোন দিন ধার্য করা হইয়াছে। এইরূপ কারণে কোন প্রস্তাব বাতিল করা হইবে কিনা, তাহা নির্ধারণের সময়ে স্পীকার বিবেচনা করিবেন যে, বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সংসদে উত্থাপনের সম্ভাবনা আছে কিনা ;

(এ) প্রস্তাবে এমন কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না, যাহা সংবিধান বা এই বিধিসমূহের অধীন সচিবের নিকট লিখিত নোটিশ মূলে পৃথক প্রস্তাব দ্বারাই কেবল উত্থাপন করা যায় ;

(ঐ) প্রস্তাবটি এমন কোন বিষয়ের আলোচনা উত্থাপন করিবে না, যাহা বিচারবিভাগীয় বা আধা-বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী সংবিধিবদ্ধ কোন ট্রাইব্যুনার বা কর্তৃপক্ষের নিকট কিংবা কোন বিষয় অনুসন্ধান বা তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত কোন কমিশন বা তদন্ত আদালতের সম্মুখে নিস্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায় রহিয়াছে ; তবে স্পীকার তাঁহার স্বীয় বিবেচনামতে উক্ত ট্রাইব্যুনাল বা কমিশন বা তদন্ত আদালতের বিবেচনাধীন বিষয়টি বিবেচনার উপর প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা নাই, ক্ষেত্রমত এমন পদ্ধতি বা বিষয়বস্তু বা তদন্তের স্তর সংক্রান্ত ব্যাপারে অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি দিতে পারিবেন ;

(ও) প্রস্তাবে বাংলাদেশের যে কোন অংশের আওতাভুক্ত কোন আইন-আদালতের সম্মুখে বিচরাধীন কোন বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা হইবে না ; এবং

(ঔ) প্রস্তাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বা সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারকের আচরণ সম্পর্কে কোন কটাক্ষ থাকিবে না।

৬৪। প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনার সময় –

প্রশ্নকালের অব্যবহিত পরে এবং দিনের কার্যসূচীতে প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বে মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে।

৬৫। অনসরণীয় পদ্ধতি -

(১) স্পীকার যদি মনে করেন যে, আলোচনার জন্য প্রস্তাবিত বিষয়টি বিধিসম্মত এবং যদি তিনি সম্মতি দেন, তাহা হইলে প্রশ্নকাল শেষ হইবার পর এবং দিনের কার্যসূচীতে প্রবেশের পূর্বে তিনি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আহ্বান করিবেন ; সংশ্লিষ্ট সসদ্য নিজের জায়গায় দাঁড়াইবেন এবং সংসদ মুলতবী করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করিবেন। এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সদস্য কোন বক্তৃতা করিবেন না ; কেবল লিখিত বিবৃতিসহ প্রস্তাবটি পাঠ করিয়া শুনাইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ৬১ বিধির অধীন স্পীকার সম্মতিদানে অস্বীকৃতি জানান কিংবা মনে করেন যে, আলোচনার জন্য প্রস্তাবিত বিষয়টি বিধিসম্মত নয়, তাহা হইলে প্রয়োজনবোধে তিনি প্রস্তাবের নোটিশটি পড়িয়া শুনাইতে পরিবেন এবং সম্মতিদানে অস্বীকৃতির বা প্রস্তাবটি বিধি-সম্মত নয় বলিয়া মনে করার কারণসমূহ ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

(২) অনুমতি মঞ্জুরীর বিরুদ্ধে আপত্তি করা হইলে যে সকল সদস্য অনুমতি মঞ্জুরীর পক্ষে রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে স্পীকার স্ব-স্ব স্থানে দাঁড়াইতে অনুরোধ করিবেন। যদি অন্যূন পঁচিশজন সদস্য দণ্ডায়মান হন কিংবা যদি আপত্তি উত্থাপন করা না হয়, তাহা হইলে, স্পীকার ঘোষণা করিবেন যে, অনুমতি মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং সংসদের কাজের অবস্থা বিবিচনা করিয়া অনুমতি মঞ্জুরীর তারিখ হইতে তিন দিনের মধ্যে যথাশীঘ্র স্পীকার কর্তৃক ধার্য দিনে ঐ দিনের সর্বশেষ বিষয় হিসাবে অনধিক দুই ঘণ্টা কাল প্রস্তাবটি আলোচিত হইবে। যদি পঁচিশজনের কম সংখ্যক সদস্য দণ্ডায়মান হন তাহা হইলে স্পীকার সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জানাইবেন যে, তিনি সংসদের অনুমতি পান নাই।

৬৬। বিতর্কের ইতি -

এই কার্যপ্রণালী-বিধির ৬৫ বিধির (২) উপ-বিধির অধীন ধার্য দিনে যে একটিমাত্র প্রশ্ন ভোটে দেওয়া যাইবে, তাহা হইল "সংসদ মুলতবী করা হউক" তবে প্রস্তাবের আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে, যখন বিতর্ক স্বাভাবিকভাবেই সমাপ্ত হইবে, তখন এইরূপ প্রশ্ন ভোটে দেওয়া যাইবে না।

৬৭। বক্তৃতার সময়সীমা -

স্পীকার বক্তৃতার জন্য সময়-সীমা নির্ধারণ করিবেন।

১১শ অধ্যায়

জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

৬৮। আলোচনা উত্থাপনের নোটিশ -

কোন জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক কোন সদস্য যেদিন অনুরূপ আলোচনা উত্থাপন করিতে চাহেন, তাহার অন্যূন দুইদিন পূর্বে সচিবের নিকট লিখিতভাবে অন্যূন আরো পাঁচজন সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত এবং উত্থাপনীয় বিষয়টি সঠিকভাবে ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে বিষয়ের উপর আলোচনা উত্থাপিত হইবে তাহার কারণসমূহ বিবৃতি করিয়া একটি ব্যাখ্যামূলক টোক নোটিশের সহিত সংলগ্ন থাকিবে।

৬৯। গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা স্পীকারের -

(১) সদস্য ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট হইতে স্পীকার যেমন প্রয়োজনবোধ করিবেন, সেইরূপ তথ্য আহ্বান করিয়া তাঁহার সন্তোষানুযায়ী যদি মনে হয় যে, যথাশীঘ্র সংসদে উত্থাপনের জন্য বিষয়টি জরুরী ও যথেষ্ট জন-গুরুত্বসম্পন্ন এবং বিষয়টি আলোচনার জন্য অগ্রিমতম সুযোগ লভ্য নহে, তাহা হইলে তিনি উত্থাপনের জন্য নোটিশটি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) সংসদ নেতার সহিত পরামর্শক্রমে স্পীকার অনুরূপ বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে সপ্তাহে দুই বৈঠক দিবস বরাদ্দ করিতে পারিবেন এবং তিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী যেমন উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, সেইভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যে এমন সময় প্রদান করিবেন, যাহা সমাপ্তির অনধিক এক ঘণ্টা পূর্বে হইবে কিংবা এক ঘণ্টার জন্য হইবে।

৭০। আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবে বাধা, বক্তৃতার সময়সীমা -

(১) সংসদে কোন আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব বা ভোটদান হইবে না নোটিশদানকারী সদস্য সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সংক্ষেপে উত্তর প্রদান করিবেন। পূর্বে স্পীকারকে জ্ঞাত করিয়া থাকিলে যে কোন সদস্যকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নোটিশদানকারী সদস্য অনুপস্থিত থাকিলে নোটিশে স্বাক্ষদানকারী অন্য কোন সদস্য স্পীকারের অনুমতিক্রমে আলোচনার সূচনা করিতে পারিবেন।

(২) স্পীকার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে বক্তৃতার সময়-সীমা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন।

১২শ অধ্যায়
জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ

৭১। জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ –

(১) এই সকল বিধির বিধান সাপেক্ষে স্পীকারের অগ্রিম অনুমতিক্রমে কোন সদস্য যে কোন জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি কোন মন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন এবং মন্ত্রী সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিতে পারিবেন কিংবা পরবর্তী কোন সময়ে বা তারিখে বিবৃতিদানের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্য যে কোন এক বৈঠকে একাধিক অনুরূপ নোটিশ দিতে পারিবেন না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতিদানের পর বিষয়টি গুরুত্ব অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্পীকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে তদসম্পর্কে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২) বিবৃতিটি দেওয়ার সময় কোন বিতর্ক হইবে না, তবে দিনের কার্যসূচীতে যে সদস্যের নামে বিষয়টি রহিয়াছে, সেই সদস্য স্পীকারের অনুমতিক্রমে একটি প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

(৩) এক বৈঠকে অনুরূপ তিনটির অধিক বিষয় উত্থাপিত হইবে না।

(৪) একদিনে তিনটির অধিক বিষয় উত্থাপিত হইলে স্পীকারের মতে যে তিনটি অধিক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সেই তিনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(৫) যে বৈঠকের জন্য নোটিশসমূহ দেওয়া হইয়াছে, সেই বৈঠক সমাপ্ত হইলে এবং পরবর্তী কোন বৈঠকের জন্য ঐগুলির মধ্যে অনধিক তিনটি স্পীকার অনুমোদন না করিয়া থাকিলে উত্থাপিত হয় নাই, এমন সকল নোটিশ বাতিল হইয়া যাইবে।

(৬) প্রশ্নকালের অব্যবহিত পরে এবং দিনের কার্যসূচী আরম্ভ হইবার পূর্বে প্রস্তাবিত বিষয় উত্থাপিত হইবে-বৈঠকের অন্য কোন সময় তাহা উত্থাপিত হইবে না।

ব্যাখ্যা।-(অ) কোন দিনের বৈঠক আরম্ভ হইবার দুই ঘণ্টা পূর্বে পর্যন্ত নোটিশ পাওয়া গেলে তাহা সেই দিনের জন্য পাওয়া গিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহার পরে কোন নোটিশ পাওয়া গেলে তাহা পরবর্তী বৈঠকের জন্য পাওয়া গিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(আ) একই বিষয়ে এবং একই বৈঠকের জন্য একাধিক সদস্যদের নিকট হইতে নোটিশ পাওয়া গেলে প্রাপ্তির ক্রমানুযায়ী নোটিশগুলির নিষ্পত্তি করা হইবে।

১২শ 'ক' অধ্যায়
জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সদস্য কর্তৃক বিবৃতি

৭১ক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্য কর্তৃক বিবৃতি -

(১) উপরি-উক্ত ৭১(১) বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অথচ ৭১(৩)বিধি অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই, গুরুত্ব অনুযায়ী শুধুমাত্র সেইগুলি সম্পর্কে প্রত্যেক নোটিশদাতা সদস্য ৭১(৫) বিধির বিধানাবলী সত্ত্বেও দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারিবেন। তবে উক্ত

সময় ত্রিশ মিনিটের অতিরিক্ত হইবে না এবং ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যতজন সদস্যের বক্তব্য রাখা সম্ভব ততজনই বক্তব্য রাখিতে পারিবেন।

(২) ৭১ বিধির (৬) উপ-বিধি মোতাবেক কার্যাবলী সম্পন্ন হইবার পর স্পীকার অনুরূপ বিষয়ে বিবৃতিদানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১)-এর বিধানমতে যতজন সদস্য বক্তব্য রাখিবেন ততজন সদস্যের প্রদত্ত নোটিশের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর উত্তরমূলক সংশ্লিষ্ট লিখিত বিবৃতি পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম তিন বৈঠক দিবসের মধ্যে সংসদের টেবিলে উপস্থাপিত হইবে।

১৩শ অধ্যায়

আইন-প্রণয়ন

১ম ভাগ ঃ বিল উত্থাপন

(ক) শাখা ঃ বেসরকারী-সদস্যদের বিল

৭২। বেসরকারী-সদস্যদের বিলের নোটিশ -

(১) এই সকল বিধির বিধান-সাপেক্ষে মন্ত্রী ব্যতীত কোন সদস্য বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতির প্রস্তাব করিতে চাহিলে তিনি অনুরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া সচিবের নিকট পনের দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন এবং নোটিশের সহিত বিলের তিনটি প্রতিলিপি পেশ করিবেন ও তৎসহ উদ্দেশ্য ও কারণ-সংবলিত ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি প্রদান করিবেন, যাহাতে কোন যুক্তি-তর্ক থাকিবে না।

(২) বিলটি যদি এমন হয় যে, তাহা উত্থাপনের জন্য সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতির অগ্রিম সুপারিশের প্রয়োজন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর মাধ্যমে প্রেরিত অনুরূপ সুপারিশের প্রতিলিপি সহযোগে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং এই প্রয়োজন পূর্ণ না করা পর্যন্ত নোটিশ বৈধ হইবে না।

(৩) বিলটি যদি এমন হয় যে, সরকারী অর্থের ব্যয় তাহার সহিত জড়িত, তাহা হইলে বিলটির সহিত একটি আর্থিক স্মারকলিপি যুক্ত থাকিবে, যাহা ব্যয়ের সহিত জড়িত দফাসমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ-আকর্ষণ করিবে এবং বিলটি আইনরূপে গৃহীত হইয়া গেলে সে ক্ষেত্রে যে পৌনঃপুনিক ও অ-পৌনঃপুনিক ব্যয় জড়িত হইবে, স্মারকলিপিতে তাহার প্রাক্কলনও প্রদত্ত হইবে।

৭৩। রাষ্ট্রপতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও সুপারিশ সংগ্রহের নিয়ম -

(১) মন্ত্রী ব্যতীত কোন সদস্য বিল উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির অগ্রিম সুপারিশ সংগ্রহ করিতে চাহিলে তিনি তাঁহার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর মাধ্যমে সংগ্রহ করিবেন।

(২) এই বিধির (১) উপ-বিধির অধীন সদস্য সুপারিশ সংগ্রহ করিতে না পারিলে তিনি বিলটির একটি প্রতিলিপি এই মর্মে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইয়া সচিবের নিকট পাঠাইতে পারিবেন যে, অনুরূপ সুপারিশ সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক এবং রাষ্ট্রপতির আদেশ লাভের উদ্দেশ্যে সচিব উক্ত প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) কোন বিল উত্থাপনের জন্য সুপারিশ মঞ্জুর করিয়া বা না করিয়া প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে সচিবের নিকট প্রেরিত হইবে এবং রাষ্ট্রপতির আদেশ প্রাপ্তির পর সচিব সংশ্লিষ্ট সদস্যকে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

(৪) কোন বিলের জন্য রাষ্ট্রপতির অগ্রিম সুপারিশের প্রয়োজন রহিয়াছে কিনা, এইরূপ প্রশ্ন উঠিলে স্পীকার সে প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিবেন।

৭৪। বেসরকারী সদস্যদের বিল উত্থাপন –

(১) বেসরকারী সদস্যদের কাজের জন্য নির্ধারিত দিনে দিনের কর্মসূচীতে বেসরকারী সদস্যদের বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হইলে স্পীকার যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি অনুমতি প্রার্থনাকারী সদস্যকেও বিরোধিতাকারী সদস্যকে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিদানের অনুমতি দিয়া অধিকতর বিতর্ক ব্যতিরেকে প্রশ্নটিকে ভোটে দিতে পারিবেন।

(৩) অনুমতি মঞ্জুর হইলে ভারপ্রাপ্ত সদস্যকে যখন আহবান করা হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ বিল উত্থাপনের প্রস্তাব করিবেন এবং প্রস্তাব করা হইলে বিলটি উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) শাখা ঃ সরকারী বিল

৭৫। সরকারী বিল উত্থাপন -

(১) কোন মন্ত্রী বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতির প্রস্তাব করিতে চাহিলে তিনি অনুরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া সচিবের নিকট সাত দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন ; তবে স্পীকার পর্যাপ্ত কারণ বশতঃ এই বিধি স্থগিত করিয়া স্বল্পতর মেয়াদের নোটিশে প্রস্তাবের অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) নোটিশের সহিত বিলের দুইটি প্রতিলিপি এবং উদ্দেশ্যে ও কারণ-সংবলিত একটি বিবৃতি থাকিবে, এবং বিলটি যদি এমন হয় যে, তাহা উত্থাপনের জন্য সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতির অগ্রিম সুপারিশের প্রয়োজন, তাহা হইলে নোটিশের সহিত মন্ত্রী কর্তৃক এই মর্মে সার্টিফিকেট থাকিবে যে, বিলটি উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ পাওয়া গিয়াছে।

(৩) সরকারী কাজের জন্য নির্ধারিত দিনে দিনের কার্যসূচীতে বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতির প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪) বিষয়টি ডাকা হইলে ভারপ্রাপ্ত সদস্য বিলটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রস্তাব করিবেন। অতঃপর ৭৪ বিধির (২) ও (৩) উপ-বিধির পদ্ধতি অনুসৃত হইবে।

২য় ভাগ ঃ বিলের প্রকাশন

৭৬। বিলের প্রকাশন -

(১) এই বিধির (২) উপ-বিধির বিধান সাপেক্ষে সচিব উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি এবং প্রযোজ্য হইলে আর্থিক স্মারকলিপিসহ উত্থাপিত প্রত্যেকটি বিল গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কোন বিল পূর্বেই প্রকাশিত না হইয়া থাকিলে উহা উত্থাপনের পর যথাশীঘ্র গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

৩য় ভাগ ঃ বিল বিবেচনা

৭৭। উত্থাপনের পর প্রস্তাব এবং বিল বিবেচনার সময় -

বিল উত্থাপিত হইলে কিংবা পরবর্তী কোন সময়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাঁহার বিলটি প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত যে কোন একটি প্রস্তাব করিবেন ঃ

(ক) সংসদ কর্তৃক বিলটি অবিলম্বে কিংবা প্রস্তাবে নির্দিষ্ট অন্য কোন ভবিষ্যৎ দিনে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক ;

(খ) বিলটিকে কোন স্থায়ী কমিটির নিকট প্রেরণ করা হউক ;

(গ) বিলটিকে কোন বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করা হউক ;

(ঘ) বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের জন্য বিলটিকে প্রচার করা হউক ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সদস্যদের ব্যবহারের জন্য বিলের প্রতিলিপি তাঁহাদের নিকট না পৌঁছান পর্যন্ত অনুরূপ কোন প্রস্তাব করা হইবে না, এবং যেদিন প্রস্তাব করা হইবে, তাহার অন্যূন তিনদিন পূর্বে বিলের প্রতিলিপি না পৌঁছাইলে যে কোন সদস্য অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপনের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারিবেন, এবং স্পীকার বিধি-স্থগিতের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত অনুরূপ আপত্তি বহাল থাকিবে।

৭৮। বিলের নীতি আলোচনা -

(১) উপরি-উক্ত ৭৭ বিধি মোতাবেক যে কোন প্রস্তাব যে দিন করা হইবে কিংবা পরবর্তী যে দিন পর্যন্ত আলোচনা স্থগিত থাকিবে, সে দিনে বিলের নীতিসমূহ ও সাধারণ বিধানাবলী আলোচনা করা যাইবে, তবে নীতি ব্যাখ্যার জন্য যতখানি প্রয়োজন, বিলটির খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া, তাহার অধিক আলোচনা করা যাইবে না।

(২) এই পর্যায়ে বিলটির উপর কোন সংশোধনী উত্থাপিত হইবে না, তবে-

(ক) ভারপ্রাপ্ত সদস্য যদি প্রস্তাব করেন যে, বিলটি অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক, তাহা হইলে যে কোন সদস্য সংশোধনী উত্থাপন করিতে পারিবেন যে, বিলটিকে কোন বাছাই কমিটিতে বা কোন স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হউক, কিংবা সংশোধনী-প্রস্তাবে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জনমত যাচাইয়ের জন্য বিলটিকে প্রচার করা হউক ; অথবা

(খ) ভারপ্রাপ্ত সদস্য যদি প্রস্তাব করেন যে, বিলটিকে কোন বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হউক, তাহা হইলে, যে কোন সদস্য সংশোধনী উত্থাপন করিতে পারিবেন যে, বিলটিকে কোন স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হউক, কিংবা সংশোধনী প্রস্তাবে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জনমত যাচাইয়ের জন্য বিলটিকে প্রচার করা হউক ; অথবা

(গ) ভারপ্রাপ্ত সদস্য যদি প্রস্তাব করেন যে, বিলটিকে কোন স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হউক, তাহা হইলে, যে কোন সদস্য সংশোধনী উত্থাপন করিতে পারিবেন যে, বিলটিকে সংশোধনী প্রস্তাবের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচার করা হউক।

(৩) বিলটিকে জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচার সম্পর্কে আনীত প্রস্তাব গৃহীত হইলে এবং তদনুযায়ী জনমত যাচাইয়ের জন্য বিলটিকে প্রচার করা হইলেও তাহার উপর মতামত সংগৃহীত হইলে ভারপ্রাপ্ত সদস্য অতঃপর যদি তাহার বিল লইয়া অগ্রসর হইতে চাহেন, তাহা হইলে স্পীকার এই বিধি স্থগিতকরণের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বিলটিকে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক, এই মর্মের কোন প্রস্তাবের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করিবেন যে, বিলটিকে কোন বাছাই কমিটিতে বা কোন স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হউক।

৭৯। বিল সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপনকারী ব্যক্তিগণ –

ভারপ্রাপ্ত সদস্য ব্যতীত অন্য কোন সদস্য বিলটিকে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক কিংবা পাস করা হউক, এই মর্মের কোন প্রস্তাব করিবেন না এবং ভারপ্রাপ্ত সদস্য ব্যতীত অন্য কোন সদস্য বিলটিকে কোন বাছাই কমিটি বা কোন স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হউক কিংবা জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচার করা হউক, এই মর্মের কোন প্রস্তাব করিবেন না-তবে ভারপ্রাপ্ত সদস্য কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের উপরই কেবল সংশোধনী আনা যাইতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ভারপ্রাপ্ত সদস্য কর্তৃক বিল উত্থাপন-পরবর্তী কোন পর্যায়ে পরবর্তী প্রস্তাব করার ব্যাপারে তাঁহার অক্ষমতা সম্বন্ধে স্পীকারের বিবেচনায় যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইলে ভারপ্রাপ্ত সদস্য অন্য কোন সদস্যকে (কিংবা সরকারী বিলের ক্ষেত্রে কোন মন্ত্রীকে) স্পীকারের অনুমোদন লইয়া সেই বিশেষ প্রস্তাব করিবার জন্য লিখিতভাবে ভার প্রদান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।-উপরি-উক্ত শর্ত-বিধির বিধানাবলী সত্ত্বেও বিল উত্থাপনকারী সদস্য ভারপ্রাপ্ত সদস্য থাকিবেন।

৮০। বাছাই/স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপনের পর অবলম্বনীয় পদ্ধতি -

(১) যে ক্ষেত্রে বিল কোন বাছাই কমিটি বা স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে উক্ত কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট উপস্থাপনের পর ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে-

(ক) ক্ষেত্রমত বাছাই কমিটি বা স্থায়ী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের আকারে বিলটিকে অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক ; অথবা

(খ) ক্ষেত্রমত বাছাই কমিটি বা স্থায়ী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের আকারে বিলটিকে উক্ত একই কমিটির নিকট কিংবা অন্য কোন নতুন স্থায়ী কমিটির নিকট-

- (অ) সামগ্রিকভাবে, কিংবা
- (আ) বিলটির কেবল কোন দফা বা দফাসমূহ বা সংশোধনীসমূহ প্রসঙ্গে, কিংবা
- (ই) বিলটিতে নূতন কোন নির্দিষ্ট বা অতিরিক্ত বিধান সংযোজন-প্রসঙ্গে পুনরায় প্রেরণ করা হউক ; অথবা

(গ) ক্ষেত্রমত বাছাই কমিটি বা স্থায়ী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের আকারে বিলটি ক্ষেত্রমত জনমত যাচাই বা অধিকতর জনমত যাচাইয়ের জন্য যথাক্রমে প্রচার বা পুনঃপ্রচার করা হউক ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ যে কোন প্রস্তাব করিবার অন্যূন তিনদিন পূর্বে সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ক্ষেত্রমত বাছাই কমিটি বা স্থায়ী কমিটির রিপোর্টের প্রতিলিপি সদস্যদের নিকট না পৌঁছাইয়া থাকিলে যে কোন সদস্য অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপনের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারিবেন এবং স্পীকার প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত অনুরূপ আপত্তি বহাল থাকিবে।

(২) ভারপ্রাপ্ত সদস্য যদি প্রস্তাব করেন যে, ক্ষেত্রমত বাছাই কমিটি বা স্থায়ী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের আকারে প্রদত্ত বিলটিকে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক, তাহা হইলে যে কোন সদস্য সংশোধনী আকারে প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে, বিলটিকে একই কমিটির নিকট পুনরায় প্রেরণ করা হউক কিংবা ক্ষেত্রমত বিলটির উপর জনমত যাচাই বা অধিকতর জনমত যাচাইয়ের জন্য বিলটি যথাক্রমে প্রচার করা হউক বা পুনঃপ্রচার করা হউক।

৮১। বাছাই/স্থায়ী কমিটির রিপোর্টের উপর বিতর্কের আওতা -

ক্ষেত্রমত বাছাই কমিটি বা স্থায়ী কমিটির রিপোর্টের আকারে প্রদত্ত বিলটিকে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক, এই মর্মে প্রস্তাবের উপর বিতর্ক কমিটির রিপোর্ট ও রিপোর্টের অন্তর্গত বিষয়াদি বিবেচনার মধ্যে কিংবা বিলের নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিকল্প পরামর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৮২। সংশোধনী উত্থাপনের নিয়ম -

উপরি-উক্ত ৮০ ও ৮১ বিধির বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন বিল বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক-মর্মের প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্পীকারের আহ্বানক্রমে যে কোন সদস্য বিলটির উপর সংশোধনী প্রস্তাব করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সময় বাঁচানোর ও যুক্তিতর্কের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য একই প্রকৃতির একাধিক পরস্পর নির্ভরশীল বিষয়ের সংশোধনীর উপর একক আলোচনার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারিবে।

৮৩। সংশোধনীর নোটিশ -

(১) যে দিনে বিল, প্রাসঙ্গিক দফা বা তফসিল বিবেচিত হইবে, তাহার পূর্ণ তিনদিন পূর্বে প্রস্তাবিত সংশোধনীর নোটিশ দেওয়া না হইলে যে কোন সদস্য সংশোধনী উত্থাপনের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারিবেন এবং স্পীকার এই উপ-বিধি স্থগিত করিয়া স্বল্পতর মেয়াদের নোটিশে সংশোধনী উত্থাপনের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত অনুরূপ আপত্তি বহাল থাকিবে।

(২) সময় পাওয়া গেলে সচিব প্রস্তাবিত প্রত্যেক সংশোধনীর প্রতিলিপি সদস্যদের ব্যবহারের জন্য পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) প্রস্তাবিত সংশোধনী যদি এমন হয় যে, সংবিধানের অধীন রাষ্ট্রপতির অগ্রিম সুপারিশ ব্যতীত তাহা উত্থাপন করা যায় না, তাহা হইলে বেসরকারী বিলের ক্ষেত্রে বা সরকারী বিলের ক্ষেত্রে নোটিশের সহিত যথাক্রমে কোন মন্ত্রীর মাধ্যমে বা মন্ত্রী কর্তৃক

ক্ষেত্রমত অনুরূপ সুপারিশের প্রতিলিপি কিংবা সুপারিশ সম্পর্কে সার্টিফিকেট সংলগ্ন থাকিবে, এবং এই চাহিদা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নোটিশ বৈধ হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর বিলোপ বা হ্রাস সম্পর্কিত সংশোধনীর জন্য অনুরূপ সুপারিশের প্রয়োজন হইবে না।

৮৪। সংশোধনীর গ্রহণযোগ্যতার শর্ত -

কোন বিলের দফা বা তফসিলের সংশোধনী উত্থাপনের অধিকার নিম্নরূপ শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে ঃ

(১) কোন সংশোধনী বিষয়বস্তু হইতে অপ্রাসঙ্গিক কিংবা বিবেচনাধীন বিল, দফা বা তফসিলের আওতা-বহির্ভূত হইবে না।

(২) কোন সংশোধনী বিলের একই পর্যায়ে একই প্রশ্নে সংসদের পূর্ববর্তী কোন সিদ্ধান্তের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ বা তাহার বিপরীত হইবে না।

(৩) এমন কোন সংশোধনী উত্থাপন করা যাইবে না, যাহা না-সূচক ভোটের সমতুল্য।

(৪) কোন সংশোধনী অস্পষ্ট, অর্থহীন বা তুচ্ছ হইবে না।

(৫) কোন সংশোধনী ইতিমধ্যেই সংসদের ভোটে নাকচ অন্য কোন সংশোধনীর উপর নির্ভরশীল হইলে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৬) কোন সংশোধনী এমন হইবে না, যাহার ফলে প্রস্তাবিত সংশোধিত দফা অবোধ্য বা ব্যাকরণদুষ্ট হইতে পারে।

(৭) কোন সংশোধনী যদি পরবর্তী কোন সংশোধনী বা তফসিল সম্পর্কে হয় কিংবা কোন সংশোধনী যদি পরবর্তী কোন সংশোধনী বা তফসিল ব্যতীত বোধ্য না হয়, তাহা হইলে পর্যায়ক্রমিক এই সকল সংশোধনীকে বোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে পরবর্তী সংশোধনী বা তফসিলের নোটিশ প্রথম সংশোধনী উত্থাপনের পূর্বে দিতে হইবে।

(৮) যে সংশোধনী সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার সংশোধনী উত্থাপন করা যাইবে।

(৯) বিলের মুখবন্ধ ও শিরনামার সংশোধনী কেবল সেই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হইবে, যে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তদনুরূপ সংশোধনী বিলে করা হইয়াছে।

৮৫। সংশোধনীসমূহের বিন্যাস -

যে সকল সংশোধনীর নোটিশ দেওয়া হইয়াছে, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনীর তালিকায় সেই সকল সংশোধনী যতদূর সম্ভব সেই ক্রমানুসারে সজ্জিত হইবে, যে ক্রমানুসারে ঐগুলি ডাকা হইবে। কোন দফার একই বিষয়ে উত্থাপনীয় একই প্রশ্নের সংশোধনীর ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত সদস্যের সংশোধনীকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারিবে। উপরি-উক্ত বিধান সাপেক্ষে যে ক্রম-অনুযায়ী নোটিশ পাওয়া গিয়াছে, সেই ক্রম-অনুযায়ী সংশোধনী-সমূহকে সাজানো যাইতে পারিবে।

৮৬। সংশোধনী ক্রম –

যে সকল দফার সংশোধনীর প্রস্তাব করা হইয়াছে, সাধারণতঃ সেই সকল দফায় ক্রম-অনুযায়ী সেই সকল দফার সহিত সম্পর্কিত সংশোধনীসমূহ উত্থাপিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দফার একইরূপ একাধিক সংশোধনীকে স্পীকার একটি সংশোধনীরূপে ভোটে দিতে পারিবেন।

৮৭। সংশোধনী প্রত্যাহার -

সংশোধনী উত্থাপনকারী সদস্যের অনুরোধে কেবল সংসদের অনুমতি লইয়া উত্থাপিত সংশোধনী প্রত্যাহার করা যাইতে পারিবে। কোন সংশোধনীর সংশোধনী উত্থাপিত হইয়া থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মূল সংশোধনী প্রত্যাহার করা যাইবে না।

৮৮। দফা-ওয়ারী বিল পেশ -

(১) এই বিধিসমূহের বিধানাবলী সত্ত্বেও বিলটিকে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক, এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্পীকার বিলটিকে বা বিলের কোন অংশকে ক্ষেত্রমত দফা-ওয়ারীভাবে বা তফসিল-ওয়ারীভাবে সংসদে পেশ করিবেন। স্পীকার প্রত্যেক দফা বা তফসিলকে পৃথকভাবে ডাকিতে পারিবেন এবং উহার সহিত সম্পর্কিত সংশোধনীসমূহের নিষ্পত্তি হইয়া গেলে তিনি প্রশ্নটিকে এইভাবে ভোটে দিবেন যে, "এই দফা বা তফসিল (কিংবা ক্ষেত্রমত সংশোধিত আকারের এই দফা বা তফসিল) বিলের অংশে পরিণত হউক"ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য হইলে তফসিল বা তফসিলসমূহের বিবেচনা দফাসমূহের বিবেচনার পর হইবে, নতুন দফাসমূহের বিবেচনা মূল দফাসমূহের বিবেচনার পর হইবে, এবং দফাসমূহ যেভাবে সংশোধিত হয়, তফসিলসমূহ সেইভাবে সংশোধিত হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, স্পীকার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ক্ষেত্রমত দফাসমূহ ও/বা তফসিলসমূহ কিংবা সংশোধিত আকারের দফাসমূহ ও/বা তফসিলসমূহ সংসদে একত্রে ভোটে দিতে পারিবেন এবং সে ক্ষেত্রে ভোটের ফলাফল প্রত্যেক দফা বা তফসিলের জন্য পৃথকভাবে প্রদত্ত ভোটের ফলাফল বলিয়া গণ্য হইবে এবং কার্যবাহে সেইরূপ প্রদর্শিত হইবে।

(২) স্পীকার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে কোন দফা বা তফসিলের বিবেচনা স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

৮৯। বিলের একদফা, বলবৎকরণ দফা, প্রস্তাবনা ও শিরনামা -

বিলের একদফা, বলবৎকরণ দফা, প্রযোজ্য হইলে প্রস্তাবনা ও শিরনামা অন্যান্য দফা ও তফসিলের (নতুন দফা ও নতুন তফসিলসহ) নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকিবে এবং অতঃপর স্পীকার এইভাবে প্রশ্নটিকে ভোটে দিবেন যে, "এক দফা, বলবৎকরণ দফা, প্রস্তাবনা ও শিরনামা (কিংবা ক্ষেত্রমত সংশোধিত আকারে এক দফা, বলবৎকরণ দফা, প্রস্তাবনা ও শিরনামা) বিলের অংশে পরিণত হউক।"

৪র্থ ভাগ ঃ বিল পাস হওয়া ইত্যাদি

৯০। বিল পাস হওয়া -

(১) বিলটিকে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক, এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইলে এবং বিলের উপর কোন সংশোধনী না থাকিলে ভারপ্রাপ্ত সদস্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে বিলটি গ্রহণ করা হউক।

(২) বিলের উপর সংশোধনী থাকিলে একই দিনে সংশোধিত আকারের বিলটিকে গ্রহণ করা হউক, এই মর্মে প্রস্তাব উত্থাপনের বিরুদ্ধে যে কোন সদস্য আপত্তি করিতে পারিবেন এবং স্পীকার এই উপ-বিধি স্থগিত করিয়া প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত অনুরূপ আপত্তি বহাল থাকিবে।

(৩) অনুরূপ আপত্তি বহাল থাকিলে সংশোধিত আকারে বিলটিকে গ্রহণ করা হউক, এই মর্মে প্রস্তাব পরবর্তী কোন দিনে করা যাইতে পারিবে।

(৪) এই পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক বা পরিণামগত ধরনের মৌখিক সংশোধনী ব্যতীত বিলের উপর অন্য কোন সংশোধনী আনা যাইবে না।

৯১। বিতর্কের আওতা -

ক্ষেত্রমত বিলটি বা সংশোধিত আকারের বিলটি গ্রহণ করা হউক, এই মর্মের প্রস্তাবের উপর আলোচনা বিলটিকে গ্রহণের পক্ষে বা প্রত্যাখ্যানের পক্ষে যুক্তি প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। বক্তৃতায় সদস্য তাঁহার যুক্তির জন্য যতখানি প্রয়োজন, তাহার অধিক বিলটির খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করিবেন না এবং তাহা সাধারণ ধরনের হইবে।

৯২। প্রকাশ্য ও লেখনীগত ভুল সংশোধন -

(১) কোন বিল সংসদে গৃহীত হইলে বিলটির প্রকাশ্য ভুলত্রুটি সংশোধনের এবং সংসদ কর্তৃক গৃহীত সংশোধনীসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণগত পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা স্পীকারের থাকিবে।

(২) বিলে সংশোধনীসমূহ গৃহীত হইলে সচিব দফা, উপ-দফা ও তৎসংক্রান্ত সকল বিষয়ে নতুন করিয়া ক্রমিক সংখ্যা বা অক্ষর বসাইতে, অনুরূপভাবে নূতন করিয়া ক্রমিক সংখ্যা বা অক্ষর বসানোর জন্য বা সংশোধনীর জন্য প্রয়োজনীয় দফা বা উপ-দফার ক্রমিক সংখ্যা বা অক্ষর বসাইতে এবং কোন লেখনীগত ভুল-ত্রুটির অপনোদন করিতে পারিবেন।

৯৩। বিল প্রত্যাহার -

ভারপ্রাপ্ত সদস্য বিলের যে কোন পর্যায়ে বিলটি প্রত্যাহারের জন্য অনুমতির প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং অনুমতি মঞ্জুর হইলে বিলটি প্রসঙ্গে অন্য কোন প্রস্তাব করা হইবে না।

৯৪। ভোটদান -

সংবিধানের কোরাম সম্পর্কিত ৭৫ অনুচ্ছেদের (২) দফা সাপেক্ষে বিলের কোন দফা বা তফসিল উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইলে তাহা বিলের অংশে পরিণত হইবে।

৯৫। বিল প্রমাণিকরণ -

(১) কোন বিল সংসদে গৃহীত হইলে স্পীকার বিলের তিনটি প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা প্রমাণীকৃত করিবেন এবং সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকার ঢাকায় উপস্থিত না থাকিলে এবং জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁহার পক্ষে সচিব বিলটিকে প্রমাণীকৃত করিতে পারিবেন।

(২) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত বা সম্মতি প্রদত্ত বলিয়া গণ্য বিলে একটি প্রতিলিপি প্রতিপাদনের জন্য ও রেকর্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং স্পীকারের অনুমতি ব্যতীত তাহা সংসদের হেফাজতের বাহিরে যাইতে পারিবে না।

৯৬। রাষ্ট্রপতির সম্মতিপ্রাপ্ত বিলের প্রকাশনা -

সংসদে কোন বিল গৃহীত হইলে সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রমত (৩) বা (৪) দফার অধীন রাষ্ট্রপতি তাহাতে সম্মতি দিলে বা সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে সচিব অবিলম্বে বিলটিকে সংসদের আইনরূপে গেজেটে প্রকাশ করাইবেন।

৫ম ভাগ ঃ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ফেরৎ পাঠানো বিল পুনর্বিবেচনা

৯৭। রাষ্ট্রপতির বার্তা ও বিল পুনর্বিবেচনা -

(১) সংসদে গৃহীত কোন বিল যদি রাষ্ট্রপতি এই মর্মে বার্তাসহকারে ফেরৎ পাঠান যে, বিলটি বা বিলের কোন নির্দিষ্ট বিধান পুনর্বিবেচনা করা হউক এবং/কিংবা বার্তায় নির্দিষ্টকৃত সংশোধনী বিবেচনা করা হউক, তাহা হইলে সংসদ অধিবেশনরত থাকিলে

স্পীকার রাষ্ট্রপতির বার্তা সংসদে পাঠ করিবেন কিংবা সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে সদস্যদের অবগতির জন্য তাহা বুলেটিনে প্রকাশ করিবেন।

(২) অতঃপর সংসদ কর্তৃক গৃহীত ও পুনর্বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ফেরৎ পাঠানো আকারের বিলটি সংসদের টেবিলে উপস্থাপিত হইবে।

(৩) অনুরূপভাবে বিলটি টেবিলে উপস্থাপিত হইবার পর সরকারী বিলের ক্ষেত্রে কোন মন্ত্রী কিংবা বেসরকারী বিলের ক্ষেত্রে কোন সদস্য এই প্রস্তাব উত্থাপনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া নোটিশ দিতে পারিবেন যে, ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপ্রতির বার্তা কিংবা রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক।

(৪) স্পীকার ভিন্নতর নির্দেশ না দিলে নোটিশপ্রাপ্তির অন্যূন দুই দিন পর যে দিনের কার্যসূচীতে বিবেচনা প্রস্তাব লিপিবদ্ধ থাকিবে, সেই দিনে নোটিশদানকারী সদস্য প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে, সংশোধনীটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক।

(৫) অনুরূপ প্রস্তাবের উপর বিতর্ক রাষ্ট্রপতির বার্তায় প্রদত্ত বিষয়াবলী বিবেচনার মধ্যে কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধনীর অন্তর্গত বিষয়বস্তুর সহিত প্রাসঙ্গিক কোন পরামর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৬) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধনী বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক, এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্পীকারের বিবেচনায় যে পন্থা সর্বাধিক সুবিধাজনক বলিয়া মনে হইবে, সেই পন্থায় তিনি সংশোধনীসমূহকে ভোটে দিবেন।

(৭) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিষয়বস্তুর সহিত প্রাসঙ্গিক কোন সংশোধনী উত্থাপন করা যাইতে পারিবে, তবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধনীর সহিত পরিনামগতভাবে বা আনুষঙ্গিকভাবে কিংবা বিকল্প কোন সংশোধনী উত্থাপন করা যাইবে না।

(৮) সকল সংশোধনী নিস্পন্ন হইলে এই বিধির (৩) উপ-বিধির অধীন প্রস্তাবের নোটিশদানকারী সদস্য প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে, ক্ষেত্রমত সংসদে মৌলিকভাবে গৃহীত বিলটিকে পুনরায় গ্রহণ করা হউক কিংবা সংশোধিত আকারে পুনরায় গ্রহণ করা হউক।

(৯) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধনী বিবেচনা করা হউক, এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত না হইলে এই বিধির (৩) উপ-বিধির অধীন প্রস্তাবের নোটিশদানকারী সদস্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে, সংসদে মৌলিকভাবে গৃহীত বিলটিকে সংশোধনী ব্যতিরেকে পুনরায় গ্রহণ করা হউক।

৯৮। সংসদে পুনরায় গৃহীত বিলের প্রমাণীকরণ -

সংশোধনী ব্যতিরেকে বা সংশোধনীসহকারে মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে কোন বিল সংসদে পুনরায় গৃহীত হইলে স্পীকার তাহার তিনটি প্রতিলিপিতে স্বাক্ষরদান করিয়া প্রমাণীকৃত করিবেন এবং নিম্নবর্ণিত ফরমে সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন ঃ

" সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদের (৪) দফা মোতাবেক সংসদ উপরি-উক্ত বিলটি পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন।

তারিখ .... স্পীকার " ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকার ঢাকায় উপস্থিত না থাকিলে জরুরী অবস্থায় তাঁহার পক্ষে সচিব বিলটিকে প্রমাণীকৃত করিতে পারিবেন।

১৪শ অধ্যায়
সংবিধান-সংশোধন

৯৯। সংবিধান সংশোধন -

সংবিধানের কোন বিধান সংশোধীত করিবার জন্য আনীত বিল-প্রসংগে এই সকল বিধির কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, বিল সম্পর্কিত এমন অন্যান্য বিধির অতিরিক্ত নিম্নরূপ বিশেষ বিধিসমূহ প্রযোজ্য হইবে ঃ

(ক) সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করার জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরনামায় সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না।

(খ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিল বা তাহার অংশ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইবে না এবং সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে না।

(গ) অনুরূপ বিলের উপর ভোট গ্রহণ কেবল বিভক্তি ভোটের দ্বারা হইবে।

(ঘ) সংবিধান-সংশোধনের জন্য আনীত বিলের ক্ষেত্রমত প্রত্যেক দফা বা তফসিল কিংবা সংশোধীত আকারের প্রত্যেক দফা বা তফসিলকে সংসদে পৃথকভাবে ভোটে দেওয়া হইবে এবং সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইলে তাহা বিলের অংশে পরিণত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকার সংসদের সম্মতিক্রমে ক্ষেত্রমত দফাসমূহ ও/বা তফসিলসমূহ কিংবা সংশোধিত আকারে দফাসমূহ ও/বা তফসিলসমূহ সংসদে একত্রে ভোটে দিতে পারিবেন এবং সে ক্ষেত্রে ভোটের ফলাফল প্রত্যেক দফা বা তফসিলের জন্য পৃথকভাবে প্রদত্ত ভোটের ফলাফল বলিয়া গণ্য হইবে এবং কার্যবাহে সেইরূপ প্রদর্শিত হইবে।

(ঙ) দফা বা তফসিলের সংশোধনীর উপর সিদ্ধান্ত উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, সেইভাবে হইবে।

(চ) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের (১ক), (১খ) ও ১(গ) দফার বিধানাবলী সাপেক্ষে উপরি-উক্ত উপায়ে সংসদে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি যদি বিলটিতে সম্মতিদানে অপারগ হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা। -- সকল বিধিতে ব্যবহৃত "মোট সদস্য-সংখ্যা" বলিতে যে কোন কারণে আসন শূন্য থাকুক বা না থাকুক কিংবা কোন সদস্য অনুপস্থিত থাকুন বা না থাকুন, সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন মোট সদস্য লইয়া গঠিত সংসদ বুঝাইবে।

১৫শ অধ্যায়
পিটিশন

১০০। পিটিশনের আওতা -
স্পীকারের সম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত বিষয়ে সংসদে পিটিশন পেশ করা যাইবে-

(১) ৭৬ বিধি অনুযায়ী প্রকাশিত অথবা সংসদে উত্থাপিত কোন বিল ;

(২) সংসদে অনিস্পন্ন কার্য সম্পর্কিত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ; এবং

(৩) জন-গুরুত্বসম্পন্ন অন্য কোন বিষয় ;

তবে এমন কোন বিষয় গ্রহণযোগ্য হইবে না–

(ক) যাহা বাংলাদেশের যে কোন অংশে আওতাধীন কোন আইন-আদালতের বিচারাধীন কোন বিষয় অথবা বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী সংবিধিবদ্ধ ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কিংবা কোন বিষয় অনুসন্ধান বা তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত কোন কমিশন বা তদন্ত আদালতের সম্মুখে নিস্পন্ন হওয়ার অপেক্ষায় রহিয়াছে ;

(খ) যাহা কোন বাস্তব বা সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব, প্রস্তাবের মাধ্যমে উত্থাপন করা যায় ; অথবা

(গ) যাহা আইনের মাধ্যমে কিংবা সরকার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিধি, উপ-বিধি বা প্রবিধানের মাধ্যমে সমাধা করা যায়।

১০১। আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত পিটিশন -
সংবিধানের ৮১ অনুচ্ছেদের (১) দফার (ক) হইতে (ঙ) উপ-দফায় লিপিবদ্ধ বিষয় অথবা সংযুক্ত তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় হইতে পারে এমন কোন বিষয় সংবলিত কোন পিটিশন রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে পেশ করা যাইবে না।

১০২। পিটিশনের সাধারণ ফরম -

(১) ক্ষেত্রভেদে প্রয়োজনীয় রদ-বদল করিয়া দ্বিতীয় তফসিলে প্রদত্ত পিটিশনের সাধারণ ফরমটি ব্যবহার করা যাইবে এবং ব্যবহৃত হইলে উহাই যথেষ্ট হইবে।

(২) প্রত্যেকটি পিটিশন ভদ্র, সুরুচিসম্পন্ন ও সংযত ভাষায় লিখিতে হইবে।

১০৩। পিটিশন প্রমাণীকরণ -

(১) প্রত্যেক স্বাক্ষরকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা পিটিশনে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং তাহার স্বাক্ষর, এবং নিরক্ষর হইলে, টিপসহি দ্বারা প্রমাণীকরণ করিতে হইবে।

(২) কোন পিটিশনে একাধিক স্বাক্ষরকারী থাকিলে যে কাগজে পিটিশন লিখিতে হইবে, তাহাতে অন্ততঃ একজন স্বাড়্গর করিবে, অথবা নিরক্ষর হইলে, টিপসহি দিবে। যদি একাধিক কাগজে স্বাক্ষর বা টিপসহি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি কাগজের শীর্ষে পিটিশনের প্রার্থনাটি লিখিয়া দিতে হইবে।

১০৪। দলিল-পত্র সংলগ্ন না করা -
কোন পিটিশনের সহিত পত্রপত্রাদি, এফিডেভিট বা অন্য কোন দলিল-পত্র সংলগ্ন করিতে হইবে না।

১০৫। প্রতিস্বাক্ষর -

(১) কোন সদস্য কর্তৃক পেশকৃত প্রত্যেকটি পিটিশনে তাঁহার প্রতিস্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

(২) কোন সদস্য তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে কোন পিটিশন পেশ করিবেন না।

১০৬। পিটিশন সংসদ-সমীপে পেশ -
প্রত্যেকটি পিটিশন সংসদ-সমীপে পেশ করিতে হইবে এবং পিটিশনে যে বিষয়টির উল্লেখ করা হইবে, সে সম্পর্কে আবেদনকারীর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সংবলিত প্রার্থনা দ্বারা উহা সমাপ্ত হইতে হইবে।

১০৭। উপস্থাপনের নোটিশ -

কোন পিটিশন উপস্থাপন করিতে ইচ্ছুক সদস্য তাঁহার অনুরূপ ইচ্ছার কথা পূর্বেই সচিবকে জানাইবেন।

১০৮। পিটিশন উপস্থাপন -

কোন সদস্য নিজেই পিটিশন উপস্থাপন করিতে পারিবেন অথবা উহা সচিবের নিকট পেশ করিবেন এবং সচিব উহা সংসদের গোচরে আনিবেন। উপস্থাপনকালে বা অনুরূপ গোচরে আনয়নকালে কোন বিতর্কের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

১০৯। উপস্থাপনের ফরম -

কোন পিটিশন উপস্থাপনকারী সদস্য নিম্নলিখিত ফরমে লিখিত একটি বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবেন ঃ

" জনাব, আমি-----------------------(বিষয়)
সম্পর্কে আবেদনকারী(গণ) -------- ---কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি
পিটিশন উপস্থাপন করিতেছি। "
এই বিবৃতির উপর কোন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইবে না।

১১০। পিটিশন কমিটিতে প্রেরণ -

ক্ষেত্রমত কোন সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত বা সচিব কর্তৃক সংসদের গোচরে আনীত প্রত্যেকটি পিটিশন, কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পিটিশন কমিটি সম্পর্কিত বিধি-বিধানের জন্য এই বিধিসমূহের ২৭তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

১৬শ অধ্যায়
আর্থিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি
(ক) বাজেট

১১১। বাজেট উপস্থাপন -

(১) সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যেক অর্থ-বৎসরের বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বৎসরের জন্য অনুমিত আয় ও ব্যয় সংবলিত একটি বিবৃতি(যাহা অতঃপর বাজেট নামে উল্লিখিত হইবে) সংসদে উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) এই ব্যাপারে সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে অর্থ-মন্ত্রী যেরূপ উপযোগী মনে করেন সেই আকারে বাজেট সংসদে পেশ করিবেন।

(৩) বাজেট কোন কমিটিতে প্রেরণ করা হইবে না এবং এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ব্যতীত বাজেট সম্পর্কে অন্য কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে না।

১১২। বাজেট উপস্থাপনের দিনে উহার আলোচনা না হওয়া -

বাজেট উপস্থাপনকালে অর্থ-মন্ত্রী কর্তৃক দেয় বক্তৃতা ব্যতীত ঐ দিনে বাজেট সম্পর্কে অন্য কোন আলোচনা চলিবে না।

১১৩। বাজেট বিতর্কের স্তর-

সংসদে নিম্নলিখিত স্তরসমূহে বাজেট আলোচিত হইবে, যথা ঃ-

(১) সমগ্র বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা ;

(২) (ক) মঞ্জুরী-দাবী এবং দায়যুক্ত ব্যয় সম্পর্কিত নির্দিষ্টকরণ সম্পর্কে আলোচনা ;

(খ) অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত মঞ্জুরী দাবীর উপর ভোটগ্রহণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দায়যুক্ত ব্যয় সম্পর্কিত মঞ্জুরী-দাবীসমূহ সংসদের ভোটে দেওয়া যাইবে না।

১১৪। দিন বরাদ্দ-

উপরি-লিখিত বিধিতে বর্ণিত বাজেটের প্রত্যেকটি স্তরের জন্য স্পীকার পৃথক পৃথক দিন বরাদ্দ করিবেন।

১১৫। বাজেটের সাধারণ আলোচনা -

(১) বাজেট উপস্থাপনের দিনের পরবর্তী কোন দিনে যাহা স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে- স্পীকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত সময়ে সংসদ সমগ্র বাজেট সম্পর্কে বা উহাতে নিহিত যে কোন নীতি সম্পর্কে অবাধে আলোচনা করিতে পারিবেন। তবে এই পর্যায়ে কোন প্রস্তাব উপস্হাপন করা যাইবে না কিংবা বাজেট সংসদের ভোটে দেওয়া যাইবে না।

(২) অনুরূপ আলোচনার শেষে উত্তরদানের সাধারণ অধিকার অর্থ-মন্ত্রীর থাকিবে।

(৩) স্পীকার সমীচীন মনে করিলে বক্তৃতার জন্য সময়-সীমা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন।

(খ) মঞ্জুরী-দাবী

১১৬। মঞ্জুরী-দাবী -

(১) প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তাবিত মঞ্জুরী-দাবী সম্পর্কে সাধারণতঃ একটি পৃথক দাবী পেশ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, অর্থ-মন্ত্রী দুই বা ততোধিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত মঞ্জুরী একটি মাত্র দাবীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন বা যে ব্যয় কোন্ কোন্ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হইতেছে তাহা সহজে নির্ণয় করা যাইতেছে না, সে সম্পর্কে একটি মাত্র দাবী পেশ করিতে পারিবেন।

(২) প্রত্যেক দাবীতে প্রথমে থাকিবে প্রস্তাবিত মোট মঞ্জুরীর বিবরণ এবং তারপর থাকিবে বিভিন্ন দফায় বিভক্ত প্রত্যেকটি মঞ্জুরীর অধীনে বিস্তারিত অনুমিত হিসাবের একটি বিবরণ।

(৩) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে কোন মঞ্জুরী-দাবী পেশ করা হইবে না।

১১৭। মঞ্জুরী-দাবী সম্পর্কে ভোট গ্রহণ -

(১) মঞ্জুরী-দাবী সম্পর্কে আলোচনা এবং ভোটগ্রহণের জন্য সংসদ নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া স্পীকার, এমন সংখ্যক দিন বরাদ্দ করিবেন যাহা জন-স্বার্থের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইবে।

(২) বরাদ্দকৃত দিনসমূহের সর্বশেষ দিনে বৈঠক সমাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট সময় বা পূর্বেই স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় উপনীত হইবামাত্র মঞ্জুরী-দাবী সম্পর্কিত সমস্ত অবশিষ্ট বিষয় নিষ্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি প্রশ্ন স্পীকার ভোটে দিবেন।

(৩) কোন মঞ্জুরী-দাবী হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে ; কিন্তু কোন মঞ্জুরী বৃদ্ধি বা উহার উদ্দেশ্যে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে না।

(৪) কোন মঞ্জুরী-দাবী হ্রাসের জন্য আনীত কোন প্রস্তাবের সংশোধনকল্পে কোন সংশোধনী উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) একই মঞ্জুরী-দাবী সম্পর্কে কতিপয় প্রস্তাব আনয়ন করা হইলে সেগুলির যে যে খাত সম্পর্কে আনয়ন করা হইয়াছে, সেই খাতসমূহ বাজেটে যে ক্রম-অনুসারে দেখান হইয়াছে, সেই ক্রম- অনুসারে আলোচিত হইবে।

১১৮। ছাঁটাই প্রস্তাব -

কোন দাবীর পরিমাণ হ্রাসকল্পে উত্থাপনীয় প্রস্তাব নিম্নলিখিত যে কোন পন্থায় উত্থাপন করা যাইবে ঃ-

(ক) " দাবীর পরিমাণ হ্রাস করিয়া ১ টাকা করা হউক"। এই প্রস্তাব দাবীতে নিহিত নীতি অনুমোদন না করার সমতুল্য। এইরূপ প্রস্তাব "নীতি অননুমোদন ছাঁটাই" বলিয়া অভিহিত হইবে। এইরূপ প্রস্তাবের নোটিশ প্রদানকারী সদস্য উক্ত নীতির সে সকল দিক আলোচনা করিতে চাহেন, তাহা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিবেন। নোটিশে বর্ণিত নির্দিষ্ট বিষয় বা বিষয়সমূহের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং সদস্যগণ একটি বিকল্প নীতি অনুসরণের পরামর্শও দিতে পারিবেন।

(খ) "দাবীর পরিমাণ হইতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ হ্রাস করা হউক" ; এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল মিতব্যয়িতা অর্জন। এই নির্দিষ্ট পরিমান উক্ত দাবী হইতে একটি এককালীন ছাঁটাইও হইতে পারে, অথবা উক্ত দাবী হইতে কোন দফার বর্জন বা হ্রাসও হইতে পারে। এইরূপ প্রস্তাব 'মিতব্যয়-ছাঁটাই' বলিয়া অভিহিত হইবে। সদস্য যে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাহেন, তাহা নোটিশে সংক্ষেপে এবং স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিবেন এবং কিভাবে মিতব্যয়িতা অর্জন করা যাইবে, বক্তৃতাসমূহ তাহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(গ) "দাবীর পরিমাণ হইতে ১০০ টাকা হ্রাস করা হউক।" এইরূপ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল সরকারের দায়িত্বাধীন কোন বিষয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করা। এইরূপ প্রস্তাব " প্রতীক ছাঁটাই" বলিয়া অভিহিত হইবে এবং তৎসম্পর্কিত আলোচনা প্রস্তাবে উল্লিখিত নির্দিষ্ট অভাব-অভিযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

১১৯। ছাঁটাই-প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী -

কোন দাবীর পরিমাণ হ্রাসকল্পে আনীত প্রস্তাবের নোটিশ গ্রহণযোগ্য হইতে হইলে নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে ঃ-

(১) ইহা একটি মাত্র দাবী সম্পর্কে হইতে হইবে।

(২) ইহা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হইতে হইবে এবং ইহাতে কোন যুক্তি, অনুমিতি, ব্যঙ্গোক্তি, নিন্দা, বর্ণনামূলক আখ্যা বা কোন মানহানিকর উক্তি থাকবে না।

(৩) ইহা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত একটি মাত্র নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৪) ইহাতে এমন কোন বিষয়ের উল্লেখ করা হইবে না, যাহা প্রাথমিকভাবে সরকারের দায়িত্বাধীন নয়।

(৫) ইহা সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয় সম্পর্কে হইতে পারিবে না ;

(৬) ইহা বাংলাদেশের কোন অংশে আওতায়সম্পন্ন কোন আইন আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় সম্পর্কে হইতে পারিবে না।

১২০। ছাঁটাই-প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা স্পীকার, কর্তৃক নির্ধারণ -

এই বিধিসমূহ অনুসারে কোন ছাঁটাই-প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কিনা, তাহা স্পীকার নির্ধারণ করিবেন এবং তিনি যদি মনে করেন যে, ইহা কোন ছাঁটাই-প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকারের অপব্যবহার বা ইহার উদ্দেশ্য হইল সংসদের কাজে বাধা সৃষ্টি করা বা ইহা এই বিধিসমূহ লংঘন করিতেছে, তাহা হইলে তিনি উহা বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন।

১২১। ছাঁটাই-প্রস্তাবের নোটিশ -

কোন মঞ্জুরী-দাবীর পরিমাণ হ্রাসকল্পে আনীত কোন প্রস্তাবের নোটিশ যদি উক্ত দাবী যে দিন বিবেচিত হইবে তাহার দুই দিন পূর্বে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে যে কোন সদস্য উক্ত প্রস্তাব উত্থাপনে আপত্তি করিতে পারিবেন, এবং এই বিধি স্থগিত করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া স্পীকার যদি উক্ত প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি না দেন, তাহা হইলে অনুরূপ আপত্তি বহাল থাকিবে।

১২২। হিসাবের উপর ভোট

(১) হিসাবের উপর ভোট সম্পর্কিত প্রস্তাবের প্রয়োজনীয় মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে এবং যে মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা ব্যয়ের দফার জন্য প্রয়োজনীয় ভিন্ন ভিন্ন টাকার অংক লইয়া উক্ত মোট অংকটি গঠিত হইয়াছে, তাহা প্রস্তাবের সহিত সংলগ্ন একটি তফসিলে দেখাইতে হইবে।

(২) সমগ্র-মঞ্জুরীর পরিমাণ হ্রাসের জন্য অথবা যে সকল দফার সমন্বয়ে উক্ত মঞ্জুরীটি গঠিত, তাহার হ্রাস বা বর্জনের জন্য সংশোধনী উত্থাপন করা যাইবে।

(৩) উত্থাপিত প্রস্তাব বা উহার সংশোধনের জন্য আনীত যে কোন প্রস্তাব সম্পর্কে সাধারণ ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে ; তবে সাধারণ বক্তব্য বিষয়গুলিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার প্রয়োজন ব্যতীত উক্ত মঞ্জুরীর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

(৪) অন্যান্য ব্যাপারে, হিসাবের উপর ভোট সম্পর্কিত প্রস্তাবের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি মঞ্জুরী-দাবীর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতির মতই হইবে।

১২৩। সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী এবং ঋণের উপর ভোট -

মঞ্জুরী-দাবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতিতে স্পীকার, কর্তৃক প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনপূর্বক গৃহীত পদ্ধতি দ্বারাই সম্পূরক, অতিরিক্ত ও অসাধারণ মঞ্জুরী এবং ঋণের উপর ভোট নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১২৪। সম্পূরক মঞ্জুরী সম্পর্কিত আলোচনার সীমা -

সম্পূরক মঞ্জুরী সম্পর্কিত বিতর্ক যে সকল দফার সমন্বয় উক্ত মঞ্জুরী গঠিত, তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং মূল মঞ্জুরী সম্পর্কে কোন আলোচনা উত্থাপন করা যাইবে না, কিংবা আলোচ্য বিশেষ দফাকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন না হইলে উহাতে নিহীত নীতি সম্পর্কেও আলোচনা উত্থাপন করা যাইবে না।

১২৫। প্রতীক-মঞ্জুরী -

যে ক্ষেত্রে কোন নতুন কর্ম-বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় নির্বাহকল্পে পুনঃনির্দিষ্টকরণ করিয়া টাকা দেওয়া যায় যে ক্ষেত্রে একটি প্রতীক অংকের মঞ্জুরীর জন্য একটি দাবী সংসদের ভোটে দেওয়া যাইবে, এবং সংসদ যদি উক্ত দাবীতে সম্মতি জানান, তাহা হইলে টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) নির্দিষ্টকরণ বিল

১২৬। নির্দিষ্টকরণ বিল -

(১) সংবিধান ও এই বিধিসমূহে লিপিবদ্ধ বিধি-বিধানসাপেক্ষে বিলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতিই স্পীকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত রদ-বদলসহ নির্দিষ্টকরণ বিলের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্দিষ্টকরণ বিল কোন কমিটিতে প্রেরণ করা হইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন বিল সম্পর্কে এমন কোন সংশোধনীর প্রস্তাব করা যাইবে না, যাহার ফলে সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত কোন মঞ্জুরীর পরিমাণ বা উদ্দেশ্য কিংবা সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হইয়া যায়।

(২) কোন নির্দিষ্টকরণ বিল উত্থাপনের পর যে কোন সময়ে স্পীকার সংসদ কর্তৃক বিল পাসের সহিত সংশ্লিষ্ট স্তরের সকল বা যে কোন একটি চূড়ান্ত করার জন্য যৌথভাবে বা পৃথকভাবে এক বা একাধিক দিন বরাদ্দ করিতে পারিবেন এবং যখন এইরূপে দিন বরাদ্দ করা হইয়াছে, তখন ক্ষেত্রমত বরাদ্দকৃত দিনের বা বরাদ্দকৃত দিনসমূহের সর্বশেষ দিনের বৈঠক শেষ হইবার সময় উপনীত হইবামাত্র যে স্তর বা স্তরসমূহের জন্য দিন বা দিনসমূহ বরাদ্দ করা হইয়াছে সেই স্তর বা স্তরসমূহ সম্পর্কিত সকল অবশিষ্ট বিষয় নিষ্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি প্রশ্ন স্পীকার ভোটে দিবেন।

(৩) স্পীকার সমীচীন বিবেচনা করিলে, (২) উপ-বিধি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত দিন বা দিনসমূহের জন্য নির্দিষ্ট সকল বা যে কোন স্তরে দেয় বক্তৃতার জন্য সময়-সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৪) কোন নির্দিষ্টকরণ বিল সম্পর্কিত বিতর্ক বিল উত্থাপিত মঞ্জুরীসমূহের মধ্যে নিহিত এমন জন-গুরুত্বসম্পন্ন বা প্রশাসনিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে, যাহা সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরী-দাবীসমূহের বিবেচনাকালে ইতঃপূর্বে উত্থাপিত হয় নাই।

(৫) বিতর্কে পুনরাবৃত্তি পরিহারের উদ্দেশ্যে স্পীকার কোন নির্দিষ্টকরণ বিলের আলোচনায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সদস্যদের নিকট হইতে পূর্বেই লিখিতভাবে জানিতে চাহিতে পারেন যে, তাঁহারা কি কি বিশেষ বিষয় উত্থাপন করিতে চাহেন, এবং যে সমস্ত বিষয় তাঁহার মতে কোন মঞ্জুরী-দাবীর আলোচনাকালে আলোচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বা পর্যাপ্ত জন-গুরুত্বসম্পন্ন নয়, তাহা উত্থাপন করিবার অনুমতি তিনি দিবেন না।

(৬) কোন নির্দিষ্টকরণ বিল যদি কোন বিদ্যমান কর্মবিভাগ সম্পর্কিত সম্পূরক মঞ্জুরী সম্পর্কে হয়, তাহা হইলে, উক্ত কর্মবিভাগ যে সকল দফার সমন্বয় গঠিত আলোচনা তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে, এবং আলোচনাধীন বিশেষ দফাকে স্পষ্টতর করিয়া তোলার প্রয়োজন ব্যতীত মূল মঞ্জুরী বা উহাতে নিহীত নীতির আলোচনা উত্থাপন করা যাইবে না।

(ঘ) অর্থ বিল

১২৭। অর্থ বিল -

(১) এ বিধিতে "অর্থ বিল" অর্থ সাধারণতঃ প্রত্যেক বৎসরে পরবর্তী বৎসরের জন্য সরকারের আর্থিক প্রস্তাবাবলীকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যে বিল উত্থাপন করা হয় এবং যে কোন সময়ের জন্য সম্পূরক আর্থিক প্রস্তাবাবলীকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে আনীত বিলও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২) কোন অর্থ বিল উত্থাপনের পর যে কোন সময়ে স্পীকার সংসদ কর্তৃক বিল পাসের সহিত সংশ্লিষ্ট স্তরের সকল বা যে কোন একটি চূড়ান্ত করার জন্য যৌথভাবে বা পৃথকভাবে এক বা একাধিক দিন বরাদ্দ করিতে পারিবেন এবং যখন এইরূপে দিন বরাদ্দ করা হইয়াছে, তখন ক্ষেত্রমত বরাদ্দকৃত দিনে বা বরাদ্দকৃত দিনসমূহের সর্বশেষ দিনের বৈঠক শেষ হইবার সময় উপনীত হইবামাত্র যে স্তর বা স্তরসমূহের জন্য দিন বা দিনসমূহ বরাদ্দ করা হইয়াছে সেই স্তর বা স্তরসমূহ সম্পর্কিত সকল অবশিষ্ট বিষয় নিষ্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি প্রশ্ন স্পীকার ভোটে দিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন মন্ত্রীর আলোচনাধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত বিতর্কের উত্তরদানের অধিকার থাকে এবং বৈঠক সমাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পূর্বে তাঁহার উত্তরদানমূলক বক্তৃতা শুরু না করেন, তাহা হইলে, স্পীকার তাঁহার নিকট হইতে জানিতে চাহিবেন যে, উত্তরদানের জন্য এক ঘণ্টার অনধিক কি পরিমাণ সময় তাঁহার প্রয়োজন হইবে এবং ঐ মুহূর্তে সংসদে বক্তৃতারত সদস্যকে এমন সময়ে তাঁহার আসন গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিবেন, যাহাতে বৈঠক সমাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর উত্তরদানের জন্য প্রয়োজনীয় সময় অবশিষ্ট থাকে।

(৩) যখন বরাদ্দকৃত দিনে বা দিনসমূহের সর্বশেষ দিনে বৈঠক সমাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট সময় উপনীত হইলে, (২) উপ-বিধি অনুযায়ী ভোটে দেয় প্রশ্ন বা অন্যতম প্রশ্ন এই থাকে যে, বিলটি পাস করা হউক, তখন বিলের সংশোধনকল্পে কোন সংশোধনী উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও (২) উপ-বিধি কার্যকর হইবে।

(৪) (২) উপ-বিধির শর্ত-বিধি সাপেক্ষে, স্পীকার সমীচীন বিবেচনা করিলে উক্ত উপ-বিধি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত দিন বা দিনসমূহের জন্য নির্দিষ্ট সকল বা যে কোন স্তরে দেয় বক্তৃতার জন্য সময়-সীমা নির্ধারণ করিতে পরিবেন।

(৫) "অর্থ বিলটি বিবেচনার্থে গ্রহণ করা হউক"-মর্মের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে যে কোন সদস্য সরকারের দায়িত্বাধীন সাধারণ প্রশাসন, স্থানীয় অভাব-অভিযোগ বা সরকারের, আর্থিক নীতি সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করিতে পারিবেন।

(৬) অন্যান্য ক্ষেত্রে এই বিধিসমূহের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ বিল সম্পর্কে প্রযোজ্য বিধি-বিধানই প্রয়োগ করিতে হইবে; তবে অর্থ বিল কোন কমিটিতে প্রেরণ করা হইবে না।

১২৮। অর্থ সম্পর্কিত কার্যাবলীর জন্য বরাদ্দকৃত দিনের করণীয় কাজ

১১৫, ১১৭, ১২৬, বা **১২৭** বিধি অনুযায়ী অন্যান্য কার্যের জন্য কোন দিন বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও কোন বিল বা বিলসমূহ উত্থাপনের অনুমতির জন্য প্রস্তাব বা প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করা যাইবে এবং যে কার্যের জন্য দিনটি বরাদ্দ করা হইয়াছে সেই কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কোন বিল বা বিলসমূহ উত্থাপন করা যাইবে।

১২৯। অর্থ সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সময়-সীমা -

এই বিধিসমূহ অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষমতাবলী ছাড়াও অর্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন শ্রেণীর কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সময় বরাদ্দসহ অনুরূপ সকল কার্য সময়মত শেষ করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত ক্ষমতা স্পীকারের থাকিবে, এবং যে ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে সময় বরাদ্দ করা হয় সেক্ষেত্রে যে স্তর বা স্তরসমূহের জন্য সময় বরাদ্দ বরা হইয়াছে, তৎসম্পর্কিত অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় নিস্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি প্রশ্ন স্পীকার নির্দিষ্ট সময়ে ভোটে দিবেন।

ব্যাখ্যা। -সংবিধান অনুযায়ী যে সমস্ত কার্য অর্থ সম্পর্কিত কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে বলিয়া স্পীকার মনে করিবেন, তদ্রুপ যে কোন কার্য অর্থ সম্পর্কিত কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

১৭শ অধ্যায়
সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব
(ক) সাধারণ

১৩০। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের বিষয়বস্তু ও উহা উত্থাপনের অধিকার -

এই বিধিসমূহ লিপিবদ্ধ বিধি-বিধানসাপেক্ষে, যে কোন সদস্য বা মন্ত্রী সাধারণ জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবেন।

১৩১। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের নোটিশ -

(১) কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ইচ্ছুক কোন বেসরকারী সদস্য তাঁহার অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অন্যূন দশ দিনের নোটিশ প্রদান করিবেন এবং তিনি যে সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতে চাহেন, তাহার প্রতিলিপি উক্ত নোটিশের সংগে সংলগ্ন করিয়া দিবেন ঃ

১ [তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্য একদিনে পঁচিশটির অধিক সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন না।]

(২) কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ইচ্ছুক কোন মন্ত্রী তাঁহার অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দুই দিনের নোটিশ দিবেন, এবং তিনি যে সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতে চাহেন, তাহার একটি প্রতিলিপি উক্ত নোটিশের সংগে সংলগ্ন করিয়া দিবেন।

১৩২। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের আকার -

কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব মতামত ঘোষণা বা সুপারিশের আকারে, অথবা সরকারের কোন কাজ বা নীতির সংসদ কর্তৃক অনুমোদন বা অননুমোদন রেকর্ড করার আকারে, কোন বার্তা প্রেরণের আকারে, বা কোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ বা অনুরোধের আকারে, বা কোন বিষয় বা পরিস্থিতি সরকার কর্তৃক বিবেচনার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণের আকারে কিংবা স্পীকার কর্তৃক যথাযথ বলিয়া বিবেচিত কোন আকারে হইতে পারিবে।

১৩৩। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী

এমন কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হইবে না, যাহাতে নিম্নলিখিত শর্তাবলী পালিত হয় নাই, যথাঃ-

(১) ইহা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত হইতে হইবে এবং ইহাতে একটিমাত্র নির্দিষ্ট বিষয় উত্থাপিত হইতে হইবে।

(২) ইহা এমন বিষয় সম্পর্কে হইতে হইবে, যাহা প্রাথমিকভাবে সরকারের দায়িত্বাধীন, বা যাহাতে সরকারের পর্যাপ্ত আর্থিক স্বার্থ জড়িত আছে।

(৩) ইহাতে যুক্তি, অনুমিতি, ব্যঙ্গোক্তি, নিন্দা বা মানহানিকর বিবৃতি থাকিবে না, কিংবা ইহাতে কোন ব্যক্তির সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকার অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় চরিত্র বা আচরণ সম্পর্কে কোন উল্লেখ থাকিবে না।

(৪) ইহা বাংলাদেশের যে কোন অংশে আওতাসম্পন্ন কোন আইন আদালতের বিচারাধীন কোন বিষয় সম্পর্কিত হইবে না।

(৫) ইহাতে রাষ্ট্রপতি বা সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারকের প্রতি কোন কটাক্ষ থাকিতে পারিবে না।

১৩৪। ট্রাইব্যুনাল, কমিশন ইত্যাদির বিবেচনাধীন বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন -

বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী সংবিধিবদ্ধ যে কোন ট্রাইব্যুনালের বা কর্তৃপক্ষের বা কোন বিষয় অনুসন্ধান বা তদন্ত করার জন্য যে কোন কমিশন বা তদন্ত আদালতের সামনে নিস্পন্নের অপেক্ষায় আছে, এমন কোন বিষয়ের আলোচনা উত্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকার, যদি এই সম্পর্কে নিশ্চিত হন যে, উক্ত সংবিধিবদ্ধ ট্রাইব্যুনাল, কর্তৃপক্ষ, কমিশন বা তদন্ত আদালতের বিবেচনাধীন অনুরূপ বিষয়টির বিবেচনার উপর প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে স্পীকার স্বীয় বিবেচনামতে এমন পদ্ধতি বিষয়বস্তু বা তদন্তের স্তর সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপনের অনুমতি দিতে পারেন।

১৩৫। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তদানের ক্ষমতা স্পীকারের -

স্পীকার যদি মনে করেন যে, কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব বা উহার কোন অংশ এই বিধিসমূহ অনুযায়ী বিধিসম্মত নয়, বা উহা সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকারের অপব্যবহার, তাহা হইলে তিনি উহা বাতিল করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপভাবে বাতিলকৃত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব বা উহার অংশবিশেষ দিনের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না।

১৩৬। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপন বা প্রত্যাহার -

(১) দিনের কার্যসূচীতে যে সদস্যের নামে কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব থাকে, তিনি উহা প্রত্যাহার করিতে না চাহিলে, আহূত হওয়ার পর তিনি উহা উত্থাপন করিবেন এবং কার্যসূচীতে লিপিবদ্ধ ভাষায় আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুরু করিবেন।

(২) দিনের কার্যসূচীতে যে সদস্যের নামে সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি থাকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে এই মর্মে তাঁহার নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতা-প্রাপ্ত অন্য যে কোন সদস্য স্পীকারের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতে পারিবেন।

১৩৭। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের সংশোধনী -

(১) কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপনের পর এই বিধিসমূহ সাপেক্ষে, যে কোন সদস্য সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটির সংশোধনী উত্থাপন করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন উত্থাপিত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের উপর সংশোধনীর নোটিশপ্রাপ্তির অগ্রবর্তিতা অনুসারে দশটির অধিক সংশোধনী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

---

(২) যে দিনে সংশোধনী উত্থাপন করা হইবে, উহার পূর্ণ দুই দিন পূর্বে সংশোধনীর নোটিশ প্রদান করা না হইলে যে কোন সদস্য অনুরূপ সংশোধনী উত্থাপনের আপত্তি করিতে পারেন, এবং স্পীকার স্বীয় ক্ষমতাবলে উক্ত সংশোধনী উত্থাপন করিবার অনুমতি না দিলে অনুরূপ আপত্তি বহাল থাকিবে।

(৩) সময় সংকুলান হইলে সচিব প্রত্যেকটি সংশোধনীর একটি করিয়া প্রতিলিপি প্রত্যেক সদস্যের ব্যবহারের জন্য প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

১৩৮। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব বা সংশোধনী উত্থাপনের পর উহা প্রত্যাহার -

(১) কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব বা উহার সংশোধনী উত্থাপনকারী কোন সদস্য সংসদের বিনা অনুমতিতে উহা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না।

(২) স্পীকারের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রত্যাহারের অনুমতির জন্য উত্থাপিত কোন প্রস্তাব সম্পর্কে কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে না।

১৩৯। সংশোধনীর ক্রম -

কোন সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের সংশোধনকল্পে ও তৎসম্পর্কে এক, দুই বা ততোধিক সংশোধনী উত্থাপিত হইলে তৎসম্পর্কে সংসদের মতামত গ্রহণের পূর্বেই স্পীকার মুল প্রস্তাবটি এবং সংশোধনী বা সংশোধনীসমূহ সংসদে পাঠ করিয়া শুনাইবেন।

১৪০। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি -

(১) কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপন ও তৎসম্পর্কে সংসদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের পর ছয় মাসের মধ্যে মূলতঃ একই প্রশ্ন উত্থাপনকারী কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব বা সংশোধনী উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) সংসদের অনুমতিক্রমে কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হইলে একই অধিবেশনে মূলতঃ একই [১][প্রশ্নে] কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে না।

১৪১। আলোচনা সীমা

কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের আলোচনা উহার বিষয়বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে।

১৪২। বক্তৃতার সময়-সীমা -

স্পীকারের অনুমতি ব্যতিরেকে, কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত বক্তৃতা তিন মিনিটের অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। তবে সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি উত্থাপনকালে উহার উত্থাপনকারী পনের মিনিটকাল বক্তৃতা করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবেন।

১৪৩। গৃহীত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ

(১) সংসদ কর্তৃক গৃহীত প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তাহা পরবর্তী অধিবেশনে (তৎপূর্বে না জানাইয়া থাকিলে) সংসদকে জানাইবেন।

(খ) সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী অধ্যাদেশ অনুমোদন না করা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব

১৪৪। অধ্যাদেশ অননুমোদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব -

(১) সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদে উপস্থাপনের পর যে কোন সদস্য বরাবর লিখিত পূর্ণ তিন দিনের নোটিশ দিয়া সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী অধ্যাদেশটি অননুমোদনকল্পে একটি সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবেন।

(২) একই অধ্যাদেশ সম্পর্কে অনুরূপ একাধিক নোটিশ পাওয়া গেলে ব্যালটের সাহায্য না লইয়া নোটিশ-প্রাপ্তির সময়ের ক্রম-অনুসারে সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবগুলি এমন একটি দিনে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হইবে, যাহা অধ্যাদেশটি উপস্থাপনের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে হইতে হইবে এবং সংসদ-নেতার সহিত পরামর্শক্রমে স্পীকার ঐ দিনটি ধার্য করিবেন, এবং অনুরূপ সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের জন্য দেয় নোটিশ সম্পর্কিত বিধি-বিধান প্রযোজ্য হইবে না ঃ

শর্ত থাকে যে, অধ্যাদেশটি উপস্থাপনের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে অনুরূপ একটি সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সংসদ কর্তৃক গৃহীত হইলে অনুরূপ সমস্ত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) অনুরূপ সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের সংশোধনকল্পে কোন সংশোধনী উত্থাপন করা যাইবে না।

(৪) কোন অধ্যাদেশ অননুমোদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সমগ্র অধ্যাদেশটি অননুমোদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, অধ্যাদেশটির কোন বিশেষ দফা বা তফসিল সম্পর্কে হইতে পারিবে না।

১৪৫। কতিপয় সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কে যে সকল বিধি প্রযোজ্য নয় -

সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদে বা অন্য যে কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবসমূহের ক্ষেত্রে ১৩০ হইতে ১৪৩ বিধিসমূহ প্রয়োগ করা যাইবে না।

১৮শ অধ্যায়

প্রস্তাব (সাধারণ)

১৪৬। জন-স্বার্থ সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা -

সংবিধান বা এই বিধিসমূহে লিপিবদ্ধ অন্যরূপ বিধান ব্যতীত স্পীকারের সম্মতিক্রমে উত্থাপিত কোন প্রস্তাব ব্যতিরেকে জন-স্বার্থের কোন বিষয় সম্পর্কে কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে না।

১৪৭। প্রস্তাবের নোটিশ -

(১) এই বিধিসমূহের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে এবং স্পীকার অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে, প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপিসহ প্রত্যেক প্রস্তাবের নোটিশ সচিবকে সম্বোধন করিয়া লিখিতভাবে দিতে হইবে এবং নোটিশ প্রদানকারী সদস্য উহাতে স্বাক্ষর করিবেন এবং উহা সংসদের নোটিশ অফিসে জমা দিবেন।

(২) কোন প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করা হইলে, সচিব উক্ত নোটিশ পাওয়ার পর যথাশীঘ্র উক্ত প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি সদস্যদেরকে পাঠাইবেন।

(৩) কোন নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না-

(ক) আলোচনাধীন কোন প্রস্তাবের বিবেচনা মুলতবি করার কোন প্রস্তাবের জন্য; বা

(খ) কোন কমিটিতে পুনরায় প্রেরণের জন্য আনীত কোন প্রস্তাবের জন্য।

১৪৮। প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী-

কোন সদস্যের কোন প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার নিম্নোক্ত শর্তাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, যথাঃ-

(১) ইহা প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট বিষয় উত্থাপন করিবে;
(২) ইহাতে যুক্তি, অনুমিতি, ব্যঙ্গোক্তি, নিন্দা বা মানহানিকর বিবৃতি থাকিবে না;
(৩) ইহা কোন ব্যক্তির সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকার অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থার চরিত্র বা আচরণ সম্পর্কে উল্লেখ করিবে না;
(৪) ইহা সম্প্রতি সংঘটিত কোন বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে;
(৫) ইহা কোন বিশেষ-অধিকার প্রশ্নের উত্থাপন করিবে না;
(৬) ইহা এমন কোন বিষয়ের আলোচনার পুনরুত্থাপন করিবে না, যাহা একই অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছে;
(৭) ইহা এমন কোন বিষয়ের আলোচনার পূর্ববর্তী হইবে না, যাহা একই অধিবেশনে আলোচিত হইবার সম্ভাবনা আছে; এবং
(৮) ইহা বাংলাদেশের যে কোন অংশের আওতাসম্পন্ন কোন আইন-আদালতের বিচারাধীন কোন বিষয় সম্পর্কিত হইবে না।

১৪৯। ট্রাইব্যুনাল, কমিশিন ইত্যাদির বিবেচনাধীন বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপনের প্রস্তাব -

বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী সংবিধিবদ্ধ যে কোন ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের বা কোন বিষয় অনুসন্ধান বা তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত যে কোন কমিশন বা তদন্ত আদালতের সামনে নিষ্পন্নের অপেক্ষায় আছে, এমন কোন বিষয়ের আলোচনা উত্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি সাধারণত দেওয়া হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকার যদি এই সম্পর্কে নিশ্চিত হন যে, উক্ত সংবিধিবদ্ধ ট্রাইব্যুনাল, কর্তৃপক্ষ, কমিশন বা তদন্ত-আদালতের বিবেচনাধীন অনুরূপ বিষয়টির বিবেচনার উপর প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে স্পীকার স্বীয় বিবেচনামতে এমন পদ্ধতি, বিষয়বস্তু বা তদন্তের স্তর সংক্রান্ত বিষয় উপস্থাপনের অনুমতি দিতে পারেন।

১৫০। প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তদানের ক্ষমতা স্পীকারের -

কোন প্রস্তাব বা উহার কোন অংশ এই বিধিসমূহ অনুসারে গ্রহণযোগ্য কিনা, সে সম্পর্কে স্পীকারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং স্পীকার এমন যে কোন প্রস্তাব বা উহার কোন অংশ বাতিল করিতে পারেন, যাহা তাঁহার মতে কোন প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকারের অপব্যবহার বা যাহার উদ্দেশ্য হইল সংসদের কাজে বাধা সৃষ্টি করা বা অনুরূপ কাজে প্রভাব বিস্তার করা, বা যাহা এই বিধিসমূহ লঙ্ঘন করিবে।

১৫১। সমার্থক প্রস্তাব -

যদি দুই বা ততোধিক সদস্যের নামে প্রকৃতপক্ষে সমার্থক একাধিক প্রস্তাব থাকে, তাহা হইলে কোন্ সদস্যের প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, তাহা স্পীকার নির্ধারণ করিবেন, এবং ফলে অন্যান্য প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৫২। একাধিকবার বক্তৃতাদানের অধিকার -

উত্তরদানের অধিকার প্রয়োগের বা এই বিধিসমূহে অন্যরূপে বর্ণিত বিধান ব্যতীত কোন প্রস্তাব সম্পর্কে কোন সদস্য স্পীকারের অনুমতি না লইয়া একাধিকবার বক্তৃতা দিবেন না।

১৫৩। উত্তরদানের অধিকার

কোন বাস্তব প্রস্তাব উত্থাপনকারী সদস্য উত্তরদানের আকারে পুনরায় তাঁহার প্রস্তাবটি সম্পর্কে বলিতে পারেন এবং কোন বেসরকারী সদস্য প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া থাকিলে প্রস্তাবকের পরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, পূর্বে বলিয়া থাকুন বা নাই বলিয়া থাকুন বলার অধিকারী হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিল বা সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের কোন সংশোধনী উত্থাপনকারী সদস্য স্পীকারের অনুমতি ব্যতীত উত্তরদানের অধিকারী হইবেন না।

১৫৪। সংশোধনী -

(১) যে বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়, সংশোধনীটি অবশ্যই সেই বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক হইতে হইবে, উহার আওতাভুক্ত হইতে হইবে।

(২) এমন কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে না, যাহা কোন না সূচক ভোটের সমতুল্য।

(৩) কোন প্রশ্নের কোন অংশের কোন সংশোধনী সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর স্পীকারের অনুমতি ব্যতীত উহার পূর্ববর্তী কোন অংশ সংশোধন করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রশ্নের কোন সংশোধনী যে কোন প্রস্তাবের একই পর্যায়ে ঐ একই প্রশ্ন সম্পর্কে প্রদত্ত পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের সঙ্গে অবশ্যই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে না।

(৫) স্পীকার এমন সংশোধনী ভোটে দিতে অস্বীকার করিতে পারেন, যাহা তিনি নগণ্য বলিয়া মনে করিবেন।

(৬) কোন প্রস্তাব সম্পর্কে এক, দুই বা ততোধিক সংশোধনী উত্থাপিত হইলে তৎসম্পর্কে সংসদের মতামত গ্রহণের পূর্বেই স্পীকার প্রস্তাবটি এবং প্রস্তাবিত সংশোধনী বা সংশোধনীসমূহ সংসদে পাঠ করিয়া শুনাইবেন।

(৭) স্পীকার অন্যরূপ অনুমতি না দিলে-

(ক) কোন প্রস্তাবের কোন সংশোধনী নোটিশ যে দিনে উক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইবে, সেই দিনের পূর্ববর্তী দিনের পরে দেওয়া যাইবে না; এবং

(খ) কোন সংশোধনীর কোন সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ যে দিনে উক্ত সংশোধনী উত্থাপিত হইবে, সেই দিনে সংসদ বৈঠকে মিলিত হইবার পূর্বে দিতে হইবে।

(৮) স্পীকার যে ক্রমে সমীচীন মনে করিবেন, সেই ক্রম-অনুসারে তিনি সংশোধনীগুলি ভোটে দিতে পারেন।

১৫৫। প্রস্তাব প্রত্যাহার -

(১) সংসদের অনুমতি না লইয়া কোন প্রস্তাব উত্থাপনকারী সদস্য তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না।

(২) স্পীকারের অনুমতি ব্যতীত প্রত্যাহারের অনুমতির অনুরোধ সম্পর্কে কোন আলোচনার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

(৩) কোন সংশোধনী প্রস্তাব করা হইয়াছে, এমন কোন প্রস্তাব প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া হইলে উক্ত সংশোধনীর প্রস্তাবক অবিলম্বে প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে উত্থাপন করিতে পারিবেন।

১৫৬। প্রস্তাবের আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দ -

স্পীকার সংসদের কাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সংসদ-নেতার পরামর্শক্রমে অনুরূপ কোন প্রস্তাবের আলোচনার জন্য কোন দিন বা দিনসমূহ বা কোন দিনের অংশ বরাদ্দ করিতে পারিবেন।

১৫৭। নির্ধারিত সময়ে প্রশ্ন ভোটে দান -

স্পীকার ক্ষেত্রমত বরাদ্দকৃত দিনে বা দিনসমূহের সর্বশেষ দিনের নির্ধারিত সময় উপনীত হইবামাত্র মূল প্রশ্ন সম্পর্কে সংসদের সিদ্ধান্ত নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি প্রশ্ন সম্পর্কে সংসদের সিদ্ধান্ত নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি প্রশ্ন ভোটে দিবেন।

১৫৮। বক্তৃতার সময়-সীমা -

স্পীকার সমীচীন মনে করিলে বক্তৃতার জন্য একটি সময়-সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৯তম অধ্যায়

মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এবং পদত্যাগকারী মন্ত্রীর বিবৃতি

১৫৯। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব -

(১) এই বিধিসমূহ সাপেক্ষে, সচিবের বরাবর অন্যূন তিন দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া যে কোন সদস্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আস্থাহীনতা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারেন।

(২) উত্থাপনীয় প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি নোটিশের সহিত সংলগ্ন করিতে হইবে এবং সচিব যথাশীঘ্র অনুরূপ নোটিশ ও প্রস্তাবের একটি করিয়া প্রতিলিপি প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিবেন এবং সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করিবেন।

(৩) (১) উপ-বিধি অনুসারে যে প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতির জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা নোটিশ-প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী প্রথম কর্ম-দিবসের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট সদস্যের নামে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৪) প্রশ্নকাল শেষ হইবার পর এবং দিনের কার্যসূচীতে প্রবেশের পূর্বে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে। তবে এই পর্যায়ে কোন বক্তৃতার অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

(৫) যদি স্পীকার মনে করেন যে, প্রস্তাবটি বিধিসম্মত এবং (১) উপ-বিধিতে বর্ণিত বিধি-বিধানের অপব্যবহার নয়, তাহা হইলে তিনি প্রস্তাবটি সংসদে পড়িয়া শুনাইবেন এবং যে সকল সদস্য অনুমতি প্রদানের পক্ষে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইবার জন্য অনুরোধ করিবেন। তদনুসারে যদি অন্যূন ত্রিশজন সদস্য দন্ডায়মান হন, তাহা হইলে স্পীকার ঘোষণা করিবেন যে, অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে এবং অনুমতি প্রার্থনা তারিখ হইতে অনধিক দশ দিনের মধ্যে তৎকর্তৃক ধার্য দিনে প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হইবে। যদি ত্রিশজনের কম-সংখ্যক সদস্য দন্ডায়মান হন, তাহা হইলে স্পীকার সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জানাইবেন যে, তিনি সংসদের অনুমতি পান নাই।

(৬) যদি (৫) উপ-বিধি অনুসারে অনুমতি মঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে সংসদের কাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া উক্ত প্রস্তাব আলোচনার জন্য স্পীকার এক বা একাধিক দিন বা দিনের অংশবিশেষ বরাদ্দ করিবেন।

(৭) ক্ষেত্রমত বরাদ্দকৃত দিনে বা অনুরূপ দিনসমূহের সর্বশেষ দিনে প্রস্তাবটির উপর সংসদে সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি প্রশ্ন স্পীকার ভোটে দিবেন।

(৮) স্পীকার সমীচীন বিবেচনা করিলে বক্তৃতার জন্য সময়-সীমা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উত্থাপন করিবার সময়ে প্রস্তাবটির উত্থাপনকারী এবং উত্তরদানকালে প্রধানমন্ত্রী বা ক্ষেত্রমত তাঁহার পক্ষ হইতে অন্য কোন মন্ত্রী স্পীকারের অনুমতিক্রমে দীর্ঘতর সময়ের জন্য বলিতে পারিবেন।

১৬০। পদত্যাগকারী মন্ত্রীর বিবৃতি -

(১) কোন পদত্যাগকারী মন্ত্রী স্পীকারের অনুমতি লইয়া তাহার পদত্যাগের কারণ বর্ণনার উদ্দেশ্যে একটি ব্যক্তিগত বিবৃতি দিতে পারেন।

(২) অনুরূপ বিবৃতির উপর কোন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইবে না। তবে উক্ত বিবৃতিদানের পর প্রধানমন্ত্রী বা তাঁহার পক্ষ হইতে অন্য কোন মন্ত্রী উক্ত বিবৃতির সহিত প্রাসঙ্গিক একটি বিবৃতি দিতে পারিবেন।

২০তম অধ্যায়
স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার অপসারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব

১৬১। স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার অপসারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব -

(১) কোন সদস্য স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অপসারণের উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা অনুসারে সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য লিখিত নোটিশ সচিবের নিকট দিতে পারেন এবং সচিব যথাশীঘ্র উক্ত নোটিশ সদস্যগণের মধ্যে প্রচার করিবেন।

(২) (১) উপ-বিধি অনুসারে যে প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতির জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সচিব নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে চৌদ্দ দিন অতিবাহিত হইবার পর সর্বপ্রথম কর্মদিবসের কার্যসূচিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যের নামে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৩) (১) উপ-বিধি অনুসারে কোন সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ধার্য দিনে উক্ত দিনের অন্য কোন কাজে প্রবেশের পূর্বেই ঐ আইটেমটি গ্রহণ করা হইবে।

(৪) এই বিধিসমূহে অন্যবিধ বিধান থাকা সত্ত্বেও, যখন স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অপসারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সংসদের বিবেচনাধীন থাকিবে, তখন ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন না।

(৫) প্রস্তাবটি যে সদস্যের নামে দিনের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকে, তিনি যদি উহা প্রত্যাহার করিতে না চান, তাহা হইলে আহুত হওয়ার পর তিনি উহা উত্থাপন করিবেন। তবে এই পর্যায়ে কোন বক্তৃতাদানের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

(৬) (১) উপ-বিধি অনুসারে যে প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনার জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছে তাহা উত্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রমতে স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার বা সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি প্রস্তাবটি সংসদে পেশ করিবেন এবং যে সকল সদস্য অনুমতি প্রদানের পক্ষে তাঁহাদেরকে স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইবার জন্য অনুরোধ করিবেন তদনুসারে যদি অন্যূন ত্রিশজন সদস্য দন্ডায়মান হন, তাহা হইলে ক্ষেত্রমতে স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার বা সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি ঘোষণা করিবেন যে, অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে এবং অনুমতি প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক পাঁচ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হইবে এবং সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আহ্বান করিবেন। যদি ত্রিশজনের কম-সংখ্যক সদস্য দন্ডায়মান হন, তাহা হইলে ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার বা সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জানাইবেন যে, তিনি সংসদের অনুমতি পান নাই।

(৭) সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি নির্ধারিত দিনের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং প্রশ্নাবলী শেষ হওয়ার পরেও উক্ত দিনের অন্য কোন কার্য শুরু করার পূর্বেই উহা বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত এইরূপ সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত বক্তৃতা পনের মিনিটের অধিক হইতে পারিবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি উত্থাপনের সময়ে উহা উত্থাপনকারী এবং ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার, যাঁহার অপসারণের জন্য সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হইয়াছে, তিনি সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির অনুমতিক্রমে দীর্ঘতর সময়ের জন্য বক্তৃতা করিতে পারিবেন।

(৯) উত্থাপিত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হইবে এবং প্রয়োজনবোধে বিভক্তি-ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

২১তম অধ্যায়

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন ও অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার অপসারণ

১৬২। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন ও অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার অপসারণের পদ্ধতি -

(১) সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসৎ আচরণের অভিযোগে ৫২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে রাষ্ট্রপতি অভিশংসন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে সংবিধানের ৫৩ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে তাঁহার অপসারণের জন্য উত্থাপনীয় প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত নোটিশ সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(২) অনুরূপ নোটিশে ক্ষেত্রমত অভিযোগের অথবা কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ থাকিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট অভিযোগ বা অসামর্থ্যের সহিত অপ্রাসঙ্গিক কোন বিবৃতি বা কটাক্ষ থাকিবে না।

(৩) অনুরূপ নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য স্পীকার এমন একটি দিন ধার্য করিবেন, যাহা নোটিশটি স্পীকারের নিকট প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর হইতে পারিবে না এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করিবেন।

(৪) অনুরূপ কোন প্রস্তাবের কোন সংশোধনী উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন। সংসদ কর্তৃক এইরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইলে সচিব সংসদের এই মর্মে গৃহীত সিদ্ধান্তের একটি প্রতিলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৬) মানসিক বা শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য সংবিধানের ৫৩ অনুচ্ছেদের অধীন কোন প্রস্তাবের নোটিশ-প্রাপ্তিমাত্র, সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে, স্পীকার সংসদের অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং একটি চিকিৎসা-পর্ষদ গঠনের প্রস্তাব আহ্বান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইবার পর স্পীকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহার সহিত এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ-জ্ঞাপন করিবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ-জ্ঞাপনের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেন পর্যদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হন।

(৭) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদানের পর হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে বা এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহ্বানের প্রয়োজন হইলে স্পীকার সংসদ আহ্বান করিবেন।

(৮) ক্ষেত্রমত অভিযোগ বা প্রস্তাব বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৯) স্পীকার নিশ্চিত হইবেন যে, এই প্রসঙ্গে সংবিধানের বিধি-বিধানে লিপিবদ্ধ শর্তাবলী পালিত হইয়াছে।

২২তম অধ্যায়

বিশেষ অধিকার

(ক) বিশেষ অধিকার-প্রশ্ন

১৬৩। বিশেষ অধিকার প্রশ্ন -

১৬৫ বিধির বিধি-বিধান সাপেক্ষে, কোন সদস্যের বা সংসদের বা সংসদের কোন কমিটির বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন হইয়াছে বলিয়া যে কোন সদস্য প্রশ্ন তুলিতে পারিবেন।

১৬৪। বিশেষ অধিকার প্রশ্নের নোটিশ -

বিশেষ অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক কোন সদস্য যেদিন অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে চাহেন, সেই দিন বৈঠক আরম্ভ হইবার দুই ঘণ্টা পূর্বে সচিবের নিকট লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিবেন। উত্থাপিত প্রশ্ন দলিলভিত্তিক হইলে অনুরূপ নোটিশের সহিত উক্ত দলিল সংলগ্ন থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকার বিষয়টিকে জরুরী মনে করিলে বৈঠক চলাকালে প্রশ্নকাল সমাপ্তির পরে যে কোন সময় তিনি বিশেষ অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপনের অনুমতি দিতে পারিবেন।

১৬৫। বিশেষ অধিকার প্রশ্ন উত্থাপনের শর্তাবলী -

বিশেষ অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, যথা ঃ

(১) কোন সদস্য এক বৈঠকে অনুরূপ একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন না ;
(২) প্রশ্নটি সম্প্রতি সংঘটিত কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং তাহা প্রথম সুযোগেই উত্থাপন করিতে হইবে ;
(৩) অনুমতি প্রদানের পর একই বৈঠকে একাধিক প্রশ্ন আলোচিত হইতে পারিবে না ;
(৪) বিষয়টি সংসদের হস্তক্ষেপের উপযোগী হইবে ; এবং
(৫) প্রশ্নটি রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত আচরণের বা বিচার বিভাগীয় কর্তব্য পালনরত কোন আইন-আদালতের প্রতি কটাক্ষ থাকিবে না।

১৬৬। বিশেষ অধিকার প্রশ্ন উত্থাপনের পদ্ধতি -

(১) যদি স্পীকার মনে করেন যে, আলোচনার জন্য প্রস্তাবিত বিষয়টি বিধিসম্মত তাহা হইলে প্রশ্নকাল শেষ হওয়ার পর এবং দিনের কার্যসূচীতে প্রবেশের পূর্বে স্পীকার সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আহ্বান করিবেন এবং তিনি তাঁহার নিজের জায়গায় উঠিয়া দাঁড়াইবেন, এবং বিশেষ অধিকারের প্রশ্নটি উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনার সময়ে প্রশ্নটির সহিত প্রাসঙ্গিক একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিবেন।

(২) কেহ অনুমতিদানের বিরোধিতা করিলে স্পীকার অনুমতি মঞ্জুরীর পক্ষ-সমর্থনকারী সদস্যদিগকে স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইবার জন্য অনুরোধ করিবেন, এবং অনুরূপ অনুরোধক্রমে অন্যূন পনেরজন সদস্য দাঁড়াইলে স্পীকার ঘোষণা করিবেন যে, অনুমতি মঞ্জুর করা হইয়াছে। পনেরজন অপেক্ষা কম সদস্য দাঁড়াইলে স্পীকার সদস্যকে জানাইবেন যে, সদস্য সংসদের অনুমতি পান নাই।

(৩) আলোচনার জন্য প্রস্তাবিত বিষয়টি বিধিসম্মত নহে বলিয়া স্পীকার মনে করিলে তিনি প্রয়োজনবোধে বিশেষ অধিকার-প্রশ্নের নোটিশটি পড়িয়া শুনাইতে পারিবেন এবং বলিতে পারিবেন যে, বিশেষ অধিকার প্রশ্নের নোটিশটি বিধিসম্মত নহে বলিয়া তিনি মনে করেন।

১৬৭। বিশেষ অধিকার-প্রশ্নের গুরুত্ব -

বিশেষ অধিকার-প্রশ্ন অন্যান্য প্রস্তাবের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে

১৬৮। সংসদ কর্তৃক বিবেচনা বা বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ -

অনুমতি মঞ্জুর হইলে সংসদ বিশেষ অধিকার-প্রশ্নটি বিবেচনা করিতে পারিবেন, কিংবা বিশেষ অধিকার-প্রশ্ন উত্থাপনকারী সদস্য বা অন্য কোন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবক্রমে প্রশ্নটিকে বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নিকট প্রেরণ করা যাইতে পারিবে।

১৬৯। স্পীকার কর্তৃক বিশেষ অধিকার-প্রশ্ন বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ -

এই বিধিসমূহ সত্ত্বেও স্পীকার বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত যে কোন প্রশ্ন পরীক্ষা করা, তদন্ত করা এবং রিপোর্টদানের জন্য বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

১৭০। স্পীকার কর্তৃক নির্দেশদানের ক্ষমতা -

স্পীকার বিশেষ অধিকার কমিটিতে অথবা সংসদের বিবেচনাধীন বিশেষ অধিকার প্রশ্নের সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়ে অনুসরণীয় পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশদান করিতে পারিবেন।

১৭১। কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার অগ্রাধিকার -

"কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক"-মর্মের কোন প্রস্তাবকে অনুরূপ বিশেষ অধিকারের মত অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে এবং রিপোর্ট বিবেচনার জন্য তারিখ নির্ধারিত হইলে সেই তারিখেও বিশেষ অধিকারের মত উক্ত রিপোর্টকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১৭২। কোন সদস্যের গ্রেপ্তার, আটক ইত্যাদি বিষয় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক স্পীকারকে জ্ঞাতকরণ -

কোন সদস্য ফৌজদারী অভিযোগে বা অপরাধে গ্রেপ্তার হইলে কিংবা কোন আদালত কর্তৃক কারাদ- দ-িত হইলে বা কোন নির্বাহী আদেশক্রমে আটক হইলে ক্ষেত্রমত গ্রেপ্তারকারী বা দন্ডদানকারী বা আটককারী কর্তৃপক্ষ বা জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ তৃতীয় তফসিলে প্রদত্ত যথাযথ ফরমে অনুরূপ গ্রেপ্তার, দ-াজ্ঞা বা আটকের কারণ বর্ণনাপূর্বক অবিলম্বে অনুরূপ ঘটনা স্পীকারকে জানাইবেন।

১৭৩। কোন সদস্যের মুক্তির বিষয় স্পীকারকে জ্ঞাতকরণ -

কোন সদস্য গ্রেপ্তার হইয়া দ-প্রাপ্তির পর আপীলের বিবেচনা সাপেক্ষে জামিনে মুক্ত হইলে বা অন্যভাবে মুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুরূপ ঘটনাও তৃতীয় তফসিলে প্রদত্ত যথাযথ ফরমে স্পীকারকে জানাইবেন।

১৭৪। সংসদের সীমার মধ্যে গ্রেপ্তার -

স্পীকারের অনুমতি ব্যতিরেকে সংসদের সীমার মধ্যে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইবে না।

১৭৫। পরোয়ানা জারী -

স্পীকারের অনুমতি ব্যতিরেকে সংসদের সীমার মধ্যে কোনরূপ দেওয়ানী বা ফৌজদারী পরোয়ানা জারী করা হইবে না।

১৭৬। ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখের নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্র সম্বন্ধে করণীয় -

১৭২ বা ১৭৩ বিধি মোতাবেক পত্র পাইবার পর স্পীকার যথাশীঘ্র সংসদ অধিবেশনে থাকিলে সংসদে তাহা পাঠ করিবেন, কিংবা সংসদের অধিবেশন না চলিলে সদস্যদিগের অবগতির জন্য তাহা প্রচার করার নির্দেশ দিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্যের জামিনে বা আপীলে খালাস হওয়ার সংবাদ যদি মূল গ্রেপ্তার সংসদকে জ্ঞাপনের পূর্বে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনুরূপ গ্রেফতার বা পরবর্তী মুক্তি বা খালাসের সংবাদ স্পীকার সংসদকে না জানাইলেও চলিবে।

২৩তম অধ্যায়
সংসদের আসন হইতে পদত্যাগ এবং উহার শূন্যতা

১৭৭। সংসদের আসন হইতে পদত্যাগ -

(১) সংসদের আসন হইতে পদত্যাগ করিতে ইচ্ছুক কোন সদস্য এই মর্মে স্পীকারকে সম্বোধন করিয়া স্বহস্তে লিখিতভাবে জ্ঞাপন করিবেন যে, তিনি তাঁহার আসন হইতে পদত্যাগ করিতে ইচ্ছুক, এবং তিনি পদত্যাগের জন্য কোন কারণ দর্শাইবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্য যদি কোন কারণ জ্ঞাপন করেন, অথবা অপ্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ের অবতারণা করেন, তাহা হইলে স্পীকার স্বীয় বিবেচনামতে অনুরূপ শব্দ বা বাক্যাংশকে বাদ দিতে পারিবেন এবং উহা সংসদে পাঠ করিয়া শুনান হইবে না।

(২) স্পীকার অথবা যদি স্পীকারের পদ শূন্য থাকে, অথবা যদি তিনি কোনও কারণে তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তাহা হইলে ডেপুটি স্পীকার কর্তৃক উক্ত পত্র প্রাপ্তির সময় হইতে সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে পদত্যাগ কার্যকর হইবে এবং সদস্যের আসন শূন্য হইবে।

১৭৮। নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ এবং আসন শূন্য হওয়া -

(১) নির্বাচনের পর কোন সদস্য সম্বন্ধে যদি এমন বিরোধ দেখা যায় যে, ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতাগুলির কোন একটির কারণে তিনি অযোগ্য বিবেচিত হইবেন কিনা, অথবা সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁহার আসন শূন্য হইবে কিনা, তাহা হইলে স্পীকার উক্ত বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবেন।

(২) যদি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত এই হয় যে, উক্ত সদস্য অযোগ্য হইয়াছেন, অথবা তাঁহার আসন শূন্য করা উচিত, তাহা হইলে তিনি আর সদস্য থাকিবেন না।

(৩) যদি কোন সদস্য তাঁহার আসন হইতে পদত্যাগ করেন, কিংবা সংসদের অনুমতি না লইয়া একাধিক্রমে নব্বই দিন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, কিংবা সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদের (১) (ক) দফায় উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শপথগ্রহণ করিতে ও শপথ-পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিতে ব্যর্থ হন, কিংবা অন্য কোনওভাবে সদস্য না থাকেন, তাহা হইলে সংসদ অধিবেশনে থাকিলে স্পীকার উহা সংসদের গোচরে আনিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ অধিবেশনে না থাকিলে পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্পীকার সংসদকে জানাইবেন যে, অধিবেশন মধ্যবর্তী সময়ে উক্ত সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন বা সদস্যপদ হারাইয়াছেন।

(৪) যদি কোন সদস্যের আসন শূন্য হয়, তাহা হইলে সচিব এই মর্মে গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাইবেন এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যকে বিজ্ঞপ্তির একটি প্রতিলিপি পাঠাইবেন এবং নির্বাচন কমিশনকেও বিষয়টি জানাইবেন, যাহাতে তাঁহার শূন্য পদটি পূরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

২৪তম অধ্যায়

সংসদে অনুপস্থিতির অনুমতি

১৭৯। অনুপস্থিতির জন্য আবেদন -

(১) একাধিক্রমে নব্বই দিন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকার জন্য সংসদের অনুমতি লাভ করিতে ইচ্ছুক কোন সদস্য তাঁহার অনুপস্থিতির আরম্ভ ও সমাপ্তির তারিখ এবং উহার কারণ দর্শাইয়া স্পীকারের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন সময়ে আবেদনকৃত অনুপস্থিতির মেয়াদ নব্বই দিনের অধিক হইবে না।

(২) অনুরূপ আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর স্পীকার তাহা সংসদে পাঠ করিয়া শুনাইবেন এবং বিতর্ক ব্যতিরেকে প্রশ্নটিকে এই মর্মে ভোটে দিবেন যে, ছুটি মঞ্জুর করা হউক।

(৩) কোন সদস্যকে এই ধরণের আবেদনপত্র প্রেরণ করা হইতে বিরত করা হইলে বা তিনি উহা করিতে অক্ষম হইলে অন্য কোন সদস্যের প্রস্তাবক্রমে সংসদ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিসমূহ মোতাবেক সংসদ কোন সদস্যকে ছুটি মঞ্জুর করিলে তিনি অনুরূপ ছুটির মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বে স্পীকারকে জ্ঞাত করাইয়া সংসদের বৈঠকে যোগদান করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে যোগদানের পরবর্তী অবশিষ্ট মেয়াদের ছুটি বাতিল বিবেচিত হইবে।

(৪) সচিব যথাশীঘ্র সংসদের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জানাইবেন।

১৮০। হাজিরা বহি -

সচিব প্রত্যেক বৈঠকে প্রত্যেক সদস্যের উপস্থিতি নির্ধারণের জন্য একটি বহি রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন এবং উহা সদস্যগণ কর্তৃক পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকিবে।

২৫তম অধ্যায়

সংসদের গোপন বৈঠক

১৮১। সংসদের গোপন বৈঠক -

(১) সংসদ-নেতার অনুরোধক্রমে স্পীকার সংসদের গোপন বৈঠকের জন্য যে কোন দিন বা দিনের অংশ ধার্য করিতে পারিবেন।

(২) যখন সংসদ গোপন বৈঠকে মিলিত হইবে, তখন কোন আগন্তুক কক্ষ, লবি কিংবা গ্যালারীতে প্রবেশের অনুমতি পাইবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকারের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কক্ষ, লবি অথবা গ্যালারীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

১৮২। কার্যাবলীর বিবরণী

স্পীকার তাঁহার স্বীয় বিবেচনা মতে উক্ত গোপন বৈঠকের কার্যাবলীর বিবরণী প্রকাশ করিতে পারিবেন; কিন্তু উপস্থিত অন্য কোন ব্যক্তি কার্যাবলী অথবা গোপন বৈঠকের কোনও সিদ্ধান্তের আংশিক অথবা পূর্ণ রেকর্ড অথবা নোট রাখিতে পারিবেন না, বিবরণী প্রকাশ করিবেন না, কিংবা উহা বর্ণনা করিতে পারিবেন না।

১৮৩। অন্যান্য নিয়মাবলী -

স্পীকারের প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী গোপন বৈঠক সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মাবলী নির্ধারিত হইবে।

১৮৪। গোপনীয়তার বাধা তুলিয়া দেওয়া -

(১) যখন ইহা বিবেচিত হইবে যে, গোপন বৈঠকের কার্যাবলী সংক্রান্ত গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া গিয়াছে, তখন স্পীকারের অনুমতিক্রমে সংসদ-নেতা বা তাঁহার দ্বারা অনুমোদিত কোন সদস্য এই মর্মে প্রস্তাব উঠাইবেন যে, গোপন বৈঠককালীন সংসদ-কার্যাবলী আর গোপন থাকা উচিত নয়।

(২) (১) উপ-বিধি অনুযায়ী আনীত প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হইলে সচিব গোপন বৈঠকের কার্যাবলীর একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং স্পীকার যেরূপ নির্দেশ দেন, অনুরূপভাবে বা আকারে উহা যথাশীঘ্র প্রকাশ করিবেন।

১৮৫। কার্যাবলী অথবা সিদ্ধান্ত প্রকাশ -

১৮৪ বিধির বিধি-বিধান সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি কোনভাবে যদি গোপন বৈঠকের কার্যাবলী অথবা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহা সংসদের বিশেষ অধিকারের গুরুতর লংঘন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৬তম অধ্যায়
বিধি-সংশোধনের পদ্ধতি

১৮৬। বিধিসমূহের সংশোধন

(১) স্পীকার অন্যতর নির্দেশ না দিলে এই বিধিসমূহ সংশোধনকল্পে অনুমতি প্রার্থনাকারী প্রস্তাবের জন্য অন্যূন পূর্ণ পনের দিনের নোটিশ দিতে হইবে এবং নোটিশের সহিত প্রস্তাবিত সংশোধনীর প্রতিলিপি থাকিবে।

(২) সংসদ অধিবেশন চলাকালে এই বিধির (১) উপ-বিধির অধীনে নোটিশের মেয়াদ সমাপ্ত হইবার সাত দিনের মধ্যে কিংবা স্পীকার যেরূপ নির্দেশ দান করিবেন সেভাবে অধিবেশন আরম্ভ হইবার পর সাত দিনের মধ্যে প্রস্তাবটি দিনের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) প্রস্তাবটি অনুরূপভাবে অন্তর্ভুক্ত হইবার পর স্পীকার প্রস্তাবিত সংশোধনীটি সংসদে পাঠ করিয়া শুনাইবেন এবং জানিতে চাহিবেন যে, সংসদ-সদস্যকে অনুমতি মঞ্জুর করিতেছেন কিনা। কেহ আপত্তি করিলে অনুমতিদানের পক্ষে থাকিতে পারেন, এমন সদস্যদিগকে স্পীকার স্ব স্ব আসন হইতে দাঁড়াইতে বলিবেন, এবং অন্যূন পনের জন সদস্য অনুরূপভাবে দন্ডায়মান না হইলে তিনি ঘোষণা করিবেন যে, সদস্য সংসদের অনুমতি লাভ করেন নাই; কিংবা কেহ আপত্তি না করিলে বা অনুরূপ-সংখ্যক সদস্য অনুরূপভাবে দন্ডায়মান হইলে স্পীকার ঘোষণা করিবেন যে, সদস্য সংসদের অনুমতি লাভ করিয়াছেন।

(৪) (ক) (৩) উপ-বিধি মোতাবেক কোন সদস্য সংসদের অনুমতি লাভ করিলে তিনি প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে, প্রস্তাবিত সংশোধনীটিকে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হউক, এবং তখন অন্য যে কোন সদস্য সংশোধনী হিসাবে প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে, প্রস্তাবিত সংশোধনীটিকে কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নিকট প্রেরণ করা হউক। বিবেচনা সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হইলে প্রস্তাবিত সংশোধনীটিকে সিদ্ধান্তের জন্য অবিলম্বে সংসদের ভোটে দেওয়া হইবে।

(খ) প্রস্তাবিত সংশোধনীটিকে কমিটির নিকট প্রেরণ সম্পর্কিত সংশোধনীটি গৃহীত হইলে বিষয়টি কমিটিতে প্রেরিত হইবে।

(৫) প্রস্তাবিত সংশোধনীটি কমিটিতে প্রেরিত হইলে কমিটিতে প্রেরিত বিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতি যতদূর সম্ভব সংশোধনীটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে; তবে প্রয়োজনবোধে স্পীকার এই ব্যবস্থায় কিছুটা তারতম্য করিতে পারিবেন।

(৬) কোন বিধি বা বিধির কোন সংশোধনী গৃহীত হইলে তাহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

২৭তম অধ্যায়
কমিটি নিয়ন্ত্রণকারী বিধিসমূহ
(ক) সাধারণ

১৮৭। কমিটি -

অন্যতর প্রসঙ্গে প্রয়োজন ব্যতিরেকে এই অধ্যায়ে উল্লিখিত "কমিটি" বলিতে ২ বিধির (১) (গ) উপ-বিধিতে বর্ণিত "কমিটি"-কে বুঝাইবে।

১৮৮। কমিটি নিয়োগ

(১) সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যগণ নিযুক্ত হইবেন।

(২) এমন কোন সদস্য কমিটিতে নিযুক্ত হইবেন না, যাহার ব্যক্তিগত, আর্থিক ও প্রত্যক্ষ স্বার্থ কমিটিতে বিবেচিত হইতে পারে এমন বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। কিংবা কোন কমিটিতে কাজ করিতে অনিচ্ছুক সদস্যকেও অনুরূপ কমিটিতে লওয়া যাইবে না। প্রস্তাবককে অবশ্যই জানিয়া লইতে হইবে যে, তিনি যে সদস্যের নাম প্রস্তাব করিবেন, সেই সদস্য অনুরূপ কমিটিতে কাজ করিতে রাজী আছেন।

ব্যাখ্যা। – এই উপ-বিধিতে সদস্যের স্বার্থ বলিতে প্রত্যক্ষ, ব্যক্তিগত বা আর্থিক স্বার্থ বুঝাইবে এবং এমন কোন ব্যক্তি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হইবেন না, যাঁহার অন্তর্ভুক্তিতে আপত্তি রহিয়াছে এবং যাঁহার অন্তর্ভুক্তি সাধারণভাবে জনস্বার্থের অনুকূলে নয়, অথবা কোন শ্রেণী বিশেষ অথবা উহার অংশের পরিপন্থী, অথবা রাষ্ট্রীয় নীতি অনুযায়ী যাঁহার অন্তর্ভুক্তিতে আপত্তি রহিয়াছে।

(৩) সংসদ প্রস্তাবের মাধ্যমে নিয়োগ দ্বারা কোন কমিটির নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণ করিবেন এবং শূন্যপদ পূরণ করিবার জন্য অনুরূপভাবে নিযুক্ত সদস্য মেয়াদের সেই অবশিষ্ট সময়ের জন্য পদাধিকারী থাকিবেন, যে সময় তাঁহার পূর্ববর্তী সদস্য পদাধিকারী থাকিতেন।

১৮৯। কমিটির মেয়াদ

(১) এতদুদ্দেশ্যে সংবিধানের বিধি-বিধান সাপেক্ষে কোন বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি, অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন হেতু সংসদ কর্তৃক গঠিত কোন বিশেষ কমিটি ব্যতিরেকে, কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজন বোধে সংসদ কর্তৃক কমিটি পুনর্গঠিত হইবে।

(২) এই বিধিসমূহের অধীনে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত কমিটি, এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত বিধির অন্য কোন বিধান-সাপেক্ষে, স্পীকার দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদের জন্য অথবা নুতন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই কমিটি কাজ করিবেন।

১৯০। কমিটি হইতে পদত্যাগ -

স্পীকারকে সম্বোধন করিয়া স্বহস্তে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে কোন সদস্য কমিটির আসন হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

১৯১। কমিটির সভাপতি

(১) সংসদ পূর্ব হইতে মনোনীত না করিয়া থাকিলে কমিটির সদস্যগণ তাহাদিগের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করিবেন।

(২) সভাপতি যদি আর কমিটির সদস্য না থাকেন, যদি কমিটির কোন বৈঠক হইতে অনুপস্থিত থাকেন, কিংবা অন্য কোন কারণে তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তাহা হইলে কমিটি অপর কোন সদস্যকে উক্ত বৈঠকের সভাপতি নির্বাচিত করিবেন।

১৯২। কোরাম -

(১) কমিটির বৈঠকের জন্য উক্ত কমিটির মোট সদস্য-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের যতদূর কাছাকাছি হয় এমন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

(২) কমিটির বৈঠকের জন্য নির্ধারিত তারিখে, অথবা বৈঠক চলাকালীন কোন সময়ে যদি কোরাম না থাকে, তাহা হইলে উক্ত কমিটির সভাপতি কোরাম না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন, নতুবা ভবিষ্যতে অন্য কোন দিন পর্যন্ত মুলতবি করিবেন।

(৩) (২) উপ-বিধি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত দুই দিনে পর পর বৈঠক মুলতবি করিতে হইলে সভাপতি বিষয়টি সংসদের গোচরে আনিবেন।

১৯৩। কমিটির বৈঠকে অনুপস্থিতির জন্য কর্মচ্যুতি -

কমিটির অনুমতি ব্যতিরেকে কোন সদস্য যদি পর পর দুই বা ততোধিক বৈঠক হইতে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে উক্ত সদস্যকে কমিটি হইতে পদচ্যুত করিবার জন্য সংসদে প্রস্তাব আনয়ন করা যাইতে পারে।

১৯৪। কমিটিতে ভোটগ্রহণ

উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদিগের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিটির বৈঠকে সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

১৯৫। সভাপতির নির্ণায়ক ভোট -

কোন প্রশ্নের সম-সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতি অথবা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তি একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোটদান করিতে পারিবেন।

১৯৬। সাব-কমিটি নিয়োগের ক্ষমতা -

(১) কমিটি উহাতে প্রেরিত কোন বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য মূল কমিটির ক্ষমতাসম্পন্ন এক বা একাধিক সাব-কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং এই সকল সাব-কমিটির রিপোর্ট মূল কমিটির কোন বৈঠকে অনুমোদন লাভ করিয়া থাকিলে মূল কমিটির রিপোর্ট হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) সাব-কমিটিতে প্রেরিত নির্দেশনামায় পরীক্ষনীয় প্রশ্ন সম্পর্কিত বিষয় অথবা বিষয়াদি পরিস্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। মূল কমিটি সাব-কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিবেন।

১৯৭। কমিটির বৈঠক -

সভাপতি যেরূপ নির্ধারণ করিয়া দিবেন, অনুরূপ দিবস ও সময়ে কমিটির বৈঠক বসিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির সভাপতি ঐ সময়ে উপস্থিত না থাকিলে, সচিব দিন ও ক্ষণ ধার্য করিয়া দিতে পারিবেন ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, বিল সম্পর্কিত কোন বাছাই কমিটির সভাপতি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত না থাকিলে সচিব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সহিত পরামর্শক্রমে দিন ও ক্ষণ ধার্য করিয়া দিবেন।

১৯৮। সংসদ চলাকালে কমিটির বৈঠক -

সংসদ চলাকালে কোন কমিটির বৈঠক চলিতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদে বিভক্তি-ভোটের প্রয়োজনে কমিটির সভাপতি ঠিক তদ্রুপ সময়ের জন্য উক্ত কমিটির কার্যাবলী স্থগিত রাখিবেন, যে সময় তিনি মনে করেন সদস্যগণ বিভক্তি-ভোটে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৯৯। একান্ত পরিবেশে কমিটির বৈঠক -

কমিটির বৈঠক একান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

২০০। বৈঠকের স্থান -

সংসদের সীমার মধ্যে কমিটির বৈঠক বসিবে, এবং সংসদের বাহিরে কোন স্থানে কমিটির বৈঠক বসাইবার প্রয়োজন বোধ হইলে বিষয়টি স্পীকারের গোচরে আনা হইবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে।

২০১। কমিটির কার্য-কালে সকল আগন্তুকের প্রস্থান -

কমিটি কাজ শুরু করিলে কমিটির সদস্য এবং সংসদ সচিবালয়ের অফিসারবৃন্দ ছাড়া অন্য সকলে ঐ স্থান ত্যাগ করিবেন।

২০২। দলিল চাহিয়া পাঠান ও সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা -

(১) সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্দেশ অনুযায়ী কোন সাক্ষীকে ডাকা যাইবে এবং তিনি কমিটিতে প্রয়োজনীয় সকল দলিল দাখিল করিবেন।

(২) কমিটি স্বীয় বিবেচনায়, প্রদত্ত যে কোন সাক্ষ্য-বিষয়কে গোপনীয় অথবা একান্ত বিবেচনা করিতে পারিবেন।

(৩) কমিটির অনুমোদন না লইয়া কমিটিতে পেশ করা হইয়াছে, এমন কোন দলিল ফেরৎ লওয়া চলিবে না, অথবা উহার পরিবর্তন করা চলিবে না।

২০৩। রেকর্ড, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইবার ক্ষমতা -

রেকর্ড, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইবার ক্ষমতা কমিটির থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য অথবা প্রদত্ত কোন দলিল কমিটির কাজে প্রয়োজনীয় কিনা অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বিষয়টি স্পীকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থ বিঘ্নিত হইতে পারে এই কারণে সরকার কোন দলিল পেশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন।

২০৪। শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সাক্ষ্যদান -

(১) কমিটি আহুত সাক্ষীকে শপথ দান করিতে পারিবেন।

(২) শপথ নিম্নরূপ হইবে ঃ

'আমি, ... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব তাহা সর্বৈব সত্য; এবং আমি কোন বিষয় গোপন করিব না; এবং আমার সাক্ষ্যের কোন অংশ অসত্য হইবে না।'

২০৫। সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার পদ্ধতি -

কমিটিতে উপস্থিত সাক্ষীর সাক্ষ্য নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হইবে ঃ

(১) সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে কোন সাক্ষীকে উপস্থিত করিবার পূর্বে কমিটি সাক্ষ্যদানের পদ্ধতি এবং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে এমন প্রশ্নাদির প্রকৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।
(২) এই বিধির (১) উপ-বিধিতে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী সভাপতি প্রথমে সাক্ষীকে এমন সব প্রশ্ন অথবা প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন, যাহা তাঁহার বিবেচনায় পরীক্ষণীয় বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত মনে হইবে।
(৩) সভাপতি কমিটির অন্যান্য সদস্যকে এক এক করিয়া অন্য সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।
(৪) পেশ করা হয় নাই এই ধরনের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় পেশ করিবার জন্য সাক্ষীকে নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সাক্ষীর বিবেচনামতে কমিটির গোচরে আনা প্রয়োজনীয় এমন বিষয়গুলিও পেশ করা যাইবে।
(৫) কমিটি শ্রুত সাক্ষ্যের কার্য-বিবরণীর একটি হুবহু রেকর্ড রক্ষা করিবেন।
(৬) কমিটির সকল সদস্যকে উক্ত কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য সরবরাহ করা যাইবে।

২০৬। কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের রেকর্ড -

কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের একটি রেকর্ড রাখা হইবে এবং সভাপতির নির্দেশক্রমে উহা সদস্যদিগকে সরবরাহ করা হইবে।

২০৭। গোপনীয় বিবেচিত হইবে এমন সাক্ষ্য, রিপোর্ট ও কার্যবালী -

(১) কমিটি এইরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, সম্পূর্ণ সাক্ষ্য বিষয় অথবা উহার অংশ, অথবা উহার সারাংশ সংসদে পেশ করা হউক।

(২) স্পীকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি সংসদে পেশ করা হয় নাই, মৌখিক অথবা লিখিতভাবে প্রদত্ত সাক্ষ্যের এমন কোন অংশ, অন্য রিপোর্ট, অথবা কমিটির কার্যাবলীর অন্যান্য বিবরণ পরিদর্শন করিতে পরিবেন না।

(৩) কমিটির কোন সদস্য, অথবা অপর কোন ব্যক্তি সংসদে পেশ না হওয়া পর্যন্ত কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্বীয় বিবেচনামতে স্পীকার এমন নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদে পেশের পূর্বে অনুরূপ সাক্ষ্য কেবল মাত্র সদস্যদের জন্য গোপনে সরবরাহ করা হউক।

২০৮। বিশেষ রিপোর্ট -

কমিটির বিবেচনাধীনে রহিয়াছে এমন বিষয়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হইলে, কিংবা উহার আওতাধীন না হইলে, কিংবা আনুষঙ্গিকভাবে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলেও কমিটি যদি মনে করেন যে, উহার কার্যকালের সময় এমন সকল বিষয়ের উদ্ভব হইয়াছে বা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা সংসদের গোচরীভূত হওয়া প্রয়োজন, অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিটি বিশেষ রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

২০৯। কমিটির রিপোর্ট -

(১) যেসব ক্ষেত্রে সংসদ কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট পেশের সময়সীমা নির্ধারণ করেন নাই, সেইসব ক্ষেত্রে, যে তারিখে কমিটির নিকট বিষয়টি প্রেরণ করা হইয়াছিল, সেই তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ যেকোন সময় কোন প্রস্তাব-সাপেক্ষে এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারেন যে, কমিটির রিপোর্ট প্রদানের শেষ তারিখ উক্ত প্রস্তাবে উল্লিখিত দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা হউক।

(২) রিপোর্ট প্রাথমিক অথবা চূড়ান্ত হইতে পারে।

(৩) সভাপতি কমিটির পক্ষ হইতে উক্ত কমিটির রিপোর্ট সই করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে, কিংবা যথাসময়ে তাঁহাকে না পাওয়া গেলে, কমিটি উহার পক্ষ হইতে রিপোর্ট সই করিবার জন্য অপর কোন সদস্যকে নির্বাচিত করিবেন।

২১০। পেশের পূর্বে সরকারের নিকট রিপোর্ট সরবরাহকরণ -

যথাযথ মনে করিলে, সংসদে পেশের পূর্বে কমিটি রিপোর্টের যে কোন অংশ সরকারকে সরবরাহ করিতে পারিবেন। সংসদে পেশ করিবার পূর্ব পর্যন্ত অনুরূপ রিপোর্ট গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২১১। রিপোর্ট পেশ

(১) কোন কমিটির সভপতি বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে কমিটির যে কোন সদস্য রিপোর্ট পেশ করিবেন।

(২) রিপোর্ট পেশ করার সময়ে সভাপতি বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে রিপোর্ট পেশকারী সদস্য কোন মন্তব্য করিতে চাহিলে, তাঁহার বক্তব্য একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। তবে এই পর্যায়ে উক্ত বিবৃতি সম্পর্কে কোন বিতর্ক হইবে না।

২১২। সংসদে রিপোর্ট পেশ করার পূর্বে ইহার মুদ্রণ, প্রকাশন বা প্রচার -

কমিটির কোন রিপোর্ট সংসদে পেশ করা না হইলেও স্পীকার যদি এই মর্মে কোন অনুরোধ পান এবং সংসদ যদি অধিবেশনে না থাকে, তাহা হইলে তিনি উক্ত রিপোর্ট মুদ্রণ, প্রকাশন বা প্রচারের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। এইরূপ ক্ষেত্রে রিপোর্টটি সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে প্রথম সুবিধাজনক সুযোগেই পেশ করা হইবে।

২১৩। কমিটির নিজস্ব কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা -

(১) কোন কমিটির ইহার নিজস্ব কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) কমিটি প্রয়োজন বোধে স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।]

২১৪। স্পীকারের নির্দেশদান ক্ষমতা -

কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিষয় বা অন্য কোন ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ দেখা দিলে সভাপতি সমীচীন মনে করিলে, বিষয়টি মীমাংসার জন্য স্পীকারের কাছে পেশ করিতে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

২১৫। সংসদ মুলতবির কারণে কমিটির হাতের কাজ তামাদি না হওয়া -

কোন কমিটির সম্মুখে বিবেচনাধীন কোন কার্য কেবলমাত্র সংসদ মুলতবি ঘোষিত হইবার কারণেই তামাদি হইবে না এবং অনুরূপ মুলতবি সত্ত্বেও কমিটি উহার কাজ চালাইয়া যাইতে থাকিবে।

২১৬। কমিটির অসমাপ্ত কাজ -

কোন কমিটি উহার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে বা সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্বে উহার কাজ শেষ করিতে অক্ষম হইলে উক্ত কমিটি সংসদকে জানাইতে পারেন যে, কমিটি উহার কাজ শেষ করিতে পারে নাই। অনুরূপ কমিটি প্রাথমিক কোন রিপোর্ট স্মারকলিপি বা নোট প্রস্তুত করিয়া থাকিলে বা কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া থাকিলে উহা নতুন কমিটিকে দেওয়া হইবে।

২১৭। কমিটির ক্ষেত্রে সাধারণ বিধির প্রযোজ্যতা -

যেসব বিষয়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট কমিটি সংক্রান্ত বিধিতে বিশেষ বিধান করা হইয়াছে, সেই সব বিষয় ব্যতীত এই অধ্যায়ে বর্ণিত সাধারণ বিধিগুলি সকল কমিটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে এবং কোন কমিটি সংক্রান্ত বিশেষ বিধানসমূহের কোন বিধান সাধারণ বিধির সঙ্গে পরস্পর-বিরোধী হইলে প্রথমোক্ত বিধি প্রযোজ্য হইবে।

২১৮। সচিব পদাধিকার-বলে কমিটির সচিব হইবেন অথবা সচিব কর্তৃক ক্ষমতা প্রদান

(১) সচিব পদাধিকার-বলে সংসদের প্রত্যেক কমিটির সচিব থাকিবেন।

(২) সচিব সচিবালয়ের যে-কোন অফিসারকে তৎকর্তৃক নির্দেশিত কর্তব্য পালনের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন।

(খ) কার্য উপদেষ্টা কমিটি

২১৯। কার্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন -

স্পীকারসহ অনধিক পনেরজন সদস্যের সমন্বয়ে কার্য উপদেষ্টা কমিটি নামে অভিহিত একটি কমিটি স্পীকার মনোনীত করিতে পারিবেন এবং স্পীকার উক্ত কমিটির সভাপতি হইবেন।

২২০। কমিটির কাজ -

(১) সংসদ-নেতার সহিত পরামর্শক্রমে যে সকল সরকারী বিল বা অন্যান্য কার্য কমিটিতে প্রেরণ করিবার জন্য স্পীকার নির্দেশ দিবেন সেই সকল বিল ও অন্যান্য কার্যের স্তর বা স্তরসমূহের আলোচনার জন্য কি পরিমাণ সময় বরাদ্দ করা উচিত, সেই সম্পর্কে সুপারিশ করা হইবে এই কমিটির কাজ।

(২) অনুরূপ বিল বা অন্য কোন বিষয়ের বিভিন্ন স্তরের আলোচনা যে যে সময়ে শেষ করিতে হইবে প্রস্তাবিত সময়-সূচীতে উহা উল্লেখ করার ক্ষমতাও কমিটির থাকিবে।

(৩) এতদ্ব্যতীত স্পীকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত কার্যও এই কমিটির কার্য বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।-এই বিধিতে উল্লেখিত 'অন্যান্য কার্য' অর্থ হইল এই বিধিসমূহে বর্ণিত বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব ব্যতীত অন্যান্য কার্য।

২২১। সময় বরাদ্দ আদেশ ঘোষণা -

এই কমিটি কর্তৃক স্থিরীকৃত বিল বা অন্যান্য কার্য সম্পর্কিত সময়-সূচী বুলেটিনে প্রকাশ করা হইবে ঃ
তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকার সংসদের মতামত লইয়া এই সময়-সূচীতে প্রয়োজনীয় রদ-বদল করিতে পারিবেন।

(গ) বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি

২২২। বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি গঠন -

(১) বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের জন্য অনধিক দশজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি থাকিবে।

(২) সংসদ প্রস্তাবের মাধ্যমে উক্ত কমিটি নিয়োগ করিবেন।

২২৩। কমিটির কাজ -

(১) এই কমিটির কাজ হইবে-

(ক) কোন বেসরকারী সদস্য কর্তৃক সংবিধান সংশোধনকল্পে কোন বিল উত্থাপনের নোটিশ দেওয়া হইলে, উহা উত্থাপনের অনুমতি সম্পর্কিত প্রস্তাব দিনের কার্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করার পূর্বে অনুরূপ প্রত্যেকটি বিল পরীক্ষা করা;

(খ) সংসদে উত্থাপনের পর এবং সংসদে বিবেচনার্থে গ্রহণের পূর্বে বেসরকারী সদস্যদের সকল বিল পরীক্ষা করা এবং সেগুলিকে প্রকৃতি, অবিলম্বতা ও গুরুত্ব অনুসারে দুইটি শ্রেণী অর্থাৎ 'ক' ও 'খ' শ্রেণীতে বিভক্ত করা;

(গ) বেসরকারী সদস্যদের প্রত্যেকটি বিলের স্তর বা স্তরসমূহ আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দের সুপারিশ করা এবং এইরূপে প্রণীত সময়-সূচীতে ইহাও উলেখ করিতে হইবে যে, কোন্ দিনের কোন্ সময়ে বিলের বিভিন্ন স্তরের আলোচনা শেষ করা হইবে;

(ঘ) বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্য সময়-সীমার সুপারিশ করা।

(২) বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের ব্যাপারে সংসদ সময়ে সময়ে কমিটিকে অন্যান্য যে সব দায়িত্ব দিবেন কমিটি তাহাও পালন করিবেন।

২২৪। শ্রেণী-বিভাগ ও সময়-সূচী আদেশ ঘোষণা -

এই কমিটি কর্তৃক স্থিরীকৃত বিলের শ্রেণী-বিভাগ এবং বিল ও সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব আলোচনার সময়-সূচী বুলেটিনে প্রকাশ করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকার সংসদের মতামত লইয়া এই সময়-সূচীতে প্রয়োজনীয় রদ-বদল করিতে পারিবেন।

(ঘ) বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি

২২৫। বাছাই কমিটি গঠন -

কোন বিল বাছাই কমিটিতে বিবেচনার্থে প্রেরণ করার প্রস্তাব করা হইলে সংসদ কর্তৃক উক্ত বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটির সদস্য নিয়োগ করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কমিটি গঠনের জন্য আনীত প্রস্তাবে বিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের নাম না থাকিলেও তিনি উক্ত কমিটির অন্যতম সদস্য থাকিবেন ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এই কমিটির সদস্য নন এমন কোন মন্ত্রী উক্ত কমিটির সভাপতির অনুমতিক্রমে এই কমিটিতে ভাষণ দিতে পারিবেন।

২২৬। সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ -

কোন বাছাই কমিটির কোন সদস্য এক দিনের নোটিশে বিলের যে কোন বিধানের সংশোধনী প্রস্তাব করিতে পারেন। তবে সভাপতি অনুরূপ নোটিশ ব্যতিরেকেই সংশোধনী প্রস্তাব করার অনুমতি দিতে পারেন।

২২৭। কমিটির শুনানী গ্রহণের ক্ষমতা -

কোন বাছাই কমিটি বিশেষজ্ঞদের এবং এই কমিটির বিবেচনাধীন ব্যবস্থাটি দ্বারা প্রভাবিত বিশেষ মহলগুলি প্রতিনিধিবর্গের শুনানী লইতে পারেন।

২২৮। কমিটির রিপোর্ট -

(১) কোন বিল বাছাই কমিটিতে প্রেরণের পর যথাশীঘ্র উক্ত বাছাই কমিটি বিলটি বিবেচনা করার জন্য ১৯৭ বিধি অনুযায়ী সময়ে সময়ে বৈঠকে মিলিত হইবেন এবং সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তৎসম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বাছাই কমিটি কর্তৃক অনুরূপ রিপোর্ট পেশ করার জন্য সংসদ কোন সময় নির্ধারিত করিয়া না দিলে উক্ত রিপোর্ট বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবটি সংসদ কর্তৃক গৃহীত হইবার তারিখ হইতে তিন মাস সমাপ্তির পূর্বে পেশ করিতে হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, সংসদ যে কোন সময়ে কোন প্রস্তাবের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারেন যে, বাছাই কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট পেশের নির্ধারিত সময় উক্ত প্রস্তাবে উল্লিখিত কোন তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হউক।

(২) এই বাছাই কমিটি উহার রিপোর্ট এই বিধি মোতাবেক বিলটি প্রকাশিত হইয়াছে কিনা এবং কোন্ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিবেন।

(৩) কোন বিল পরিবর্তন করা হইয়াছে এমন ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি সমীচীন মনে করিলে, অনুরূপ বিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের নিকট এই মর্মে উহার রিপোর্ট সুপারিশ করিতে পারেন যে, তাঁহার পরবর্তী প্রস্তাব হইবে প্রচার করার প্রস্তাব অথবা যেক্ষেত্রে ইতঃপূর্বেই বিলটি প্রচার করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে পুনরায় প্রচারের প্রস্তাব।

(৪) বাছাই কমিটির যে কোন সদস্য বিলটির সঙ্গে জড়িত কোন বিষয় বা বিষয়াবলী সম্পর্কে বা রিপোর্টে বর্ণিত কোন বিষয় সম্পর্কে মতানৈক্যমূলক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৫) মতানৈক্যমূলক মন্তব্যের ভাষা হইবে মার্জিত ও সংযত এবং উহাতে বাছাই কমিটির কোন আলোচনার উল্লেখ থাকিবে না এবং উহাতে বাছাই কমিটির প্রতি কোন কটাক্ষ থাকিবে না।

২২৯। রিপোর্ট পেশ -

কোন বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটির রিপোর্ট এবং কোন মতানৈক্যমূলক মন্তব্য থাকিলে, সেই মন্তব্য উক্ত কমিটির সভাপতি বা তাহার অনুপস্থিতিতে কমিটির অন্য যে কোন সদস্য সংসদে পেশ করিবেন।

২৩০। রিপোর্ট মুদ্রণ ও প্রকাশন -

সচিব কোন বাছাই কমিটির প্রত্যেকটি রিপোর্ট মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবেন এবং উহার একটি প্রতিলিপি সংসদের প্রত্যেক সদস্যের ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। বাছাই কমিটির রিপোর্ট এবং বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের আকারে বিলটি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(ঙ) পিটিশন কমিটি

২৩১। পিটিশন কমিটি গঠন -

স্পীকার অন্যূন দশজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি পিটিশন কমিটি মনোনয়ন করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মন্ত্রীকে এই কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হইবে না এবং এই কমিটিতে মনোনয়নের পর কোন সদস্য মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলে অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হইতে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকিবেন না।

২৩২। কমিটির কাজ -

(১) কমিটিতে প্রেরিত প্রত্যেকটি পিটিশন কমিটি পরীক্ষা করিবেন, এবং পিটিশনটি যদি এই বিধিসমূহ সম্মত হয়, তাহা হইলে কমিটি নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, পিটিশনটি প্রচার করা হউক। পিটিশনটি প্রচারের জন্য নির্দেশ দেওয়া না হইলে স্পীকার যে কোন সময়ে নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, পিটিশনটি প্রচার করা হউক।

(২) ক্ষেত্রমত কমিটি বা স্পীকারের নির্দেশমত পিটিশনটির প্রচার সবিস্তারে বা সংক্ষিপ্ত আকারে হইবে।

(৩) কমিটিতে প্রেরিত পিটিশনে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে সংসদের নিকট রিপোর্ট পেশ করা এবং প্রতিকারমূলক বাস্তব ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দান করাও এই কমিটির কাজ হইবে।

(চ) সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

২৩৩। সরকারী হিসাব সম্পর্কিত কমিটির কাজ -

(১) একটি সরকারী হিসাব কমিটি থাকিবে, এবং উহার কাজ হইবে সরকারের ব্যয় নির্বাহকল্পে সংসদ কর্তৃক মঞ্জরীকৃত অর্থের নির্দিষ্টকরণ সংবলিত হিসাব সরকারের বার্ষিক আর্থিক হিসাব পরীক্ষা করা এবং এই কমিটি সমীচীন মনে করিলে সংসদে উত্থাপিত অন্যান্য আর্থিক হিসাবও পরীক্ষা করিবেন কমিটি প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরীক্ষা করিয়া তাহা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ সংসদে রিপোর্ট পেশ করিবেন।

(২) সরকারের নির্দিষ্টকরণ হিসাব এবং তৎসম্পর্কে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট পরীক্ষা করার সময়ে এই কমিটির দায়িত্ব হইবে নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া ঃ-

(ক) ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া হিসাবে প্রদর্শিত অর্থ যে কাজ ও উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইয়াছে, তাহা ঐ কাজ বা উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্য আইনানুগভাবে নির্দিষ্ট ও প্রযোজ্য ছিল;

(খ) নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা অনুসারে এই অর্থ ব্যয় হইয়াছে;

(গ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে এতদুদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ বিধি-বিধান অনুসারেই প্রত্যেকটি পুনঃ নির্দিষ্টকরণ করা হইয়াছে।

(৩) এই কমিটি নিম্নোক্ত দায়িত্বগুলিও পালন করিবেন-

(ক) কোন রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশন, বাণিজ্য বা প্রস্তুতকারী স্কীম বা প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অর্থ-সংস্থান নিয়ন্ত্রণকারী সংবিধিবদ্ধ বিধি-বিধান অনুসারে অনুরূপ কর্পোরেশন, বাণিজ্য বা প্রস্তুতকারী স্কীম বা প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে বা অনুরূপ বিধি-বিধান অনুসারে প্রণীত স্থিতিপত্র ও লাভ-লোকসানের হিসাব সংবলিত বিবৃতিসহ উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংবলিত বিবৃতি এবং তৎসম্পর্কে প্রদত্ত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট পরীক্ষা করা;

(খ) রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী বা সংসদের কোন আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক যেসব স্বায়ত্তশাসিত এবং আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারেন, সেই প্রতিষ্ঠানগুলির আয়-ব্যয় সংবলিত হিসাবের বিবরণী নিরীক্ষা করা; এবং

(গ) রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী যে সব ক্ষেত্রে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কোন প্রাপ্ত অর্থের হিসাব নিরীক্ষা করিয়াছেন বা ভাণ্ডার ও সম্ভারের হিসাব পরীক্ষা করিয়াছেন, সেই সব ক্ষেত্রে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট বিবেচনা করা।

(৪) কোন অর্থ-বৎসরের যদি কোন কাজের জন্য সংসদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কি পরিস্থিতিতে এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে, কমিটি তাহা পরীক্ষা করিবেন এবং যেরূপ সুপারিশ করা সমীচীন বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ সুপারিশ পেশ করিবেন।

২৩৪। কমিটি গঠন -

এই কমিটিতে অনধিক পনের জন্য সদস্য থাকিবেন এবং সংসদ তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মন্ত্রীকে এই কমিটির সদস্য নিযুক্ত করা হইবে না, এবং এই কমিটিতে নিয়োগের পর কোন সদস্য মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলে অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হইতে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকিবেন না।

(ছ) অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি

২৩৫। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির কাজ -

অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত একটি কমিটি থাকিবে। এই কমিটি এমন অনুমিত হিসাব পরীক্ষা করিবেন, যাহা পরীক্ষা করা উহা সমীচীন বলিয়া মনে করিবেন বা সংসদ কর্তৃক কমিটিতে প্রেরিত অনুমিত হিসাবগুলিও এই কমিটি পরীক্ষা করিবেন। এই কমিটির কাজ হইবে নিম্নরূপ ঃ-

(ক) কোন অনুমিত হিসাবে নিহীত নীতির সঙ্গে সংগতি রাখিয়া কিরূপ মিতব্যয়িতা, সাংগঠনিক উন্নীত বিধান, কর্ম-দক্ষতা বা প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা যায়, সে সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করা;

(খ) প্রশাসন ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং আর্থিক মিতব্যয়িতা আনয়নকল্পে বিকল্প নীতির সুপারিশ করা;

(গ) অনুরূপ অনুমিত হিসাবে নিহীত নীতির পরিসীমার মধ্যে উক্ত অর্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করা হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা; এবং

(ঘ) অনুরূপ অনুমিত হিসাবটি যে আকারে সংসদে পেশ করিতে হইবে, সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া।

২৩৬। কমিটি গঠন -

এই কমিটিতে অনধিক দশ জন সদস্য থাকিবেন এবং সংসদ, সংসদ-সদস্যদের মধ্যে হইতে তাঁহাদেরকে নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই কমিটিতে কোন মন্ত্রীকে সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা হইবে না, এবং এই কমিটিতে নিয়োগের পর কোন সদস্য মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইলে, অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হইতে তিনি আর কমিটিতে সদস্য থাকিবেন না।

২৩৭। কমিটি কর্তৃক অনুমিত হিসাব পরীক্ষা -

অনুমিত হিসাব পরীক্ষার কাজ এই কমিটি সমগ্র অর্থ-বৎসরে সময় সময় চালাইয়া যাইবেন, এবং উহার পরীক্ষার কাজ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসদে রিপোর্ট পেশ করিতে থাকিবেন। কোন বৎসরের সমগ্র অনুমিত হিসাব পরীক্ষা করা এই কমিটির জন্য বাধ্যতামূলক হইবে না। কমিটি কোন রিপোর্ট পেশ না করিলেও মঞ্জুরী দাবীসমূহ ভোটে দিয়া পাশ করা যাইবে।

(জ) সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি

২৩৮। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির কাজ -

চতুর্থ তফসিলে লিপিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি থাকিবে। এই কমিটির কাজ হইবে-

(ক) চতুর্থ তফসিলে লিপিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের রিপোর্ট ও হিসাব পরীক্ষা করা;

(খ) সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কোন রিপোর্ট থাকিলে তাহা পরীক্ষা করা;

(গ) স্বায়ত্তশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ও বিচক্ষণ বাণিজ্যিক নীতি ও নিয়ম-কানুন অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে কিনা; তৎসম্পর্কিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে পরীক্ষা করা; কমিটি প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ এবং প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করিয়া সংসদে রিপোর্ট পেশ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে সংসদে রিপোর্ট পেশ করিবার পূর্বে রিপোর্টের অংশ বিশেষ সরকারের নিকট পেশ করিবেন; এবং

(ঘ) চতুর্থ তফসিলে লিপিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে সরকারী হিসাব কমিটি এবং অনুমিত হিসাব কমিটিতে ন্যস্ত ঐসব কাজ করা, যাহা উপরি-উক্ত (ক), (খ) ও (গ) দফার আওতায় পড়ে না, এবং যেসব কাজ সময়ে সময়ে স্পীকার কমিটিতে প্রেরণ করিবেন, তাহা করা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন পরীক্ষা ও তদন্ত করিবেন না, যথা ঃ-

(অ) সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বাণিজ্যিক কার্য হইতে স্বতন্ত্র বৃহত্তর সরকারী নীতি সম্পর্কিত কোন বিষয়;

(আ) দৈনন্দিন প্রশাসনিক বিষয়; এবং

(ই) যে বিশেষ আইন বলে কোন বিশেষ সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, সেই আইন বলে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ।

২৩৯। কমিটি গঠন

(১) কমিটিতে অনধিক দশ জন সদস্য থাকিবেন এবং সংসদ তাঁহাদেরকে নির্বাচন করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মন্ত্রীকে এই কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হইবে না, এবং এই কমিটিতে নির্বাচনের পর কোন সদস্য মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলে, অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হইতে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকিবেন না।

(ঝ) বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

২৪০। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি গঠন -

সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সংসদ অনধিক দশ জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি বিশেষ অধিকার কমিটি নিয়োগ করিবেন।

২৪১ । কমিটি কর্তৃক বিশেষ অধিকার প্রশ্ন পরীক্ষা -

(১) এই কমিটির নিকট প্রেরিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রশ্ন কমিটি পরীক্ষা করিবেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঘটনা বিবেচনা করিয়া বিশেষ অধিকার ভঙ্গ হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে তাহার প্রকৃতি ও প্রেক্ষিত নির্ধারণ করিবেন এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ সুপারিশ করিবেন।

(২) কমিটির সুপারিশ কার্যকর করিবার জন্য সংসদ কর্তৃক যে পদ্ধতি অনুসৃত হইতে পারে, কমিটির রিপোর্টে তাহারও উল্লেখ থাকিতে পারিবে।

২৪২। রিপোর্ট বিবেচনা -

অনুরূপ রিপোর্ট পেশ করার পর কমিটির সভাপতি বা কমিটির কোন সদস্য বা যে কোন সদস্য এই মর্মে প্রস্তাব করিতে পারেন যে, রিপোর্টটি বিবেচনার্থে গ্রহণ করা হউক এবং স্পীকার প্রশ্নটি সংসদে ভোটে দিবেন।

২৪৩। কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার অগ্রাধিকার -

কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার্থে গ্রহণ করা হউক এই মর্মে আনীত কোন প্রস্তাবকে ১৬৭ বিধির অধীন দেয় বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে; অবশ্য উহা আনায়নে যদি অহেতুক বিলম্ব না ঘটিয়া থাকেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রিপোর্ট বিবেচনার জন্য তারিখ নির্ধারিত হইলে সেই তারিখেও বিশেষ অধিকারের মত উক্ত রিপোর্টকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(ঞ) সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি

২৪৪। সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির কাজ -

মন্ত্রী কর্তৃক সংসদে সময়ে সময়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ইত্যাদি সম্যক পরীক্ষা করার জন্য এবং নিম্নোক্ত বিষয়ে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত একটি কমিটি থাকিবে ঃ–

(ক) অনুরূপ প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ইত্যাদির কতখানি কার্যে পরিণত করা হইয়াছে; এবং

(খ) কোন ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা হইয়া থাকিলে, উক্ত বাস্তবায়ন উক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সাধিত হইয়াছে কিনা।

২৪৫। কমিটি গঠন -

এই কমিটিতে অনধিক আটজন সদস্য থাকিবেন এবং সংসদ তাহাদেরকে নিয়োগ করিবেন।

(ট) কতিপয় অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

২৪৬। কতিপয় অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কমিটি নিয়োগ-

প্রত্যেক নূতন সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের মধ্যে সংসদ প্রত্যেক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন, এবং উক্ত কমিটিসমূহ সংবিধান-সাপেক্ষে ও অন্যান্য আইন সাপেক্ষে-

(ক) খসড়া বিলসমূহ ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিবেন;
(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা করিবেন ও অনুরূপ বলবৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থাবলীর প্রস্তাব করিবেন; এবং
(গ) সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের অধীন সংসদ কর্তৃক প্রেরিত অন্য যে কোন বিষয়ে পরীক্ষা করিবেন।

২৪৭। কমিটি গঠন -

(১) বিধি ২৪৬ এ উল্লিখিত প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটিতে সভাপতিসহ অনধিক দশজন সদস্য থাকিবেন।
(২) সভাপতিসহ সদস্যগণ সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, কোন মন্ত্রী কমিটির সভাপতি হইবেন না।
(৩) উপ-বিধি (২)-এর অধীন সভাপতি নির্বাচিত হইবার পর তিনি যদি মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে, অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হইতে তিনি আর উক্ত কমিটির সভাপতি থাকিবেন না।
(৪) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা মন্ত্রী না থাকিলে প্রতিমন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী না থাকিলে উপমন্ত্রী পদাধিকারবলে কমিটির সদস্য হইবেন, যদি তিনি সংসদ-সদস্য হন।
(৫) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কোন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সংসদ-সদস্য না হইলেও তিনি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং উহার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে তিনি কমিটিতে ভোটদান হইতে বিরত থাকিবেন।

(৬) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী না থাকিলে, সংসদ-নেতা মন্ত্রিসভার কোন সদস্যকে উক্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে মনোনয়ন প্রদান করিবেন এবং তিনি সংসদ-সদস্য হইলে ঐ কমিটির সদস্য হইবেন, কিন্তু তিনি সংসদ-সদস্য না হইলেও কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিবেন ও উহার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে তিনি কমিটিতে ভোটদান হইতে বিরত থাকিবেন।]

২৪৮। কমিটির কাজ -

অনুরূপ প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটি মাসে অন্ততঃপক্ষে একটি বৈঠকে মিলিত হইবে এবং স্থায়ী কমিটির কাজ হইবে সংসদ কর্তৃক উক্ত কমিটিতে প্রেরিত যেকোন বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা, উক্ত কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা এবং কমিটি যথোপযুক্ত মনে করিলে উক্ত কমিটির আওতাধীন যেকোন বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ প্রদান করা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণে বিধি অনুযায়ী কমিটির বৈঠক আহ্বান করা না হইলে, স্পীকার সচিবকে কমিটির বৈঠক আহ্বানের নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং সচিব স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে বৈঠক আহ্বান করিবেন।

(ঠ) সংসদ কমিটি

২৪৯। সংসদ কমিটি গঠন -

(১) সভাপতিসহ অনধিক বারজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংসদ কমিটি থাকিবে।

(২) এই কমিটি স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হইবে। স্পীকার কোন সদস্যকে নূতন সংসদ কমিটিতে পুনরায় মনোনয়ন করিতে পারিবেন।

২৫০। কমিটির কাজ -

(১) সংসদ কমিটির কাজ হইবে-

(ক) সংসদ-সদস্যদের আবাসিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্ত কাজ করা; এবং

(খ) ঢাকায় অবস্থিত সদস্য-ভবনসমূহে সদস্যগণকে দেয় আবাসিক ব্যবস্থা, খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার উপর তত্ত্বাবধান করা।

(২) কমিটির কাজ হইবে উপদেশমূলক।

২৫১। আবাসিক সাব-কমিটি -

(১) সংসদ কমিটির সভাপতিসহ অনধিক চারজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি আবাসিক সাব-কমিটিও থাকিবে এবং সংসদ কমিটির সভাপতি পদ বলে উক্ত সাব-কমিটির সভাপতি হইবেন।

(২) সংসদ কমিটির সভাপতি কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে সাব-কমিটির সদস্যগণকে মনোনয়ন করিবেন।

(৩) সাব-কমিটির বৈঠকের কোরামের জন্য দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) সাব-কমিটির কাজ ইহবে সদস্যগণের আবাসিক ব্যবস্থা বরাদ্দ সম্পর্কে উপদেশ দান করা।

২৫২। সাব-কমিটি নিয়োগের ক্ষমতা -

(১) সদস্য-ভবনসমূহে দেয় আবাসিক ব্যবস্থা, খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত কোন বিশেষ বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে কমিটি পূর্ণাঙ্গ কমিটির ক্ষমতাসম্পন্ন এক বা একাধিক সাব-কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ সাব-কমিটির রিপোর্ট যদি পূর্ণাঙ্গ কমিটির বৈঠকে অনুমোদন লাভ করে, তাহা হইলে উহা পূর্ণাঙ্গ কমিটির রিপোর্ট বলিয়াই গণ্য হইবে।

(২) কোন সাব-কমিটিতে প্রেরণের আদেশে তদন্তের বা পরীক্ষার বিষয় বা বিষয়সমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। সাব-কমিটির রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি বিবেচনা করিবেন।

২৫৩। কমিটির সচিবালয় -

সংসদ সচিবালয় সংসদ কমিটির বা উহার সাব-কমিটির সচিবালয়ের ব্যবস্থা করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে সংসদ সচিব কর্তৃক মনোনীত একজন অফিসার সংসদ কমিটি ও আবাসিক সাব-কমিটির সচিব হইবেন।

২৫৪। কমিটির কার্যবাহের রেকর্ড -

(১) সংসদ কমিটি ও আবাসিক সাব-কমিটির বৈঠকের কার্যাবাহের একটি রেকর্ড রাখা হইবে।

(২) কমিটি সচিব বৈঠকের খসড়া বিবরণ প্রণয়ন করিবেন এবং সভাপতি উহা অনুমোদন করিবেন।

(৩) প্রত্যেক বৈঠকের বিবরণ ক্ষেত্রমত কমিটি বা সাব-কমিটির সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। এইসব বিবরণের প্রাসঙ্গিক অংশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা যাইবে।

২৫৫। কমিটি বা সাব-কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল -

সংসদ কমিটি বা আবাসিক সাব-কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্পীকারের নিকট আপীল করা যাইবে, এবং তাহার সিদ্ধান্তই হইবে চূড়ান্ত।

২৫৬। অন্যান্য বিষয়ে প্রযোজ্য বিধি-বিধান -

অন্যান্য বিষয়ে অন্যান্য কমিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ বিধি-বিধানই প্রযোজ্য হইবে। তবে স্পীকার উহাতে যেরূপ রদ-বদল বা যোজন-বর্জন প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহা করিতে পারিবেন।

(ড) লাইব্রেরী কমিটি

২৫৭। লাইব্রেরী কমিটি গঠন -

(১) স্পকার কর্তৃক সংসদ হইতে মনোনীত নয়জন সদস্য এবং ডেপুটি স্পীকারের সমন্বয়ে গঠিত একটি লাইব্রেরী কমিটি থাকেব।

(২)

(৩) ডেপুটি স্পীকার, পদ-বলে এই কমিটির সভাপতি হইবেন।

(৪) কমিটির আকস্মিক শূন্যপদ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে স্পীকার কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।

২৫৮। কমিটির কাজ -

কমিটির কাজ হইবে-

(ক) লাইব্রেরী সংক্রান্ত যেসব বিষয় সময়ে সময়ে স্পীকার কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন, তাহা বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দান করা;

(খ) লাইব্রেরী উন্নতি বিধানের জন্য পরামর্শদান করা; এবং

(গ) লাইব্রেরী কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে সদস্যগণকে সাহায্য করা।

৮-৩-৮০ তারিখের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় (খন্ড-৫)-এ প্রকাশিত সংসদ-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ২৫৯, ২৬০ ও ২৬১ বিধিসমূহ বিলুপ্ত।

২৬২। অন্যান্য বিষয়ে প্রযোজ্য বিধি-বিধান -

অন্যান্য বিষয়ে অন্যান্য কমিটির ড়্গেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ বিধি-বিধানই প্রযোজ্য হইবে। তবে স্পীকার উহাতে যেরূপ রদ-বদল বা যোজন-বর্জন প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহা করিতে পারিবেন।

(ঢ) র্কাপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

২৬৩। বিধি-কমিটির কাজ -

সংসদের কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত বিষয় বিবেচনা করার জন্য এবং সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা বাতিলকরণের আকারে এই বিধসমূহ সংশোধনের প্রয়োজন হইলে, তাহার সুপারিশ করার জন্য একটি কার্যপ্রণাপলী-বিধি কমিটি থাকিবে।

২৬৪। কমিটি গঠন -

কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত এই কমিটি সংসদ নিয়োগ করিবেন এবং সভাপতিসহ এই কমিটির সদস্য-সংখ্যা হইবে বারজন। স্পীকার পদাধিকার- বলে সভাপতি হইবেন।

২৬৫। টেবিলে রিপোর্ট পেশ -

(১) এই কমিটির সুপারিশগুলি সংসদ টেবিলে পেশ করা হইবে এবং সুপারিশগুলি পেশের তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে যে কোন সদস্য অনুরূপ সুপারিশের ব্যাপারে যে কোন সংশোধনীর নোটিশ দিতে পারিবেন।

(২) সংসদ কমিটির অনুরূপ রিপোর্ট এবং তাহাতে কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকিলে উক্ত সংশোধনী বিবেচনা করিবেন এবং সংসদে গৃহীত হইবার পর এই বিধি অনুরূপভাবে সংশোধিত হইবে।

(৩) বিধির অনুরূপ সংশোধন বা পরিবর্ধন সংসদ কর্তৃক গ্রহণের তারিখ হইতে বলবৎ হইবে এবং উহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

(ণ) বিশেষ কমিটি

২৬৬। গঠন ও কাজ -

সংসদ কোন প্রস্তাব দ্বারা একটি এমন বিশেষ কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবেন, যাহার গঠন ও কাজ এই প্রস্তাবে যেরূপ নির্ধারিত থাকিবে, সেইরূপ হইবে।

২৮ তম অধ্যায়
সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পালনীয় বিধি

২৬৭। সংসদে সদস্য কর্তৃক পালনীয় বিধি -

সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সদস্য -

(১) সংসদে প্রবেশ করার বা সংসদ-কক্ষ ত্যাগ করার সময়, এবং তাঁহার আসন গ্রহণ বা ত্যাগ করার সময়ে সভাপতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন;
(২) কোন সদস্য বক্তৃতাকালে তাঁহাকে উচ্ছৃঙ্খল উক্তি বা গোলমাল সৃষ্টি বা অন্য কোনরূপ বিশৃঙ্খল আচরণ দ্বারা বাধা প্রদান করিবেন না;'
(৩) সংসদের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহে এমন কোন বই, সংবাদপত্র বা চিঠি-পত্র পাঠ করিবেন না;
(৪) সভাপতি এবং বক্তৃতারত কোন সদস্যের মধ্যবর্তী স্থান দিয়া চলাচল করিবেন না;
(৫) স্পীকার কর্তৃক সংসদে ভাষণদানকালে সংসদ-কক্ষ ত্যাগ করিবেন না;
(৬) সর্বদা সভাপতিকে সম্বোধন করিবেন;
(৭) স্বীয় আসন হইতে বক্তৃতা করিবেন;
(৮) সংসদে বক্তৃতা ব্যতিরেকে নীরবতা পালন করিবেন;
(৯) সংসদের কাজে বাধাপ্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবেন না এবং বক্তৃতা চলাকালে কোন প্রকার টিকা-টিপ্পনী কাটিবেন না, শিস্ দিবেন না;
(১০) কোন সাধারণ গ্যালারী বা বিশেষ গ্যালারীতে কোন আগন্তুক প্রবেশ করার সময়ে কোনরূপ হর্ষ-ধ্বনি কারিবেন না; এবং
(১১) বক্তৃতাকালে কোন গ্যালারীতে উপবিষ্ট কোন আগন্তুকের উদ্দেশ্যে কোন উক্তি করিবেন না।

২৬৮। স্পীকার কর্তৃক আহ্বানের পর সদস্যের বক্তৃতাদান -

কোন সদস্য বলার জন্য দাঁড়াইলে স্পীকার তাঁহার নাম ডাকিবেন। একই সময়ে একাধিক সদস্য দাঁড়াইলে স্পীকার যাঁহার নাম ডাকিবেন, তিনিই বলার অধিকারী হইবেন। যে সদস্য সর্বপ্রথম স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, স্পীকার যথাসম্ভব তাঁহাকেই বক্তৃতাদানের সুযোগ দিবেন।

২৬৯। সংসদে বক্তৃতাদানের পদ্ধতি -

কোন সদস্য সংসদে কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিতে চাহিলে, তিনি তাঁহার নিজ জায়গা হইতে বলিবেন এবং দাঁড়াইয়া বলিবেন এবং স্পীকারকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্য অসুস্থতা বা দুর্বলতাহেতু অক্ষম হইলে তাঁহাকে বসিয়া বলিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

২৭০। বক্তৃতাকালে পালনীয় বিধি -

কোন সদস্য বক্তৃতাকালে-

(১) বাংলাদেশের যে কোন অংশের কোন আইন-আদালতের বিচারাধীন কোন বিষয়ে উল্লেখ করিবেন না;
(২) সংসদে অলোচানাধীন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যতটা একান্ত অপরিহার্য মন্তব্য ব্যতীত কোন সদস্য, মন্ত্রী বা সরকারী পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোন অভিযোগ করিবেন না;
(৩) কোন আলোচনা যথাযথ ভাষায় লিখিত বাস্তব প্রস্তাব-ভিত্তিক না হইলে, রাষ্ট্রপতি বা সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারকের ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে কটাক্ষের সমতুল্য কোন মন্তব্য করিবেন না;
(৪) রহিত করার প্রস্তাব ব্যতীত সংসদের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কটাক্ষপাত করিবেন না;
(৫) সংসদের পরিচালনা বা কার্যপ্রবাহ সম্পর্কে কোন অপ্রীতিকর ভাষা ব্যবহার করিবেন না;
(৬) কোন আক্রমণাত্মক, কটু বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিবেন না;
(৭) দেশদ্রোহিতামূলক, রাষ্ট্রবিরোধী বা মানহানিকর উক্তি করিবেন না;
(৮) ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁহার বক্তৃতাদানের অধিকার প্রয়োগ করিবেন না;
(৯) কোন বিতর্ক অসৌজন্যমূলকভাবে কোন সদস্যের উল্লেখ করিবন না এবং সংসদ-বিগর্হিত কোন কথা বলার অনুমতি তাঁহাকে দেওয়া হইবে না;

২৭১। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পদ্ধতি -

স্পীকারকে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী যাহাতে তদন্ত করিয়া উত্তরদানের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন, সেইজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পূর্বেই না জানাইয়া কোন সদস্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানহানিকর বা দোষারূপমূলক অভিযোগ আনয়ন করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকার যদি মনে করেন যে, অনুরূপ অভিযোগ সংসদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর বা অনুরূপ অভিযোগ করায় কোন জনস্বার্থ সিদ্ধ হইবে না, তাহা হইলে, তিনি যে কোন সময়ে যে কোন সদস্যকে অনুরূপ অভিযোগ করিতে নিষেধ করিতে পারেন।

২৭২। স্পীকারের মাধ্যমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা -

আলোচনা চলাকালে ব্যাখ্যাদানের জন্য বা অন্য যে কোন পর্যাপ্ত কারণে কোন সদস্য সংসদে তখন আলোচনাধীন বিষয়টি সম্পর্কে অন্য সদস্যকে কোন প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইলে স্পীকারের মাধ্যমে সেই প্রশ্নটি করিবেন।

২৭৩। অপ্রসাঙ্গিকতা বা পুনরাবৃত্তি -

কোন সদস্য অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে থাকিলে বা তাঁহার নিজ যুক্তির বা বিতর্কের ব্যবহৃত অন্য সদস্যদের যুক্তিগুলির বিরক্তির পুনরাবৃত্তি করিতে থাকিলে, স্পীকার উক্ত সদস্যের আচরনের প্রতি সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পর তাঁহাকে বক্তৃতা বন্ধ করিবার নির্দেশ দিতে পারেন, এবং এইরূপ অবস্থায় উক্ত সদস্য তাঁহার আসনে বসিয়া পড়িবেন।

২৭৪। ব্যক্তিগত কৈফিয়ত -

সংসদে কোন প্রশ্ন না থাকিলেও স্পীকারের অনুমতি লইয়া কোন সদস্য ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দান করিতে পারেন। তবে ঐরূপ ক্ষেত্রে কোন বিতর্কমূলক বিষয়ে উত্থাপন করা যাইবে না এবং কোন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইবে না।

২৭৫। প্রশ্ন ভোটে দেওয়ার পর কোন সদস্য কর্তৃক বক্তৃতাদানের বাধা -

কোন প্রশ্ন স্পীকার কর্তৃক ভোটে দেওয়ার পর কোন সদস্য সেই সম্পর্কে বক্তৃতা করিবেন না।

২৭৬। স্পীকারের ভাষণ -

সংসদে আলোচনাধীন কোন বিষয় সম্পর্কে সদস্যদেরকে তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে স্পীকার যে কোন সময়ে স্বয়ং বা কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বা কোন সদস্য অনুরোধ করিলে সংসদে ভাষণ দিতে পারেন। তবে অনুরূপ মতামত প্রকাশকে কোন সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

২৭৭। স্পীকার দাঁড়াইলে অনুসরণীয় পদ্ধতি -

(১) স্পীকার কিছু বলার জন্য দাঁড়াইলে তাঁহার কথা নীরবে শুনিতে হইবে এবং তখন বক্তৃতারত বা বক্তৃতাদানে ইচ্ছুক যে কোন সদস্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার আসনে বসিয়া পড়িবেন।
(২) স্পীকার কর্তৃক সংসদে ভাষণদানকালে কোন সদস্য তাঁহার আসন ত্যাগ করিবেন না।

২৯তম অধ্যায়
সাধারণ কার্যপ্রণালী-বিধি
নোটিশ

২৭৮। সদস্য কর্তৃক নোটিশ প্রদান -

(১) এই বিধিসমূহের অধীন দেয় প্রত্যেকটি নোটিশ, নোটিশ প্রদানকারী সদস্যের স্বাক্ষরের লিখিতভাবে সচিবকে সম্বোধন করিয়া নোটিশ অফিসে দিতে হইবে এবং নোটিশ অফিস শুক্রবার ও সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রত্যেক দিন এই উদ্দেশ্যে খোলা থাকিবে।

(২) উপ-বিধি(১)-এ উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের পরে যে নোটিশ রাখিয়া যাওয়া হইবে, তাহা পরবর্তী কর্মদিবসে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৭৯। সদস্যদিগের নিকট নোটিশ ও কাগজপত্র প্রেরণ -

(১) যথাসময়ে নোটিশ প্রদান করা হইলে সচিব এই বিধিসমূহের বিধান মোতাবেক সদস্যদিগের ব্যবহারের জন্য নোটিশ অথবা অন্যান্য কাগজপত্রের একটি করিয়া প্রতিলিপি প্রত্যেক সদস্যের নিকট পাঠাইবেন।

(২) স্পীকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত পদ্ধতিতে এবং স্থানে নোটিশ এবং অন্যান্য কাগজপত্রের প্রতিলিপি রাখা হইলে ধরিয়া লওয়া হইবে যে, তাহা প্রত্যেক সদস্যের ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হইয়াছে।

২৮০। অগ্রিম নোটিশ প্রচার -

কোন নোটিশ স্পীকার কর্তৃক গৃহীত এবং সদস্যদিগের মধ্যে প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত তাহা কোন সদস্য অথবা অন্য কোন ব্যক্তি প্রচার করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদে প্রশ্নের উত্তর প্রদান না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নের নোটিশ প্রচার করা যাইবে না।

২৮১। স্পীকার কর্তৃক প্রশ্ন ও প্রস্তাবের নোটিশ সংশোধন -

স্পীকারের মতে কোন নোটিশে যদি এরূপ কোন শব্দ বা শব্দসমষ্টি বা ভাব থাকে যাহা বিতর্কমূলক, সংসদ-রীতিবিরোধী, শ্লেষাত্মক, অপ্রাসঙ্গিক বাগাড়ম্বরপূর্ণ অথবা অন্য কোন প্রকারে অনুপযোগী, তাহা হইলে এরূপ নোটিশ প্রচারিত হওয়ার পূর্বে, তিনি নিজ ক্ষমতাবলে তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন।

প্রস্তাব

২৮২। প্রস্তাবের পুনরুক্তি -

(১) এই বিধিসমূহে অন্যরূপ বিধান না থাকিলে সংসদ একই অধিবেশনে কোন প্রশ্নে কম-বেশী মূলতঃ একার্থবোধক বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন অনুরূপ কোন বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) এই বিধি নিম্নে বর্ণিত প্রস্তাবসমূহ আনয়নে অন্তরায় হইবে নাঃ-

(ক) কোন বিল বিবেচনার্থ গ্রহণের জন্য কিংবা বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব-যে ক্ষেত্রে পূর্বেই একই ধরনের প্রস্তাবের ব্যাপারে এই মর্মে একটি সংশোধনী-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, জনমত যাচাইয়ের জন্য বিলটি প্রচার বা পুনঃপ্রচার করা হউক;

(খ) এমন কোন বিলের সংশোধনীর জন্য আনীত প্রস্তাব, যাহা কোন বাছাই কমিটিতে পুনঃপ্রেরিত হইয়াছে অথবা মতামত যাচাইয়ের জন্য পুনঃপ্রচারিত হইয়াছে;

(গ) এমন কোন বিলের সংশোধনীর জন্য আনীত প্রস্তাব, যাহা সংসদ কর্তৃক পুনঃবিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতি ফেরৎ পাঠাইয়াছেন; অথবা

(ঘ) এমন কোন বিলের সংশোধনীর জন্য আনীত প্রস্তাব যাহা গৃহীত অপর একটি সংশোধনীর পরিণামগত প্রয়োজন বা কেবল খসড়াগত পরিবর্তন।

২৮৩। প্রস্তাব সম্পর্কিত বিতর্ক স্থগিত এবং সংসদ-বিধির অপব্যবহারজনিত বিলম্বকরণ প্রস্তাব -

কোন প্রস্তাব উত্থাপনের পর যে কোন সময়ে কোন সদস্য প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে, প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিতর্ক স্থগিত রাখা হউক, এবং স্পীকার যদি মনে করেন যে, কোন বিতর্ক মূলতবীকরণ প্রস্তাব এই বিধিসমূহের অপব্যবহার, তাহা হইলে তিনি প্রস্তাবটি তৎক্ষণাৎ সংসদের ভোটে দিতে পারেন বা ভোটে দিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারেন।

পূর্ববর্তিতামূলক আলোচনা

২৮৪। পূর্ববর্তিতামূলক আলোচনা -

কোন সদস্যের আলোচনা এমন কোন বিষয়ের আলোচনার পূর্ববর্তী হইবে না, যাহার জন্য ইতঃপূর্বেই নোটিশ দেওয়া হইয়াছে; তবে পূর্ববর্তিতামূলক হওয়ার কারণে কোন আলোচনা বিধিবহির্ভূত কিনা তাহা নির্ধারণের সময় স্পীকার বিবেচনা করিবে যে, বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সংসদে উত্থাপনের সম্ভাবনা আছে কিনা।

সংশোধনী

২৮৫। সংশোধনীর আওতা -

(১) কোন প্রস্তাব সম্পর্কে উত্থাপিত সংশোধনী উক্ত প্রস্তাবের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উহার আওতাভূক্ত হইতে হইবে।

(২) এমন কোন সংশোধনী উত্থাপিত হইতে পারিবে না, যাহা না-সূচক ভোটের সমতুল্য।

(৩) কোন প্রস্তাব সম্পর্কে উত্থাপিত সংশোধনী অনুরূপ প্রস্তাব সম্পর্কে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের সহিত অসংগতিপূর্ণ হইবে না।

২৮৬। সংশোধনী বাছাই -

কোন প্রস্তাব সম্পর্কে যে সমস্ত সংশোধনী আনা হইবে তাহা বাছাই করার ক্ষমতা স্পীকারের থাকিবে এবং তিনি ইচ্ছা করিলে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার জন্য যে সদস্য সংশোধনীর নোটিশ প্রদান করিয়াছেন তাঁহাকে সংশোধনীর বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারেন।

২৮৭। সংশোধনী ভোটে প্রদান -

স্পীকার যে ক্রম-অনুযায়ী সংশোধনীসমূহকে ভোটে দেওয়া সমীচীন মনে করেন তদনুসারে ভোটে দিতে পারিবেন। তবে, স্পীকার কোন সংশোধনীকে লঘু বলিয়া মনে করিলে তিনি উহা বাতিল করিতে পারিবেন।

বক্তৃতা প্রদানের ক্রম ও উত্তর দেওয়ার অধিকার

২৮৮। বক্তৃতা প্রদানের ক্রম ও উত্তর দেওয়ার অধিকার -

(১) প্রস্তাব-উত্থাপনকারী সদস্যের বক্তৃতা শেষ হইলে স্পীকার যেভাবে আহ্বান করিবেন সেইভাবে অন্যান্য সদস্য প্রস্তাবটি সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে পারিবেন। এইভাবে আহ্বান করিলে কোন সদস্য যদি বক্তৃতা না করেন, তাহা হইলে তিনি বক্তৃতা করিবার অধিকারী থাকিবেন না। তবে স্পীকারের অনুমতি লইয়া বিতর্কের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি প্রস্তাবটি সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে পারিবেন।

(২) কোন সদস্য উত্তর প্রদানের অধিকার প্রয়োগ ব্যতীত অথবা এই বিধিসমূহের অন্যান্য বিধান-সাপেক্ষে কোন প্রস্তাব সম্পর্কে স্পীকারের অনুমতি ব্যতীত একাধিকবার বক্তৃতা করিবেন না।

(৩) প্রস্তাব-উত্থাপনকারী সদস্য উত্তরদানের সময় পুনরায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন এবং প্রস্তাবটি যদি কোন বেসরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী স্পীকারের অনুমতি লইয়া (বিতর্কে তিনি পূর্বে অংশগ্রহণ করিয়া থাকুন আর নাই থাকুন) প্রস্তাবকের উত্তরদান শেষ হইলে বক্তৃতা করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধি স্পীকারের অনুমতি ব্যতীত কোন বিল বা সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত সংশোধনী উত্থাপনকারীকে উত্তরদানের অধিকার প্রদান করে না।

২৮৯। প্রস্তাবকের উত্তরে বিতর্কের সমাপ্তি -

২৮৮ বিধির (৩) উপ-বিধির বিধান-সাপেক্ষে মূল প্রস্তাব উত্থাপনকারীর উত্তর দ্বারা সর্বক্ষেত্রে বিতর্কের সমাপ্তি হইবে।

ইতি-প্রস্তাব

২৯০। ইতি-প্রস্তাব -

(১) কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার পর যে কোন সময়ে যে কোন সদস্য প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে, “ প্রস্তাবটি এখন ভোটে দেওয়া হউক” এবং স্পীকার যদি মনে না করেন যে, অনুরূপ প্রস্তাবে বিধির অপব্যবহার করা হইয়াছে বা ন্যায্য বিতর্কের অধিকার খর্ব হয় নাই, তাহা হইলে তিনি পরিষদের সম্মুখে প্রস্তাব করিবেন যে, “ প্রস্তাবটি এখন ভোটে দেওয়া হউক”।

(২) “ প্রস্তাবটি এখন ভোটে দেওয়া হউক” এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে উহা হইতে উদ্ভূত প্রশ্ন অথবা প্রশ্নসমূহ অধিক বিতর্ক ছাড়াই তৎক্ষণাৎ ভোটে দিতে হইবে।

২৯১। বিতর্কের সীমাবদ্ধতা -

(১) কোন বিল সম্পর্কিত অথবা অন্য কোন প্রস্তাব সম্পর্কিত প্রস্তাবের উপর বিতর্ক যখন অযথা দীর্ঘ হইয়া উঠে তখন স্পীকার সংসদের মতামত উপলব্ধি করিয়া ক্ষেত্রমত বিল অথবা প্রস্তাবের যে কোন পর্যায়ে আলোচনা সমাপ্ত করিবার জন্য একটি সময়-সীমা নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

(২) কোন বিল বা প্রস্তাবের নির্দিষ্ট পর্যায়ে সমাপ্ত করিবার জন্য নির্ধারিত সময়-সীমা অনুযায়ী (যদি ইহার পূর্বে বিতর্ক শেষ না হয়) বিতর্ক সমাপ্ত না হইলে, ঐ সময় শেষ হইলে স্পীকার তৎক্ষণাৎ বিলটি অথবা প্রস্তাবটির ঐ পর্যায় সম্পর্কিত সমস্ত অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পন্ন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি প্রশ্ন ভোটে দিবেন।

সিদ্ধান্তের প্রশ্ন

২৯২। সংসদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি -

যে বিষয়ে সংসদের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন তাহা কোন সদস্য প্রস্তাব আকারে উত্থাপন করিবেন এবং স্পীকার সিদ্ধান্তের জন্য উহা সংসদের ভোটে দিবেন।

২৯৩। প্রস্তাব এবং প্রশ্ন উত্থাপন -

প্রস্তাব পেশ করা হইলে স্পীকার প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য বলিবেন এবং সংসদের সিদ্ধান্তের জন্য ভোটে দিবেন। কোন প্রস্তাবে যদি দুই বা ততোধিক পৃথক প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে, তাহা হইলে স্পীকার ঐ প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি পৃথক পৃথক প্রশ্ন আকারে পেশ করিতে পারেন।

২৯৪। ধ্বনি-ভোট গ্রহণের পর কোন বক্তৃতা নয় -

স্পীকার কর্তৃক কোন প্রস্তাব সম্পর্কে হ্যাঁ ও না-সূচক ধ্বনি ভোট গৃহীত হইবার পর কোন সদস্যই প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা করিবেন না।

ভোটগ্রহণ ও বিভক্তি-ভোট

২৯৫। ভোট গ্রহণ -

স্পীকার কর্তৃক সংসদে পেশকৃত প্রস্তাব সম্পর্কে সদস্যদিগের ধ্বনি-ভোট, বৈদ্যুতিক উপায় বা বিভক্তি-ভোটের মাধ্যমে ভোট গৃহীত হইবে, এবং ভোট গ্রহণ কীভাবে হইবে, সে ব্যাপারে স্পীকার প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

২৯৬। বিভক্তি-ভোট -

(১) অন্যত্র ভিন্ন বিধান না থাকিলে স্পীকার কর্তৃক পেশকৃত প্রস্তাব সম্পর্কে সদস্যদিগের ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ ধ্বনি-ভোট গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিতর্ক সমাপ্ত হইলে স্পীকার প্রস্তাবটি ভোটে প্রদান করিবেন এবং যাঁহারা প্রস্তাবটির পক্ষে থাকেন তাঁহাদিগকে 'হাঁ' এবং যাঁহারা বিপক্ষে তাঁহাদিগকে 'না' বলিতে বলিবেন।

(২) অতঃপর স্পীকার বলিবেনঃ " আমার মনে হয় হাঁ-পক্ষ (ক্ষেত্র হিসাবে না-পক্ষ) জয়ী হইয়াছেন"। প্রস্তাব সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে স্পীকারের অভিমতের বিরুদ্ধে কেহ প্রতিবাদ না করিলে তিনি দুইবার উচ্চারণ করিবেন। 'হাঁ'- পক্ষ (অথবা ক্ষেত্রবিশেষ না-পক্ষ) জয়ী হইয়াছেন" এবং সংসদের বিবেচনাধীন প্রশ্নটি অনুরূপভাবে নির্ধারিত হইবে।

(৩) (ক) কোন প্রশ্ন সম্পর্কে স্পীকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইলে তিনি " বিভক্তি-ভোট" এই কথা উচ্চারণ করিবেন এবং লবিগুলি খালি করিতে নির্দেশ দিবেন এবং কক্ষে অনুপস্থিত সদস্যগণ যাহাতে তাঁহাদের আসনে ফিরিয়া আসিতে পারেন, তাহার জন্য দুই মিনিট পর্যন্ত বিভক্তি-ভোটের ঘণ্টা বাজাইতে নির্দেশ দিবেন।

(খ) ঘণ্টা বাজা বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সদস্যদের লবির সমস্ত প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং প্রত্যেক প্রবেশদ্বারে কর্তব্যরত নিরাপত্তা বিধায়ক কর্মচারীর উপর স্থায়ী নির্দেশ থাকিবে যে, বিভক্তি-ভোট সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কাহাকেও প্রবেশদ্বার দিয়া ঢুকিতে দেওয়া হইবে না। অতঃপর স্পীকার দ্বিতীয়বার প্রশ্নটি পেশ করিবেন এবং তাঁহার মতে হাঁ-পক্ষ অথবা না-পক্ষ জয় হইয়াছেন তাহা ঘোষণা করিবেন।

(গ) এইভাবে ঘোষিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনরায় প্রতিবাদ করা হইলে তিনি নির্দেশ প্রদান করিবেন যে, হয় স্বয়ংক্রিয় ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে, না হয় সদস্যদিগের লবিতে গমণের ভোট রেকর্ড করা হউকঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকার যদি মনে করেন যে, অহেতুক বিভক্তি দাবী করা হইয়াছে, তাহা হইলে, তিনি বলিতে পারেন যে, যে সমস্ত সদস্য 'হাঁ' বলিতে চাহেন এবং যাঁহারা 'না' বলিতে চাহেন তাঁহারা যথাক্রমে তাহাদের স্ব-স্ব আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবেন এবং গণনা করিবার পর তিনি সংসদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে পারিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে ভোটদাতাদিগের নাম রেকর্ড করা হইবে না।

২৯৬ক। স্বয়ংক্রিয় ভোট -

(১)২৯৬ বিধির (৩) উপ-বিধির (গ) দফার অধীন স্পীকার যদি নির্দেশ দেন যে, স্বয়ংক্রিয় ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে ভোট গৃহীত হইবে, তাহা হইলে উক্ত যন্ত্র চালু করা হইবে এবং সদস্যদিগের জন্য বরাদ্দ নিজ নিজ আসন হইতে এতদুদ্দেশ্যে ব্যবস্থিত বোতাম টিপিয়া তাঁহার ভোট প্রদান করিবেন।

(২) সূচক-ফলকে ভোটের ফলাফল পরিস্ফুট হইলে স্পীকার বিভক্তির ফলাফল ঘোষণা করিবেন এবং উহা চ্যালেঞ্জ করা যাইবে না।

(৩) স্পীকারের বিবেচনায় পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান থাকিবার দরুন কোন সদস্য এতদুদ্দেশ্যে ব্যবস্থিত বোতাম টিপিয়া তাঁহার ভোট প্রদান করিতে সক্ষম না হইলে বিভক্তির ফলাফল ঘোষিত হইবার পূর্বে তিনি প্রস্তাবের পক্ষে, না বিপক্ষে, তাহা স্পীকারের অনুমতিক্রমে মৌখিকভাবে জ্ঞাপন করিয়া ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) কোন সদস্য যদি লক্ষ্য করেন যে, তিনি ভুল বোতাম টিপিয়া ভুল ভোট প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলে এবং বিভক্তির ফলাফল ঘোষিত হইবার পূর্বে বিষয়টি স্পীকারের গোচরে আনয়ন করিলে তাঁহাকে উক্ত ভুল সংশোধনের অনুমতি দেওয়া যাইবে।

২৯৬খ। লবিতে ভোট -

(১)২৯৬ বিধির (৩) উপ-বিধির (গ) দফার অধীন স্পীকার যদি নির্দেশ দেন যে, সদস্যদিগের লবিতে গমনের মাধ্যমে ভোট গৃহীত হইবে, তাহা হইলে তিনি "হ্যাঁ" পক্ষকে দক্ষিণ-লবিতে ও "না"-পক্ষকে বাম-লবিতে যাইবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) যেভাবে ভোট দিতে চান, তদানুরূপে তখন সদস্যগণ "হ্যাঁ" অথবা "না" লবিতে যাইবেন এবং স্পীকার কর্তৃক নিযুক্ত গণনাকারীদিগের নিকট এক সারিবদ্ধভাবে গণনাকারীদের সম্মুখে যাইবেন। গণনাকারীদিগের টেবিলে গিয়া এক একজন করিয়া প্রত্যেক সদস্য এই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে বরাদ্দকৃত তাঁহার বিভক্তি-সংখ্যা বলিবেন। অতঃপর গণনাকারীগণ এই সংখ্যাটি বিভক্তি তালিকায় চিহ্নিত করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সদস্যের নাম উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করিবেন। সদস্য তাঁহার ভোট যথাযথভাবে রেকর্ড হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত হইবার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত গণনাকারীকে তাঁহার নাম পরিষ্কারভাবে বলিতে না শুনিবেন, ততক্ষণ তিনি স্থান ত্যাগ করিবেন না। প্রত্যেক সদস্যকে বরাদ্দ বিভক্তি সংখ্যা ঐ সদস্যের আসন-কার্ডে লিখিয়া দেওয়া হইবে।

(৩) লবিতে ভোটগ্রহণের কাজ সমাপ্ত হইলে, গণনাকারীগণ বিভক্তি-তালিকা সংসদ-টেবিলে আনিবেন এবং টেবিলে কর্মরত অফিসারগণ ভোট-গণনা করিবেন এবং "হ্যাঁ-ভোট" ও "না-ভোট"-এর মোট সংখ্যা স্পীকারকে প্রদান করিবেন।

(৪) স্পীকার বিভক্তি-ভোটের ফলাফল ঘোষণা করিবেন এবং এ সম্পর্কে কেহ কোন প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না। সদস্যদিগের ভোটের সংখ্যা "হ্যাঁ-পক্ষ" এবং "না-পক্ষ" যদি সমান সমান হয়, তাহা হইলে তখন স্পীকারের নির্ণায়ক ভোট দ্বারা বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) কোন সদস্য যদি অসুস্থতায় অথবা দৌর্বল্যজনিত কারণে বিভক্তি-ভোটের লবিতে যাইতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি স্পীকারের অনুমতি লইয়া বিভক্তি-ভোটের ফলাফল ঘোষিত হইবার পূর্বে তাঁহার আসনে অথবা লবিতে তাঁহার ভোট রেকর্ড করাইতে পারেন।

(৬) কোন সদস্য যদি বুঝিতে পারেন যে, তিনি ভুল করিয়া ভুল লবিতে ভোট প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ভুল সংশোধন করিবার অনুমতি পাইতে পারেন। তবে বিভক্তি-ভোটের ফলাফল ঘোষিত হইবার পূর্বে বিষয়টি তাঁহাকে স্পীকারের দৃষ্টিতে আনিতে হইবে।

উদ্ধৃতিদানের কাগজপত্র টেবিলে উপস্থাপন

২৯৭। উদ্ধৃতিদানের কাগজপত্র টেবিলে উপস্থাপন করিতে হইবে -

কোন মন্ত্রী যদি সংসদে কোন চিঠি অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র হইতে উদ্ধৃতি দেন এবং তাহা যদি সংসদে পেশ না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে ঐ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংসদ-টেবিলে উপস্থাপন করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রী যদি বলেন যে, এগুলি এরূপ দলিল যাহা জনস্বার্থের খাতিরে উপস্থাপন করা যায় না, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কোন মন্ত্রী এরূপ চিঠিপত্র অথবা রাষ্ট্রীয় কাগজপত্রের বস্তুসংক্ষেপ অথবা সংক্ষিপ্তসার তাঁহার নিজের কথায় প্রদান করিবেন, সেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র টেবিলে উপস্থাপন করিবার প্রয়োজন হইবে না।

২৯৮। টেবিলে পেশকৃত কাগজ -

(১)যে কাগজ বা দলিল সংসদ-টেবিলে উপস্থাপন করিতে হইবে, তাহা উপস্থাপনকারী সদস্য পেশ করিবেন। তিনি তাহা যথাযথভাবে প্রমাণীকৃত করিবেন।

(২) টেবিলে উপস্থাপিত সমস্ত কাগজপত্র ও দলিল সরকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৯৯। মন্ত্রীকে প্রদত্ত পরামর্শ বা মতামতের উৎস প্রকাশের পদ্ধতি -

প্রশ্নের উত্তরদানকালে অথবা বিতর্ককালে কোন মন্ত্রী যদি সরকারের কোন অফিসার অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে প্রদত্ত পরামর্শ বা মতামতের কথা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সাধারণতঃ তাঁহাকে সেই মতামত বা পরামর্শ বা তাঁহার বস্তুসংক্ষেপ সম্বলিত প্রাসঙ্গিক দলিল বা তাঁহার অংশবিশেষ টেবিলে উপস্থাপন করিতে হইবে।

মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি

৩০০। মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি -

কোন মন্ত্রী স্পীকারের অনুমতি লইয়া জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু বিবৃতি প্রদানের সময় কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইবে না।

বৈধতার প্রশ্ন

৩০১। বৈধতার প্রশ্ন ও তৎসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত -

(১) কোন বৈধতার প্রশ্নকে এই বিধিসমূহের ও সংসদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণকারী সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহের ব্যাখ্যা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে এবং স্পীকারের ক্ষমতার আওতাভূক্ত বিষয় হইতে হইবে।

(২) কেবল সংশ্লিষ্ট সময়ে সংসদের বিবেচনাধীন বিষয়ের উপর বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বৈধতার প্রশ্ন যদি সংসদের শৃঙ্খলা রক্ষা বা সংসদের কাজের ব্যবস্থাপনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে স্পীকার কোন সদস্যকে কার্যসূচীর এক দফা শেষ হওয়া ও অন্য দফা আরম্ব হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে অনুরূপ বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপনের অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৩) এই বিধির (১) ও (২) উপ-বিধির বিধান-সাপেক্ষে কোন সদস্য বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন; এবং কোন প্রশ্ন বৈধতার প্রশ্ন কিনা; স্পীকার তাহা নির্ধারণ করিবেন এবং বৈধতার প্রশ্ন বলিয়া নির্ধারিত হইলে স্পীকার তাহার উপর যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোন বৈধতার প্রশ্নের উপর বিতর্ক হইবে না; তবে স্পীকার সঙ্গত মনে করিলে তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে সদস্যদিগের বক্তব্য শুনিতে পারিবেন।

(৫) বৈধতার প্রশ্ন বিশেষ অধিকারের প্রশ্ন নহে।

(৬) কোন সদস্য-

(ক) তথ্য জানিবার জন্য, কিংবা
(খ) স্বীয় বক্তব্য ব্যাখ্যার জন্য, কিংবা
(গ) সংসদে কোন প্রস্তাব ভোটে দিবার সময়, কিংবা
(ঘ) অনুমানসিদ্ধ বিষয় লইয়া, কিংবা
(ঙ) বিভক্তি-ভোটের ঘণ্টা বাজে নাই বা শুনা যায় নাই বলিয়া কোন বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন না।

৩০২। বৈধতার প্রশ্ন নয়, এমন বিষয় উত্থাপন -

কোন সদস্য বৈধতার প্রশ্ন-বহির্ভূত যে কোন বিষয় সংসদের গোচরে আনিতে চাহিলে তিনি সচিবের নিকট সংসদে উত্থাপনীয় বিষয়টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং অনুরূপ ইচ্ছার কারণ বিবৃত করিয়া লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং স্পীকার সম্মতি দিলে স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়মত তিনি বিষয়টি উত্থাপন করিতে পারিবেন।

শৃঙ্খলা রক্ষা

৩০৩। স্পীকার কর্তৃক শৃঙ্খলা রক্ষা ও সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ -

স্পীকার শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন এবং তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে।

কোরাম

৩০৪। কোরাম

সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময় যদি এই মর্মে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, ষাটজনের কম সদস্য উপস্থিত রহিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি সংসদের বৈঠক মূলতবী করিবেন অথবা স্থগিত রাখিয়া পাঁচ মিনিট ধরিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বলিবেন; কিন্তু ঘণ্টা ধ্বনি বন্ধ হইবার পরও কোরাম না হইলে তিনি বৈঠক মূলতবী করিবেন।

সংসদের ভাষা

৩০৫। সংসদের ভাষা

(১) সদস্যগণ সংসদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্য বাংলায় যথাযথভাবে বক্তব্য ব্যক্ত করিতে সক্ষম না হইলে স্পীকার তাঁহাকে ইংরেজীতে বলিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) সংসদের কার্য-বিবরণীর সরকারী রেকর্ড বাংলা ভাষায় রক্ষিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকার প্রয়োজনবোধে সংসদের কার্য-বিবরণীর যে কোন অংশ বা উদ্ধৃতি ইংরেজী ভাষায় রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

সংসদের কার্যবাহের রিপোর্ট

৩০৬। কার্যবাহের রিপোর্ট -

সচিব সংসদের প্রত্যক বৈঠকে কার্যবাহের একটি করিয়া পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রস্তুত করাইবেন এবং সময়ে সময়ে স্পীকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে যথাশীঘ্র তাহা প্রকাশ করাইবেন।

৩০৭। বিতর্ক হইতে শব্দাবলীর বাতিলকরণ -

স্পীকার যদি মনে করেন যে, বিতর্কে এমন সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা অবমাননাকর বা অশোভন বা সংসদ-রীতি বিরোধী বা অমর্যাদাকর, তাহা হইলে তিনি নিজ ক্ষমতাবলে অনুরূপ শব্দাবলীকে সংসদের কার্যবাহ হইতে বাতিল করিতে পারিবেন।

৩০৮। মুদ্রিত বিতর্কে বাতিলকৃত কার্যবাহের উল্লেখ -

সংসদের মুদ্রিত বিতর্কে অনুরূপভাবে বাতিলকৃত সংসদের কার্যবাহের অনুরূপ বাতিলকৃত অংশকে তারকাচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করা হইবে এবং পাদটিকায় নিম্নবর্ণিত মন্তব্য সন্নিবেশিত হইবেঃ

"সভাপতির আদেশক্রমে বাতিল করা হইল।"

সংসদের কাগজপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশন

৩০৯। সংসদের কাগজপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশন -

(১) স্পীকার সংসদের কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কাগজ, দলিল বা রিপোর্ট কিংবা সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে উপস্থাপিত বা পেশকৃত কোন কাগজ, দলিল বা রিপোর্ট মুদ্রণ, প্রকাশন, বিতরণ বা বিক্রয়ের কর্তৃত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) এই বিধির (১) উপ-বিধি মোতাবেক কোন কাগজ, দলিল বা রিপোর্ট মুদ্রিত, প্রকাশিত, বিতরিত বা বিক্রিত হইলে তাহা সংবিধানের ৭৮ অনুচ্ছেদের (৪) দফা-মতে সংসদের কর্তৃত্বে মুদ্রিত, প্রকাশিত, বিতরিত বা বিক্রিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কাগজপত্রের হেফাজত

৩১০। কাগজপত্রের হেফাজত -

সংসদ বা সংসদের কোন কমিটি বা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সকল রেকর্ড, দলিলাদি ও কাগজপত্র সচিবের হেফাজতে থাকিবে এবং তিনি অনুরূপ কোন রেকর্ড, দলিলাদি বা কাগজপত্র স্পীকারের অনুমতি ব্যতীত সংসদের বাইরে লইয়া যাইতে দিবেন না।

সংসদ কক্ষ

৩১১। সংসদ কক্ষ ব্যবহারের ব্যাপারে বাধা

সংসদের বৈঠক ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সংসদ-কক্ষ ব্যবহৃত হইবে না।

আগন্তুকদিগের প্রবেশ

৩১২। আগন্তুকদিগের প্রবেশ -

সংসদের বৈঠক চলাকালে সংসদের যে সকল অংশ একান্তভাবে সদস্যদিগের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত নহে, সেই সকল অংশে আগন্তুকগণের প্রবেশ স্পীকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৩১৩। আগন্তুকদিগের বাহির হইয়া যাইবার নির্দেশ -

স্পীকার যখন প্রয়োজন মনে করিবেন তখন সংসদের যে কোন অংশ হইতে আগন্তুকদিগকে বাহির হইয়া যাইবার নির্দেশ দিতে পারেন।

৩১৪। আগন্তুকদিগকে অপসারণ এবং আটক -

স্পীকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সচিবালয়ের একজন কর্মচারী সংসদের বৈঠক চলাকালে যদি সংসদের যে অংশ সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত, তাহার যে কোন স্থানে কোন আগন্তুককে দেখিতে পান অথবা সে বিষয়ে তাহার নিকট কেহ রিপোর্ট করে, অথবা কোন আগন্তুক সংসদের যে কোন অংশে প্রবেশ লাভ করিয়া অসদাচরণ করেন, অথবা ৩১২ বিধি মোতাবেক স্পীকার কর্তৃক প্রণীত নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করেন, অথবা ৩১৩ বিধি মোতাবেক আগন্তুকদিগকে বাহির হইয়া যাইবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও বাহিরে না যান তাহা হইলে ঐ কর্মচারী তাঁহাকে সংসদের সীমা হইতে অপসারিত করিবেন অথবা আটক করিবেন।

বিধি স্থগিতকরণ

৩১৫। বিধি স্থগিতকরণ -

এই সকল বিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন অসামঞ্জস্য দেখা দিলে বা অসুবিধার সৃষ্টি হইলে স্পীকারের অনুমতিক্রমে যে কোন সদস্য প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে, সংসদে উত্থাপিত কোন বিশেষ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোন বিধির প্রয়োগ স্থগিত রাখা হউক, এবং অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে সংশ্লিষ্ট বিধির প্রয়োগ স্থগিত থাকিবে।

স্পীকারের অবশিষ্ট ক্ষমতা

৩১৬। স্পীকারের অবশিষ্ট ক্ষমতা -

সংসদ এবং সংসদের কমিটিসমুহের কার্যাবলী সম্পর্কিত বিষয় হইতে কোন বিষয় উদ্ভুত হইলে এবং সে সম্পর্কে এই বিধিসমুহে নির্দিষ্ট কোন বিধান না থাকিলে সে ব্যাপারে স্পীকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং স্পীকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

কার্যাবলী বাতিল হওয়া

৩১৭। সংসদ মূলতবী হইলে অনিস্পন্ন নোটিশসমূহ বাতিল -

(১) সংসদ মূলতবী হইয়া গেলে কোন বিল উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনার নোটিশ ব্যতীত অন্য সমস্ত অনিস্পন্ন নোটিশ বাতিল হইয়া যাইবে এবং পরবর্তী অধিবেশনের জন্য নূতন করিয়া নোটিশ প্রদান করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিল উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনার ব্যাপারে সংবিধান মোতাবেক সুপারিশ করা হইয়া থাকিলে যদি সেই সুপারিশ বলবৎ না থাকে, তাহা হইলে নূতন নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) যে সমস্ত বিল উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা পরবর্তী অধিবেশনের অনিস্পন্ন কার্যাবলীর তালিকায় উঠাইতে হইবে। ভারপ্রাপ্ত সদস্য যদি পর পর দুই অধিবেশনকালে কোন বিল সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন না করেন এবং পরবর্তী

অধিবেশনে ভারপ্রাপ্ত সদস্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বিলটি অব্যাহত রাখিবার জন্য বিশেষ অনুমতি গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বিলটি তামাদি হইয়া যাইবে।

৩১৮। সংসদ বাতিলের ফলাফল -

সংসদ ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্ত অনিস্পন্ন কার্য বাতিল হইয়া যাইবে।

প্রথম তফসিল

বেসরকারী সদস্যদিগের বিল ও সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের আপেক্ষিক অগ্রগণ্যতা নির্ধারণের জন্য ব্যালট পদ্ধতি।

(২৭ ও ২৯ বিধি দ্রষ্টব্য)

১। বেসরকারী সদস্যদিগের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বরাদ্দকৃত প্রত্যেক দিনের অন্যূন সাত দিন পূর্বে সচিব নোটিশ অফিসে একটি সংখ্যাযুক্ত তালিকা রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই তালিকা দুই দিন পর্যন্ত খোলা থাকিবে এবং এই দুই দিনে অফিস খোলা থাকাকালে যে কোন সদস্য, ক্ষেত্রমত যিনি সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের কিংবা বিলের নোটিশ দিতে চাহেন অথবা দিয়াছেন তিনি সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের ব্যালটের ক্ষেত্রে একটি মাত্র সংখ্যার পাশে তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত করাইতে পারিবেন অথবা বিলের ব্যালটের জন্য নোটিশ দিয়া থাকিলে প্রত্যেকটি বিলের জন্য একটি সংখ্যা এইরূপ তিনটি পর্যন্ত সংখ্যার পাশে তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত করাইতে পারিবেন।

২। সচিবের উপস্থিতিতে কমিটি-কক্ষে ব্যালট অনুষ্ঠিত হইবে এবং যে কোন সদস্য ইচ্ছা করিলে সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারেন।

৩। সংখ্যাযুক্ত-তালিকায় যে যে সংখ্যার পাশে নাম বসানো হইয়াছে সেই সেই সংখ্যা-সম্বলিত কাগজ পৃথকভাবে একটি বাক্সে রাখিতে হইবে।

৪। একজন সহকারী বাক্স হইতে লক্ষ্যহীনভাবে একটি কাগজ টানিয়া তুলিবেন এবং সচিব তালিকা হইতে ঐ নাম উচ্চস্বরে বলিবেন এবং তখন ঐ নাম অগ্রবর্তী-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের ব্যালটের ক্ষেত্রে পাঁচটি সংখ্যা টানা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত বা অন্য ক্ষেত্রে সবগুলি সংখ্যা টানা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এই পদ্ধতি অব্যাহত থাকিবে।

৫। তালিকায় লিপিবদ্ধ প্রাধান্যের ফলে সংশ্লিষ্ট সদস্য যে বিল বা সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের জন্য বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় নোটিশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যে দিন সম্পর্কে ব্যালট অনুষ্ঠিত হয়, সেই দিনে তৎকর্তৃক প্রদত্ত প্রাধান্যের ক্রম-অনুসারে ক্ষেত্রমত বিলটি বা সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি অন্তর্ভুক্ত করাইতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি অবিলম্বে এইরূপ বিল অথবা বিলসমূহ অথবা সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব নির্দিষ্ট করিবেন।

দ্বিতীয় তফসিল

পিটিশনের ফরম

(১০২ বিধি দ্রষ্টব্য)

সংসদ,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সমীপেষু।

[এইখানে সংক্ষেপে আবেদনকারী (দের) নাম ও পদবী বা বিবরণ লিখুন, যথা, "ক, খ ইত্যাদি" অথবা ".. নিবাসী " অথবা " .... মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি]-এর আরজ এই যে,

(এইখানে বিষয়টি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন) এবং আবেদনকারী (দের) প্রার্থনা এই যে,

[এইখানে লিখুন " বিলটির কাজ সম্পন্ন করা হউক বা বন্ধ করা হউক" বা আবেদনকারী (দের) দাবী পূরণের জন্য বিলটিতে বিশেষ বিধান সংযুক্ত করা হউক" বা বিলটি সম্পর্কে অন্য কোন উপযুক্ত প্রার্থনা]।

আবেদনকারীর নাম	ঠিকানা	স্বাক্ষর বা টিপসহি

উপস্থাপনকারী সদস্যের প্রতি-স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল

কোন সদস্যের গ্রেপ্তার বা ক্ষেত্রমত আটক, হস্তান্তরিত বা মুক্তি প্রসঙ্গে প্রেরিতব্য পত্রের ফরম

(১৭২ ও ১৭৩ বিধি দ্রষ্টব্য)

স্থান ....

তারিখ...........................

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার সমীপে।

(ক)

স্পীকার মহোদয়,

আমি আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, ... আইনের .... ধারা মোতাবেক প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে আমি এই নির্দেশ দেওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি যে, ... কারণে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য .... কে গ্রেফতার/আটক করা হউক।

সুতরাং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য .... কে .... তারিখের .... ঘটিকায় গ্রেফতার/আটক করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে বর্তমানে ....(স্থান)- এর .... কারাগারে রাখা হইয়াছে।

(খ)

আমি আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আমার সম্মুখে .... আদালতে .... অভিযোগ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য .... এর বিচার হইয়াছিল। .... দিন যাবৎ বিচারের পর .... তারিখে আমি তাঁহাকে .... অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করি এবং .... (মেয়াদ)-এর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করি।

.... আদালতে তাঁহার আপীলের অনুমতি আবেদন বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

(গ)

আমি আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, ... তারিখে .... অপরাধে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য ....কে আপীল বিবেচনা-সাপেক্ষে জামিনে (অথবা ক্ষেত্রমত)/আপীলের পর দণ্ড মওকুফ হওয়ায় মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

(ক্ষেত্রমত জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ)।

চতুর্থ তফসিল

সরকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা

(২৩৮ বিধি দ্রষ্টব্য)

ভাগ-১

আইন/রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা স্থাপিত সরকারী প্রতিষ্ঠান

১। বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন।
২। বাংলাদেশ ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন।
৩। বাংলাদেশ ইন্‌ল্যাণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন।
৪। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন।
৫। বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন।
৬। বাংলাদেশ কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন।
৭। ওয়ারহাউসিং কর্পোরেশন।
৮। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।
৯। বাংলাদেশ ওয়াটার এ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডস।
১০। বাংলাদেশ কন্‌জিউমার সাপ্লাইজ কর্পোরেশন।
১১। বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন।
১২। প্রিন্টিং কর্পোরেশন।
১৩। স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন।
১৪। টেলিভিশন কর্পোরেশন।
১৫। বাংলাদেশ বিমান।
১৬। বাংলাদেশ মিনারেল এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন।
১৭। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন।
১৮। বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন।
১৯। বাংলাদেশ ফরেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন।
২০। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন।
২১। বাংলাদেশ টী বোর্ড।

২২। ওয়াটার সাপ্লাই এ্যাণ্ড সিউয়ারেজ অথরিটি।
২৩। এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন।
২৪। স্বাধীনতার পূর্বে গঠিত এবং পরবর্তীকালে অব্যাহত অন্যান্য কর্পোরেশন/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।
২৫। এই বিধিসমূহ পাসের পরে গঠিত অন্যান্য কর্পোরেশন/প্রতিষ্ঠান।

ভাগ-২

বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেজ (ন্যাশনালিজেশন) অর্ডার (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ২৭) বলে স্থাপিত সমস্ত কর্পোরেশন।